

আয়কর আইন, ২০২২
(২০২২ সনের.....নং আইন)
(খসড়া)

সূচি

অংশ-১: প্রারম্ভিক

অংশ-২: আয়কর ধার্যকরণ

প্রথম অধ্যায়: কর ধার্যকরণের ভিত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়: আয়ের আওতা

অংশ ৩: আয় পরিগণনা

প্রথম অধ্যায়: মোট আয়

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিভিন্ন খাতের আয় পরিগণনা

বিভাগ ১: চাকুরি হইতে আয়

বিভাগ ২: ভাড়া হইতে আয়

বিভাগ ৩: কৃষি হইতে আয়

বিভাগ ৪: ব্যবসা হইতে আয়

বিভাগ ৫: মূলধনি আয়

বিভাগ ৬: আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

বিভাগ ৭: অন্যান্য উৎস হইতে আয়

তৃতীয় অধ্যায়: ক্ষতির সমন্বয় এবং জেরটানা

চতুর্থ অধ্যায়: গড়করণ

পঞ্চম অধ্যায়: হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

অংশ ৪: অব্যাহতি, বাদ ও কর অবকাশ

প্রথম অধ্যায়: অব্যাহতি, কর্তন ও ছাড়

দ্বিতীয় অধ্যায়: কর অবকাশ

অংশ ৫: কর পরিশোধ

প্রথম অধ্যায়: উৎসে কর

বিভাগ ১: উৎসে কর কর্তন

উপ-বিভাগ ক: নিবাসী হইতে কর কর্তন

উপ-বিভাগ খ: অনিবাসীর নিকট হইতে কর কর্তন

বিভাগ ২: উৎসে কর সংগ্রহ

বিভাগ ৩: সাধারণ বিধানাবলি

দ্বিতীয় অধ্যায়: অগ্রিম কর পরিশোধ

বিভাগ ১: অগ্রিম কর: বিশেষ বিধানাবলি

বিভাগ ২: অগ্রিম কর: সাধারণ বিধানাবলি

তৃতীয় অধ্যায়: অগ্রিম করের উপর সুদ

অংশ ৬: ন্যূনতম কর

অংশ ৭: রিটার্ন, বিবরণী এবং দলিলাদি

প্রথম অধ্যায়: রিটার্ন এবং বিবরণী

দ্বিতীয় অধ্যায়: কর নির্ধারণের জন্য তথ্য উপস্থাপন

অংশ ৮: অডিট এবং কর নির্ধারণ

প্রথম অধ্যায়: অডিট এবং কর নির্ধারণ

বিভাগ ১: সাধারণ বিধান

বিভাগ ২: বিশেষ বিধান

অংশ ৯: সময়ের সীমাবদ্ধতা

অংশ ১০: তথ্য সংগ্রহ

প্রথম অধ্যায়: স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য উপস্থাপন

দ্বিতীয় অধ্যায়: আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ

তৃতীয় অধ্যায়: জরিপ, তল্লাসী ও জব্দ

চতুর্থ অধ্যায়: শুনানির জন্য তলব

অংশ ১১: রাজস্ব ফাঁকি পুনরুদ্ধার

অংশ ১২: বকেয়া আদায়, প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

প্রথম অধ্যায়: বকেয়া কর আদায়

দ্বিতীয় অধ্যায়: অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ফ্রোক

তৃতীয় অধ্যায়: প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

অংশ ১৩: কর পরিহার রোধ

প্রথম অধ্যায়: কর পরিহার রোধ সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলি

দ্বিতীয় অধ্যায়: কর পরিহার রোধ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

বিভাগ ১: ট্রান্সফার প্রাইসিং

বিভাগ ২: কর পরিহার রোধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান

অংশ-১৪: আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা

প্রথম অধ্যায়: কর চুক্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়: অব্যাহতি ও বৈদেশিক কর ক্রেডিট

অংশ ১৫: এজেন্সি, প্রতিনিধিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

অংশ ১৬: সনাক্তকরণ নম্বর

অংশ ১৭: জরিমানা

অংশ ১৮: ক্ষোভের প্রতিবিধান

প্রথম অধ্যায়: প্রশাসনিক রিভিশন

দ্বিতীয় অধ্যায়: আপীল এবং রেফারেন্স

তৃতীয় অধ্যায়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

অংশ ১৯: তথ্য সুরক্ষা

অংশ ২০: অপরাধ ও বিচার

অংশ ২১: বিধি, আদেশ এবং বিজ্ঞপ্তি

অংশ ২২: প্রশাসন

অংশ ২৩: কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

অংশ ২৪: অনুমোদিত প্রতিনিধি

অংশ ২৫: ইলেকট্রনিক কর ব্যবস্থাপনা

অংশ ২৬: বিবিধ

অংশ ২৭: রহিতকরণ ও হেফাজত

অংশ ২৮: সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

প্রথম তফসিল: বিশেষ করহার

বিভাগ ১: বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন

বিভাগ ২: আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

দ্বিতীয় তফসিল: অনুমোদিত তহবিলসমূহ

বিভাগ ১: অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল

বিভাগ ২: অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল

বিভাগ ৩: স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল

তৃতীয় তফসিল: অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেশন

বিভাগ ১: অবচয় ভাতা পরিগণনা

বিভাগ ২: অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা

চতুর্থ তফসিল: বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

পঞ্চম তফসিল: কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

বিভাগ ১: পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ

বিভাগ ২: বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত
ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

ষষ্ঠ তফসিল: কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ফ্রেডিট

বিভাগ ১: মোট আয় পরিগণনায় না আনা

বিভাগ ২: মোট আয় হইতে বিয়োজন

বিভাগ ৩: সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

বিভাগ ৪: কর অবকাশ কর্মসূচি/স্কিম

অংশ-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।—

- (১) এই আইন আয়কর আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করবে সে তারিখে এই আইন কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অংশ-২
আয়কর ধার্যকরণ

প্রথম অধ্যায়
কর ধার্যকরণের ভিত্তি

২। কর ধার্যকরণ।—

- (১) কোনো আয়বর্ষের মোট আয়ের ভিত্তিতে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে।
- (২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংসদে পাশকৃত আইনে কোনো করবর্ষ ভিত্তিক নির্ধারিত হারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হবে।
- (৩) এই আইনের বিধানানুযায়ী নিম্নবর্ণিত করাধি ধার্য, আরোপ, পরিশোধ বা সংগ্রহ করা হইবে, যথা:
 - (ক) উৎসে কর;
 - (খ) অগ্রিম আয়কর;
 - (গ) ন্যূনতম কর;
 - (ঘ) চূড়ান্ত কর; এবং
 - (ঙ) অন্যকোনো কর।
- (৪) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংসদে পাশকৃত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ও প্রকৃতিতে সারচার্জ ধার্য, আরোপ বা সংগ্রহ করা হইবে।

৩। অতিরিক্ত কর আরোপ।—

এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগ প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করিলে অনুরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় করের অতিরিক্ত কর হিসেবে প্রদেয় করের ৫০ শতাংশ বা ৫ লক্ষ টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক, পরিশোধ করিবে।

৪। বিনিয়োগ, আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যের উপর কর আরোপ।—

যেক্ষেত্রে কোন আয়বর্ষে কোন করদাতা, তৎকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে,-

- (ক) কোন আমদানি বা রপ্তানি পরিচালনার দাবি করেন এবং যথাক্রমে উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য পরিশোধিত বা গৃহীত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত লেনদেন মূল্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; অথবা
- (খ) কোন বিনিয়োগের দাবি করেন এবং উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়;

সেক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দফা (ক) এ উল্লিখিত পার্থক্যের উপর অথবা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) এ উল্লিখিত প্রদর্শিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের উপর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

৫। **স্টক লভ্যাংশে উপর কর আরোপ।—**

এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক লভ্যাংশ ঘোষিত বা বিতরণকৃত নগদ লভ্যাংশকে অতিক্রম করে অথবা নগদ লভ্যাংশ ব্যতীত কেবলমাত্র স্টক লভ্যাংশের ঘোষণা বা বিতরণ করা হয় তবে সেই আয়বর্ষে ঘোষিত বা বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।

৬। **সংরক্ষিত আয়, সংচিতি, উদ্ধৃত ইত্যাদির উপর কর আরোপ।—**

এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষিত আয়ে অথবা কোনো তহবিল, সংচিতি বা উদ্ধৃতে, , তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ কর পরিশোধিত নীট আয়ের ৭০% (সত্তর শতাংশ) অতিক্রম করে তবে সেই আয়বর্ষে যে পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হইয়াছে উহার ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।

৭। **বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন, ইত্যাদি।—**

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির করা কোনো বিনিয়োগের উপর প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে এবং শর্তে কর পরিশোধ করিলে সেই বিনিয়োগের উৎস এই আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য করার বিধান করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ বিনিয়োগ সেই মোতাবেক ব্যাখ্যায়িত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।—**

যেক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অর্থ পরিশোধ এবং তফসিলে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয় প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সেই মোতাবেক আয় প্রদর্শনের সুযোগ থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আয়ের আওতা

৯। কোনো নিবাসি ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোট আয়ের আওতা।—

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো নিবাসি ব্যক্তির যেকোনো উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয় তার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে; যা-

- (ক) উক্ত বছরে বাংলাদেশে তার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত, অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
- (খ) বাংলাদেশের বাইরে তার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত;
- (গ) ঐ বছরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য;
- (ঘ) ঐ বছরে বাংলাদেশের বাইরে উক্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

১০। কোনো অনিবাসি ব্যক্তির ক্ষেত্রে মোট আয়ের আওতা।—

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো অনিবাসি ব্যক্তির যেকোনো উৎস হইতে আহরিত নিম্নবর্ণিত আয় তার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে; যা-

- (ক) ঐ বছরে বাংলাদেশে তার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত, অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য; বা
- (খ) ঐ বছরে বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে গৃহীত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

১১। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত বলিয়া গণ্য আয়।—

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

- (১) পরিশোধের স্থান নির্বিশেষে “চাকুরি হইতে আয়” খাতভুক্ত যেকোনো আয়, যদি তা-
 - (ক) বাংলাদেশে অর্জিত হয়; বা
 - (খ) সেবা প্রদানের বিপরীতে সে আয় যদি বাংলাদেশ সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো বাংলাদেশী নাগরিককে পরিশোধ করা হয়;
- (২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উপচিত বা উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-
 - (ক) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো স্থায়ী স্থাপনা, বা
 - (খ) বাংলাদেশে থাকা কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে থাকা কোনো সম্পত্তি, অধিকার, অথবা আয়ের অন্যকোনো উৎস; বা
 - (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর; বা
 - (ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ক্রেতার নিকট ইলেকট্রনিক কোনো মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়; বা
 - (ঙ) বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি; বা

(চ) বাংলাদেশে ভোগ্য কোনো পণ্য বা সেবা।

ব্যাখ্যা: এর দফা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) বাংলাদেশে নিবাসী কোন কোম্পানির শেয়ার (তা যার হাতেই থাকুকনা কেন) বাংলাদেশে থাকা প্রপার্টি বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কোনো স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, যদি -

(অ) স্পর্শাতীত সম্পত্তি বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়; বা

(আ) যেক্ষেত্রে স্পর্শাতীত সম্পত্তির মালিক বাংলাদেশে অনিবাসী সেক্ষেত্রে, স্পর্শাতীত সম্পত্তিটি যদি বর্ণিত অনিবাসীর বাংলাদেশে অবস্থিত পার্মানেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়:

(গ) বাংলাদেশে অনিবাসী কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে (হস্তান্তর যেখানেই সংঘটিত হোক না কেন) এবং ঐ কোম্পানির বাংলাদেশে কোনো পরিসম্পদ থাকিলে উক্ত হস্তান্তরিত শেয়ার মূল্যের যতটুকু বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদের মূল্যের সাথে সম্পর্কিত ততটুকু পর্যন্ত অংক বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো পরিসম্পদ হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলাদেশী কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে পরিশোধিত কোনো লভ্যাংশ;

(৪) সুদ হিসাবে প্রদেয় কোনো আয়, যদি তা-

(ক) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হয়; বা

(খ) বাংলাদেশের বাইরে কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে গৃহীত কোনো ঋণ বা ধারকৃত অর্থের বিপরীতে প্রদেয় সুদের ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো নিবাসি কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা

(গ) বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং বাংলাদেশ থেকে গৃহীত ঋণ বা ধারকৃত অর্থের বিপরীতে কোনো অনিবাসি কর্তৃক প্রদেয় হয়।

(৫) কারিগরি সেবার জন্য ফি হিসাবে প্রাপ্ত কোনো আয়, যদি তা-

(ক) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হয়; বা

(খ) বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য গৃহীত সেবার ফি হিসেবে প্রদেয় ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো নিবাসি কর্তৃক প্রদেয় হয়; বা

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য গৃহীত সেবার ফি হিসেবে কোনো অনিবাসি কর্তৃক প্রদেয় হয়।

(৬) রয়্যালটি আয়, যা-

(ক) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধযোগ্য; বা

- (খ) বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কোনো রাইট, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসেবে পরিশোধের ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো নিবাসি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য; বা
- (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো ব্যবসা পরিচালনা বা বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যকোনো উৎস হইতে আয় অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কোনো রাইট, সম্পত্তি বা তথ্য বা গৃহীত সেবার বিনিময় হিসেবে কোনো অনিবাসী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য।
- (৭) বাংলাদেশে অভ্যন্তরে কোনো ঝুঁকি হইতে রক্ষার বিপরীতে কোনো নিবাসি বা অনিবাসি দ্বারা উপচিত বা প্রদেয় বিমা বা পুনঃবিমার প্রিমিয়াম।

অংশ ৩
আয় পরিগণনা

প্রথম অধ্যায়
মোট আয়

১২। মোট আয় পরিগণনা।—

সকল খাতের আয় যোগ করিয়া মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

১৩। আয়ের খাতসমূহ।—

এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় পরিগণনার জন্য, যেকোনো আয় নিম্নবর্ণিত যেকোনো একটি খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে, যথা:-

- (ক) চাকুরি হইতে আয়;
- (খ) ভাড়া হইতে আয়;
- (গ) কৃষি হইতে আয়;
- (ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;
- (ঙ) মূলধনি আয়;
- (চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

১৪। আয় একীভূতকরণ।—

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

- (ক) উক্ত ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তার অংশ;
- (খ) উক্ত ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয়, যদি
 - (অ) উক্ত স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তার উপর নির্ভরশীল হন; বা
 - (আ) অনুরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে, বা
 - (ই) তিনি অনুরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন।

তবে, উক্ত স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হইলে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো ফার্মের অংশীদার বা কোনো ব্যক্তিসংঘের সদস্য হইলে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ে তার অংশ নিচের সূত্র দ্বারা নিরূপিত হবেঃ

ক = $খ + (ঘ - ঙ) এর গ\%$, যেখানে-

ক = ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তির আয়ের অংশ;

খ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিতোষিক;

গ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘে উক্ত ব্যক্তির শেয়ারের শতকরা হার;

ঘ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয়;

ঙ = উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক সকল অংশীদার বা সদস্যকে প্রদেয় বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিতোষিক এর যোগফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিভিন্ন খাতের আয় পরিগণনা

বিভাগ-১
চাকুরি হইতে আয়

১৫। চাকুরি হইতে আয়।—

- (১) ‘চাকুরি হইতে আয়’ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) চাকুরি হইতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;
 - (খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়;
 - (গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন;
 - (ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হইতে প্রাপ্ত যেকোনো অংক বা সুবিধা;
- (২) নিম্নোক্ত প্রাপ্তিসমূহ “চাকুরি হইতে আয়” এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না-
- (ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নয় এমন অন্যকোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসাব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
 - (খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবলমাত্র চাকুরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা;
- (৩) ‘বেতন’ বলিতে কর্মচারী কর্তৃক চাকুরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংককে বুঝাইবে এবং অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;
 - (খ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;
 - (গ) অগ্রিম বেতন;
 - (ঘ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা এদের সম্পূরক;
 - (ঙ) পারকুইজিট;
 - (চ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;
- (৪) ‘বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি’ অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) চাকুরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ- যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন;
 - (খ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্যকোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে বাকী অংশ;

- (গ) চাকুরির চুক্তির শর্তাবলীর পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অংক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ঘ) চাকুরিতে যোগদানকালে বা চাকুরির অন্যকোন শর্তের অধীন প্রাপ্ত অংক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (৫) ‘পারকুইজিট’ অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা; তবে নিম্নোক্ত পরিশোধসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না-
- (ক) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, প্রণোদনা ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;
- (খ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুত্মাষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;
- (৬) ‘মূল বেতন’ অর্থ মাসিক বা অন্যপ্রকারে প্রদেয় বেতন যার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়; নিম্নোক্ত ভাতা বা সুবিধাদি মূল বেতনের অন্তর্ভুক্ত হইবে না-
- (ক) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা ; এবং
- (খ) কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা;
- (৭) ‘নিয়োগকর্তা’ অর্থ যিনি নিয়োগ দিয়া থাকেন এবং বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করিয়া থাকেন; নিয়োগকর্তার পক্ষে উক্ত কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিও নিয়োগকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন।

১৬। পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ—

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নোক্ত টেবিল মোতাবেক নির্ধারিত হইবে-

ক্রঃ নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১।	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হইলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা হইলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য। (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২।	মোটরগাড়িপ্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০,০০০ টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক নয় এমন গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫,০০০ টাকা;
৩।	অন্যকোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য;

১৭। কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয় নির্ধারণ।—

- (১) 'কর্মচারী শেয়ার স্কিম' অর্থ কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থাপনা যাহার অধীনে একটি কোম্পানি-
- (ক) তাহার কোনো কর্মচারী বা তাহার কোনো সহযোগী কোম্পানির কর্মচারী বরাবরে শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে; বা
- (খ) একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি বরাবরে শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে এবং পরবর্তীতে ট্রাস্টি ট্রাস্টের দলিল মোতাবেক উক্ত শেয়ার ঐ কোম্পানির বা তাহার কোনো সহযোগী কোম্পানির কোনো কর্মচারী বরাবরে ইস্যু করিতে পারিবে।
- (২) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীনে শেয়ার প্রাপ্ত হইলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে $k - x$ নিয়মে আয় চাকুরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হইবে, যেখানে-
- $k =$ প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য
- $x =$ শেয়ার অর্জনের ব্যয়;
- (৩) উপধারা (২) তে বর্ণিত শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলিতে নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাইবে-
- (ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন;
- (খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন;
- (৪) কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীনে শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে চাকুরি হইতে আয়ের সাথে $k - x$ নিয়মে আয় যোগ হইবে, যেখানে-
- $k =$ শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য;
- $x =$ শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য;

১৮। চাকুরি হইতে আয়ের বিপরীতে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন-

- (১) মূল বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ টাকা যাহা কম।
- (২) চুক্তিভিত্তিক গ্রস অঙ্কের বেতনের ক্ষেত্রে বেতনের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ টাকা যাহা কম।

বিভাগ ২
ভাড়া হইতে আয়

১৯। এই বিভাগের প্রয়োগ।—

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে “ভাড়া হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ যেকোনো আয়কে এই বিভাগের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

২০। ভাড়া হইতে আয়।—

- (১) কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হইতে এই বিভাগে বর্ণিত সর্বমোট অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই হইবে ঐ সম্পত্তি হইতে ঐ ব্যক্তির “ভাড়া হইতে আয়”।
- (২) কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকিলে এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত আয় ঐ ব্যক্তির “ব্যবসা হইতে আয়” খাতে পরিগণনাযোগ্য হইলে ঐ অংশের জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।
- (৩) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরণেরই হউক না কেন, এই খাতের অধীনে আয় পরিগণনা করিতে হইবে।
- (৪) যেই ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পত্তির মালিক হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে কোনো ব্যক্তির প্রাপ্ত আয়কে নিম্নলিখিতভাবে পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

যদি সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির অংশের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত হয়	মালিকানার শেয়ারের আনুপাতিক হারে
যদি সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির অংশের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট না হয়	উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে কোনো ব্যক্তির কর পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যক্তিসংঘ হিসাবে পরিগণিত হইবেন

২১। মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা।

- (১) কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিচের সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করিতে হইবে:

$$ক = (খ+গ+ঘ) - ঙ, \text{ যেখানে-}$$

$$ক = \text{মোট ভাড়ামূল্য;}$$

$$খ = \text{উক্ত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ, বা ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের জন্য যৌক্তিকভাবে প্রাপ্য ভাড়ার পরিমাণ, এই দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি;}$$

$$গ = \text{উক্ত আয়বর্ষে ঐ সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া প্রকৃতির অর্থ, তাহা যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন;}$$

$$ঘ = \text{উক্ত আয়বর্ষে ঐ সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা ‘খ’ বা ‘গ’তে উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত;}$$

ঙ = এমন কোনো অগ্রীম অংক যাহা পূর্ববর্তী কোনো আয়বর্ষে গৃহীত হওয়ার কারণে মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সে অগ্রীম বিবেচ্য এই আয়বর্ষের ভাড়ার বিপরীতে ভাড়াগ্রহণকারী কৃত্রিম সমন্বয় করা হয়েছে।

২২। ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ।—

ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হইবে, যথা:-

- (ক) কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বীমা করা হইয়া থাকিলে তাহার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;
- (খ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;
- (গ) সম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্যকোনো বার্ষিক চার্জ, যাহা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়।
- (ঘ) মেরামত, ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নরূপ অংক:

সম্পত্তির ধরন	বিয়োজনযোগ্য খরচ (মোট ভাড়া মূল্যের শতকরা হারে)
বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০ শতাংশ
অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫ শতাংশ
অন্যান্য সম্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১০ শতাংশ

- (ঙ) সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হইতে পর পর মোট তিন আয়বর্ষে সমকিস্তিতে বিয়োজনযোগ্য হইবে।
- (চ) ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, ক্লজ (ঙ) তে বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হইবে না।

১৩। খরচ অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা।—

- (১) উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য এরূপ কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ না করা হইলে, অথবা কর্তিত বা আদায়কৃত কর এই আইনের বিধান অনুযায়ী যথানিয়মে সরকারের অনুকূলে জমা করা না হইলে, ঐ ব্যয় এই বিভাগের অধীনে খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হইবে না।
- (২) সম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হইবে।

২৪। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থ।—

এই বিভাগে-

(ক) “গৃহসম্পত্তি” বলিতে-

(অ) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস, ইত্যাদি, যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং

(আ) গৃহ যে ভূমির উপর স্থাপিত

উহা অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু কোনো কারখানা ভবন অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) “ভাড়া প্রদান” বলিতে মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হুক বা না হোক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা মোদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্যকোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) “সম্পত্তি” বলিতে গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঞ্জিনা, যন্ত্রপাতি ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য যেকোনো ভৌত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা ভাড়া প্রদান করা যায়।

বিভাগ- ৩
কৃষি হইতে আয়

২৫। এই বিভাগের প্রযোজ্যতা।—

“কৃষি হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ যেকোনো আয়কে এই বিভাগের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

২৬। কৃষি হইতে আয়।—

- (১) কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হইতে অর্জিত আয় “কৃষি হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।
- (২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) “কৃষি” বলিতে যেকোনো প্রকার উদ্যানপালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাস-মুরগী ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারী, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন, বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৭। বিশেষ কৃষি আয়।—

- (১) ধারা ২৬ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষ কৃষি আয় এই ধারার বিধানাবলি মোতাবেক গণনা করিতে হইবে।
- (২) কোনো পরিসম্পদ করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত হইবার পর কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হইলে তাহা নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে, যথা:-

বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)
বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে বেশি হয়	<p>ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;</p> <p>খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “কৃষি হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে।</p>
বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হইতে বেশি না হয়, কিন্তু অবলোপিত মূল্য হইতে বেশি হয়	ক-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “কৃষি হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

- (৩) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক তাহার কৃষিকাজে ব্যবহৃত কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হইবার কারণে কোনো বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের অধিক হইলে উক্ত অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে কৃষি হইতে আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা: -

বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)
বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-(গ-ঘ) এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “কৃষি হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য থেকে বেশি না হয়, কিন্তু অবলোপিত মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-(গ-ঘ) এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “কৃষি হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

- (৪) এই ধারায়-

ক= পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, সম্পদের বিপরীতে প্রাপ্ত বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ;
খ= পরিসম্পদের অর্জন মূল্য;
গ= চতুর্থ তফসিলের অধীন অবচয় অনুমোদনের পর পরিসম্পদের গণনাকৃত অবলোপিত মূল্য; এবং
ঘ= পরিসম্পদের স্ক্র্যাপ মূল্য বুঝাইবে।

- (৫) উপধারা (২) এবং (৩) এর সারণির কলাম (২) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অবলোপিত মূল্যের তফাৎ ঋণাত্মক হইলে ফলাফল “কৃষি হইতে আয়” খাতে ব্যয়িত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৮। “কৃষি হইতে আয়” খাতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ।—

- (১) এই আইনের অধীন, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতে করযোগ্য আয় গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত বৎসরে করদাতা কর্তৃক, মূলধনি ব্যয় বা ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, সম্পূর্ণরূপে এবং কেবলমাত্র কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে এবং নিম্নোক্ত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসেবে গণ্য হইবে-

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা।

- (খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়।
- (গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা।
- (ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়াদি।
- (ঙ) ভূমির বা আঙিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙিনা হইতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বীমার কিস্তি।
- (চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্যকোনো প্রকারের ক্ষতিসাধন হইতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ।
- (ছ) ৩য় তফসিলে অনুমোদিত বর্ণিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ:-
- (অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;
- (আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের এয়ার্মোটাইজেশন;
- (জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশু মরিয়া গিয়াছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া গিয়াছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং ক্ষেত্রমত সে পশু বিক্রয় বা তাহার মাংস, ইত্যাদি বিক্রয় হইতে উদ্ধারকৃত অর্থ, এই দুয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অংক;
- (ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃতকৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যাহা মূলধনি প্রকৃতির নহে;
- (ঞ) এই দফার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এমন কোনো স্কীমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়।
- (ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।
- (২) এই ধারার অধীন কোনো ব্যয়ের যতটুকু অংশ “কৃষি হইতে আয়” এর সহিত সম্পর্কিত কেবল ততটুকু অংশই অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য হইবে।

২৯। হিসাববহি রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা।—

- (১) যদি দেখা যায় যে —
- (ক) করদাতা নিয়মিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন না, বা
- (খ) এরূপ কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন যাহার ভিত্তিতে করদাতার আয় বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া উপ-কর কমিশনারের মনে হইতেছে, বা
- (গ) করদাতা হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, বা

(ঘ) করদাতা যেই হিসাব বা লেনদেনের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করিয়াছে তাহে যাচাইযোগ্য নহে,

তাহা হইলে, অন্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার দরের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে ভূমি বা আঙিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে “কৃষি হইতে আয়” প্রাপ্ত হইবেন সেইক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৩০। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত হইবে না –

(১) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হয় এমন সকল ক্ষেত্রে অংশ ৫ এর বিধানাবলির পরিপালন না হইলে।

(২) ধারা ৪৩ বর্ণিত বিধিনিষেধগুলো এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন বিধিনিষেধগুলো এ বিভাগের সহিত সম্পর্কিত।

৩১। কারণ দর্শানো ব্যতীত বিয়োজন বা দাবী অগ্রাহ্য নয়।—

উপ-কর কমিশনার কোনো কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে কোনো আয়বর্ষে করদাতার কোনো বিয়োজন দাবী অগ্রাহ্য করিবেন না অথবা দাবীকৃত ব্যয়ের অংক হ্রাস করিবেন না।

বিভাগ-৪

ব্যবসা হইতে আয়

৩২। এই বিভাগের প্রয়োগ:

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে “ব্যবসা হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ কোনো আয় এই বিভাগের অধীনে গণনা করিতে হইবে।

৩৩। ব্যবসা হইতে আয়

করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ “ব্যবসা হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে-

- (ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলিয়া গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;
- (খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা অনুরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক সদস্যদেরকে নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভূত কোনো আয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;
- (ঘ) কোনো ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (মুদারাবা ব্যবস্থাপনা কোম্পানিসহ) কর্তৃক উদ্ভূত কোনো ব্যবস্থাপনা ফি;
- (ঙ) নিজের অথবা অন্যের মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদ অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট লীজ প্রদানের বিপরীতে লীজদাতা ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্য কোনো অর্থ;
- (চ) বন্ধ হইয়া যাওয়া কোনো ব্যবসা হইতে আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

৩৪। ব্যবসা হইতে আয়: বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ।-

- (১) ধারা ৩৩ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসা হইতে আয়কে উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (৯) ও (১০) এর বিধান অনুসারে পরিগণনা করিতে হইবে।
- (২) করদাতার যে ব্যবসায়ের জন্য আয় পরিগণিত হচ্ছে সে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত কোনো পরিসম্পদ যদি কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হয় তাহলে ঐ বিক্রয়প্রসূত আয়ের পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

বিক্রয়লব্ধ অর্থ	আয়ের পরিমাণ
(১)	(২)
বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি সম্পদের অরিজিন্যাল মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-গ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

বিক্রয়লব্ক অর্থ যদি সম্পদের অরিজিন্যাল মূল্য থেকে বেশি না হয়, কিন্তু অবলোপিত মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-গ এর সমপরিমান অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
বিক্রয়লব্ক অর্থ যদি ধারা ৩৭ এর উপধারা (১) এর দফা (চ) ও (ছ) এর অধীন অনুমোদিত খরচ অপেক্ষা বেশি না হয়	বিক্রয়লব্ক অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

- (৩) করদাতার ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হওয়া পর কোনো পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হবার কারণে কোনো বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে তার পরিমাণ যদি উক্ত সম্পদের অবলোপিত মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আয়ের অংক হইবে নিম্নরূপ: যথা: -

বিক্রয়লব্ক অর্থ	আয়ের পরিমাণ
(১)	(২)
বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি সম্পদের অরিজিন্যাল মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-খ এর সমপরিমান অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে; খ-(গ-ঘ) এর সমপরিমান অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ যদি সম্পদের অরিজিন্যাল মূল্য থেকে বেশি না হয়, কিন্তু অবলোপিত মূল্য থেকে বেশি হয়	ক-(গ-ঘ) এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

এই উপধারায়-

- ক= সম্পদের বিক্রয়লব্ক অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, সম্পদের বিপরীতে প্রাপ্ত বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ;
- খ= সম্পদের অরিজিন্যাল মূল্য
- গ= চতুর্থ তফসিলের অধীন অবচয় অনুমোদনের পর সম্পদের গণনাকৃত অবলোপিত মূল্য;
- ঘ= সম্পদের স্ক্র্যাপ মূল্য।

- (৪) কোনো রপ্তানীকারক করদাতা যদি সরকার কর্তৃক তার অনুকূলে বন্টনকৃত রপ্তানী কোটার সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো আয়বর্ষে অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিয়ান, তাহলে এরূপ হস্তান্তরিত কোটার আনুপাতিক রপ্তানিমূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(৫) কোনো আয়বর্ষে এই বিভাগের অধীনে আয় পরিগণনায় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ যদি বিয়োজিত হয় এবং যে আয়বর্ষে বিয়োজিত হইয়াছে তা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তাহলে বর্ণিত ৩ বছর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে উক্ত সুদ বা মুনাফার অপরিশোধিত অংক করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসেবে গণ্য গণ্য হইয়াছে এরূপ কোনো সুদ বা মুনাফা যদি পরবর্তী কোনো বছরে পরিশোধ করা হয় তাহা হইলে পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সে অংক করদাতার আয় পরিগণনায় বাদ যাবে।

(৬) কোনো আয়বর্ষে এই বিভাগের অধীনে আয় পরিগণনায় যদি করদাতার কোনো ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি হিসাবে নেয়া হয় এবং –

(ক) পরবর্তী কোনো আয় আয়বর্ষে করদাতা যদি উক্ত ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাহলে সে সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

(খ) উক্ত ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি যে আয়বর্ষে হিসাবে নেয়া হইয়াছে তা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে যদি ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি বা তার কোনো অংশ অপরিশোধিত থাকে তাহলে উক্ত অপরিশোধিত ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি উক্ত ৩ বছর সমাপ্তির পরবর্তী আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয় হিসেবে গণ্য গণ্য হইয়াছে এরূপ কোনো ড্রেডিং লায়্যাবিলিটি যদি পরবর্তী কোনো বছরে পরিশোধ করা হয় তাহলে পরিশোধ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সে অংক করদাতার আয় পরিগণনায় বাদ যাবে।

(৭) কোনো আয়বর্ষে এই বিভাগের অধীনে আয় পরিগণনায় কোনো আয়বর্ষে লোকসান, কুঋণ বা কোনো খরচ যদি বিয়োজিত হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে যদি করদাতা যদি সেই বিয়োজিত লোকসান, কুঋণ বা খরচ বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয় তাহলে সে সুবিধার অর্থমূল্য সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) এই আইনের ধারা ১৬৮ এর অধীন আয়কর রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে বছরে রিটার্ন দাখিল হইয়াছে তাহার পরবর্তী পাঁচ বছরের যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কুঋণ বা সন্দহজনক ঋণ হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসকৃত ঋণের উপর সুদ বা মুনাফা আয় যে আয়বর্ষে লাভ ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদান করা হইবে, অথবা যে আয়বর্ষে প্রকৃত পাওয়া যাবে, দুয়ের মধ্যে যেটি আগে সে আয়বর্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের “ব্যবসা হইতে আয়” শ্রেণির আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) বিক্রয়ের পূর্বে পরিসম্পদটি যে ব্যবসায় ব্যবহৃত হইয়াছি সে ব্যবসা পরিসম্পদ বিক্রয়-সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

- (খ) করদাতার ব্যবসায় ব্যবহৃত হওয়ার পর কোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশের বাইরে রপ্তানি বা স্থানান্তরিত হইলে উক্ত রপ্তানি বা স্থানান্তরের তারিখই পরিসম্পদ বিক্রয়ের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সম্পদের ক্রয়মূল্যকে ঐ বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

৩৫। কতিপয় ব্যবসায়ের মুনাফা পরিগণনা

নিম্নবর্ণিত সারণির কলাম (২) তে উল্লিখিত ব্যবসায়ের মুনাফা সারণির কলাম (৩)তে বর্ণিত তফসিলের বিধান অনুসারে পরিগণনা করা হইবে:

সারণি

ক্রমিক নং	ব্যবসা	তফসিল
(১)	(২)	(৩)
১	বিমা ব্যবসা	পঞ্চম তফসিল
২	প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল বা অন্যান্য খনিজ উত্তোলন ও অনুসন্ধান	পঞ্চম তফসিল
৩	দ্বিতীয় তফসিলের অধীন অনুমিত কর প্রযোজ্য এরূপ কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসা	দ্বিতীয় তফসিল

৩৬। ফটকা ব্যবসাকে পৃথকভাবে বিবেচনা।-

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ফটকা পরিচালিত হইলে তা ঐ ব্যক্তির অন্যান্য ব্যবসা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ব্যবসা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৩৭। “ব্যবসা হইতে আয়” গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ।-

- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য-
- (ক) করদাতার যে ব্যবসায়ের জন্য আয় পরিগণিত হচ্ছে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে সে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাহকৃত সকল ব্যয় বিয়োজন হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হইবে;
- (খ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;
- (গ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঞ্জিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;
- (ঘ) সরকার কর্তৃক স্পর্শকৃত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;

- (ঙ) Trade Organization Ordinance, 1961 (XLV of 1961) এর আওতায় নিবন্ধিত বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য হিসাবে প্রদত্ত বার্ষিক চাঁদা;
- (চ) এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যে গবেষণা এ দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং যা সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার ব্যবসায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হইয়াছে;
- (ছ) বোর্ড অনুমোদিত এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও তা থেকে আয় উদ্ভূত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হইয়াছে;
- (জ) যে ক্ষেত্রে করদাতার ব্যবসা কাজে ব্যবহৃত পশু (যা ব্যবসায়িক মজুদের অংশ নয়) মরে গেছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া গেছে সে ক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং ক্ষেত্রমত সে পশু বিক্রয় বা তার মাংস, ইত্যাদি বিক্রয় হইতে উদ্ধারকৃত অর্থ, এই দুয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অংক;
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো বিয়োজন অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনা করা হইবে।

৩৮। “ব্যবসা হইতে আয়” পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিশেষ বিয়োজনসমূহ।-

- (১) নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ ৩য় তফসিলে অনুমোদিত বর্ণিত সীমা অনুযায়ী বিয়োজনযোগ্য হইবে:
- (ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;
- (খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;
- (গ) ত্বরায়িত অবচয় ভাতা;
- (ঘ) এমোটাইজেশন ভাতা;
- (ঙ) অকেজো ভাতা;
- (২) করদাতা কর্তৃক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পর যদি কোনো ভবন, যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট বা অন্য নির্দিষ্ট পরিসম্পদ (যা আমদানিকৃত সফটওয়্যার ব্যতীত) কোনো আয়বর্ষে বাতিল, বিনষ্ট বা ধ্বংস হয় অথবা বিক্রয়, বিনিময়মূল্যে হস্তান্তর হয় বা কোনো আইনী ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়, কিংবা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করা হয় তাহলে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সীমা ও হিসাব অনুযায়ী অকেজো ভাতা;
- (৩) চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত কোনো পরিসম্পদ যদি কোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হয় এবং সে বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি অবলোপিত মূল্য অপেক্ষা কম হয় সেক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক বিয়োজন দাবী সাপেক্ষে, অবলোপিত মূল্য এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের পার্থক্যের সমপরিমাণ অংক।

৩৯। প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের বিয়োজন অনুমোদন-

- (১) সরল রৈখিক পদ্ধতিতে এবং ৩য় তফসিলে অনুমোদিত হারে ব্যবসায়ের প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয় বিয়োজন অনুমোদিত হইবে।
- (২) এই ধারার অধীন অনুমোদিত ব্যয় কোনোভাবেই প্রকৃত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে না এবং পূর্বে কোনোভাবে অনুমোদিত হইলে পুনঃঅনুমোদিত হইবে না।
- (৩) এই ধারার অধীন অনুমোদিত “প্রাক-প্রারম্ভিক” ব্যয় বলিতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছরের পূর্ববর্তী বছরসমূহে সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের জন্য নির্বাহকৃত অথচ ৩য় তফসিলের অন্যান্য বিধানাবলির আওতায় অনুমোদিত নয় এমন সকল ব্যয়কে বুঝাবে এবং ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, মডেল বা প্রটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ব্যয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪০। সুদ বা মুনাফার বিয়োজন পরিগণনা-

- (১) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা ক্ষেত্রমত কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হইলে তা ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে অনুমোদিত হইবে।
- (২) যদি দেখা যায় যে ধারকৃত অর্থের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাইরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাইরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হইয়াছে (যেখানে অর্থলগ্নি করা স্থানান্তরকারীর ব্যবসা না), তা হইলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে সে অংশের অনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হইবে।

৪১। সুদ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সীমা-

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক ধারা ২২১তে সংজ্ঞায়িত কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বরাবরে কোনো করবর্ষে সুদ ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও সীমা অনুযায়ী অনুমোদিত হইবে।
- (২) কোনো আয়বর্ষে পরিশোধিত সুদের পরিমাণ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

৪২। একই বিয়োজন দুইবার অনুমোদিত না হওয়া।—

কোনো আয়বর্ষে এই বিভাগের অধীন এমন কোনো ব্যয় যদি বিয়োজন হিসেবে অনুমোদিত হয় যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো পরিসম্পদের প্রতিনিধিত্ব করিয়া তা হইলে ঐ পরিসম্পদ বাবদ একই আয়বর্ষে আর কোনো বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

৪৩। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া।

- (১) এই বিভাগে যা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে “ব্যবসা হইতে আয়” থেকে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য হইবে না-
 - (ক) যেকোনো প্রকারের ব্যয় বা পরিশোধ যার ক্ষেত্রে আয়কর আইন এর বিভাগ অংশ ৫ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে পরিপালিত হয় নাই।
 - (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যকে প্রদত্ত সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক;

- (গ) কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে কোনো কমিশন বা বাট্টা প্রদান;
 (ঘ) এই আইনের ধারা ১৫তে বর্ণিত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীরকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লাখের অতিরিক্ত যেকোনো অংক।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত মজুরি বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারীদের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না;

- (ঙ) নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ) এর অতিরিক্ত ব্যয়-

- (অ) রয়্যালটি, লাইসেন্স, ইত্যাদি;
 (আ) কারিগরী সেবা ফি;
 (ই) ইনট্যানজিবলস ব্যবহারের জন্য নির্বাহকৃত অন্য যেকোনো ফি;
 (ঈ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এমন কোনো কোম্পানি কর্তৃক নির্বাহকৃত হেড অফিস অথবা ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
 (উ) ইনসেন্টিভ বোনাস।

- (চ) ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত মোট বিক্রয়ের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অতিরিক্ত অংক;

তবে, করদাতা সরকারকে কোনো সেবা প্রদানের কাজে বিদেশ ভ্রমণ করিলে সেক্ষেত্রে এই সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

- (ছ) আপ্যায়ন ব্যয় হিসেবে নিম্নে বর্ণিত অংকের অতিরিক্ত অংক-

- (অ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ৪% (চার শতাংশ); এবং
 (আ) আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বাদে পরবর্তী অংকের ২% (দুই শতাংশ)

- (জ) ফ্রি স্যাম্পল বিতরণে নিম্নবর্ণিত অংকের অতিরিক্ত অংক-

- (অ) ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ২% (দুই শতাংশ) হারে;
 (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নয় এমন ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে;
 (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এমন ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (আ) খাদ্য, প্রসাধনী ও সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে-

- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ১% (এক শতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নয় এমন ক্ষেত্রে ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এমন ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
- (ই) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে-
- (১) ব্যবসায়িক টার্নওভারের ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (২) ব্যবসায়িক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নয় এমন ক্ষেত্রে ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ) হারে;
 - (৩) ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক এমন ক্ষেত্রে ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ) হারে;
- (ঝ) বিজ্ঞাপন ব্যতীত অন্যান্য প্রচারণামূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫% এর অধিক অংক;
- (ঞ) কর্মচারির “চাকুরি হইতে আয়” বলিয়া বিবেচিত এমন কোনো অর্থ যদি ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্যকোনো মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়;
- (ট) কোনো পরিশোধ যা “ভাড়া হইতে আয়” বলিয়া বিবেচিত তা ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্যকোনো মাধ্যমে পরিশোধ হইয়া থাকিলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ;
- (ঠ) দফা (ঞ) ও (ট) এর ক্ষেত্রে ব্যতীত যেকোনো অংকের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধ না হইয়া অন্যকোনো মাধ্যমে পরিশোধ হইয়া থাকিলে ৫০ হাজার টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অংক;
- (ড) ধারা ২৫১ অনুযায়ী কর নিবন্ধন থাকার কথা এমন কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত কোনো অংক, যদি ঐ অর্থ পরিশোধের সময় ঐ ব্যক্তির কর নিবন্ধন না থাকে;
- (ঢ) আইন পরিপালন না করার কারণে পরিশোধিত কোনো অর্থদণ্ড বা জরিমানা;
- (ণ) মূলধনি প্রকৃতির কোনো ব্যয় কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত কোনো ব্যয়;
- (ত) যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয়;
- (থ) ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সহিত সম্পর্কিত নহে এমন সকল প্রকার ব্যয়;
- (দ) লভ্যাংশ, শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল;
- (ধ) আয়কর আইন, ২০২২ (২০২২ সনের...নং আইন) এবং দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত কর;

(ন) নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের বিধান পরিপালন না হইলে প্রমাণকরী সকল খরচ।

(২) এই ধারায় “ব্যাংকিং মাধ্যম পরিশোধ” বলিতে ক্রসড চেক, আরটিজিএস বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পরিশোধসহ বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত সকল প্রকার ডিজিটাল মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪৪। কারণ দর্শানো ব্যতীত বিয়োজন বা দাবী অগ্রাহ্য না করা।—

উপ-কর কমিশনার কোনো কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে কোনো আয়বর্ষে করদাতার কোনো বিয়োজন দাবী অগ্রাহ্য করবেন না বা দাবীকৃত ব্যয়ের অংক হ্রাস করবেন না।

৪৫। বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা।-

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪৩ এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয়কে “বিশেষ ব্যবসা আয়” হিসেবে গণ্য হইবে।

(২) এই বিভাগের কোনো বিধানের অধীন “বিশেষ ব্যবসা আয়” বা “ব্যবসা হইতে আয়: বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ” হিসেবে গণ্য কোনো আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের কোনো খরচ অনুমোদন, লোকসান সমন্বয় বা ৩য় তফসিলের অধীন অনুমোদিত খরচ সমন্বয় ব্যতীত এই আয়ের উপর সাধারণ করহারাে করদায় নির্ধারিত হইবে।

বিভাগ ৫
মূলধনি আয়

৪৬। এই বিভাগের প্রয়োগ।—

“মূলধনি আয়” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ কোনো আয় এই বিভাগের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

৪৭। মূলধনি আয়।—

“মূলধনি আয়” হইবে মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ।

৪৮। মূলধনি আয় পরিগণনা।—

(১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তির মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ হইবে কোনো পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্যের পার্থক্য।

(২) এই ধারায়—

(ক) “উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য” বলিতে কোনো পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হইবে ‘ক’ এবং ‘খ’ এর মধ্যে যেটি বেশি, যেখানে—

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য।

(খ) “পরিসম্পদের অর্জনমূল্য” বলিতে—

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হইবে নিম্নে বর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি:

(১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবলই উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) ধারা ২২, ২৮, ৩৭, ৩৮ বা ৫৫ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নরূপে অর্জন করেছেন—

(১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন; বা

(২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে; বা

(৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন; বা

(৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে, বা

(৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে;

সেক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য বিবেচিত হইবে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য।

(গ) “হস্তান্তর” বলতে বিক্রয়, বিনিময় বা ত্যাগ বা কোনো স্বত্ব ত্যাগ অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না-

(১) উপহার, দান, উইল বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের মাধ্যমে মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর;

(২) কোনো কোম্পানি অবসায়নের সময় ইহার শেয়ারহোল্ডারদের নিকট বিতরণকৃত কোনো সম্পত্তি;

(৩) কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান ভঙ্গ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণ।

৪৯। পরিগণনার সময়।—

মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত লাভ এবং প্রাপ্তি উক্ত হস্তান্তর যে আয়বর্ষে সংঘটিত হয়েছে সে আয়বর্ষের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫০। বিয়োজন অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা।—

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ না করা হইলে, এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী তা যথাযথভাবে পরিশোধ না করা হইলে, উক্ত ব্যয়কে এই বিভাগের অধীনে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা যাইবে না।

৫১। মূলধনি আয় নির্ধারণে অন্যান্য বিষয়াবলি।—

(১) কোনো পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত পণের সম্পূর্ণ মূল্য অপেক্ষা ১৫% (পনের শতাংশ) এর অধিক হইলে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে উপ-কর কমিশনার সে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবেন।

(২) কোনো পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত অর্জন মূল্য অপেক্ষা ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক হইলে উপ-কর কমিশনার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত পরিসম্পদ ঘোষিত অর্জন মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব দিতে পারিবেন।

(৩) সরকারি সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি লাভ করমুক্ত থাকিবে।

(৪) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নূতন কোনো কোম্পানির নিকট কোনো অংশীদারী ফার্মের সকল পরিসম্পদ হস্তান্তরের ফলে মূলধনি আয় উদ্ভূত হইলে তাহা করমুক্ত থাকিবে যদি সকল পরিসম্পদ হস্তান্তরের বিনিময় মূল্য নূতন কোম্পানির ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয়।

ষষ্ঠ বিভাগ
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

৫২। এই বিভাগের প্রয়োগ।—

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতভুক্ত কোনো আয় এই বিভাগের অধীন পরিগণনা করিতে হইবে।

৫৩। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়।—

কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হইবে, যথা: -

- (ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যকোন প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা
- (গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -
 - (অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;
 - (আ) কোনো আর্থিক পণ্য বা স্কীম;
- (ঘ) লভ্যাংশ।

৫৪। আয় পরিগণনার সময়কাল।—

কোন ব্যক্তি যে আয়বর্ষে আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় প্রাপ্ত হইবেন বা যে আয়বর্ষে তার হিসাবে জমা হইবে, এর মধ্যে যেটি পূর্বে ঘটে, সেই আয়বর্ষে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৫। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ।—

“আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হইবে, যথা: -

- (ক) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;
- (খ) শুধুমাত্র “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;
- (গ) কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্যকোনো ব্যয়।

৫৬। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া।—

এই বিভাগে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হইবে না, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশের বাইরে পরিশোধযোগ্য কোন সুদ যা হইতে এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন বা পরিশোধ করা হয়নি;
- (খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রযোজ্য এরূপ আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়ের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ বা কমিশন;
- (গ) মূলধনি বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির কোন ব্যয়।

সপ্তম বিভাগ
অন্যান্য উৎস হইতে আয়

৫৭। অন্যান্য উৎস হইতে আয়।—

কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হইবে, যথা: -

- (ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং ইন্ট্যানজিবল পরিসম্পদ ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;
- (গ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;
- (ঙ) ধারা ১৩তে বর্ণিত অন্যকোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।

৫৮। অন্যান্য উৎস হইতে আয়: বিশেষ ক্ষেত্র।—

- (১) ধারা ৫৭ এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এ বিভাগের বিধান অনুসারে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসেবে গণ্য ও পরিগণনা করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতার হিসাবের বহিতে অথবা অন্যকোনো দলিলাদিতে এমন কোনো অংকের ক্রেডিট দেখা যায় যার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে করদাতা কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না অথবা করদাতার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না সেক্ষেত্রে উক্ত অংক উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পদের মালিক হন, বা কোনো ঋণ গ্রহণ করেন বা ব্যয় নির্বাহ করেন বা এমন কোনো লেনদেন করেন যা করদাতার পরিসম্পদকে প্রভাবিত করে, সেক্ষেত্রে $(ঘ+ঙ+চ)$ অপেক্ষা $(ক+খ+গ)$ অধিক হইলে, $(ক+খ+গ) - (ঘ+ঙ+চ)$ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হইবে, যেখানে-

ক= নীট পরিসম্পদের পরিবৃদ্ধি,

খ= নির্বাহকৃত প্রকৃত খরচ,

গ= ক ও খ ব্যতীত তহবিল হইতে অন্যান্য ব্যয়,

ঘ= মোট নিরূপিত আয়,

ঙ= নিরূপিত কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়, এবং

চ= ঘ ও ঙ ব্যতীত তহবিলের অন্যান্য প্রাপ্তি।

- (৪) যেক্ষেত্রে করদাতা বাণিজ্যিক মজুদ বা আর্থিক পরিসম্পদ ব্যতীত অন্যকোনো পরিসম্পদ কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করে এবং উপ-কর কমিশনারের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে পরিশোধিত মূল্য

ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা করদাতার আয় হিসেবে গণ্য হয়ে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।

- (৫) কোনো চুক্তি বাতিল বা রদ করার অথবা চুক্তির কোন শর্তে পরিবর্তন বা সংশোধনের কারণে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা ফি, কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা সুনামমূল্য যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেনো, এরূপ কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে তা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৬) লিজ বা ভাড়া মাধ্যমে সেলামী বা প্রিমিয়াম আকারে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো আয়বর্ষে কোনো এককালীন অর্থ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য হইলে তা করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৭) কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ অর্জনকালে পরিশোধিত অর্থ হইতে এই আইনের অংশ ৫ অনুযায়ী উৎস কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হইলে অনুরূপ পরিশোধিত অর্থ করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৮) ঋণের দায় মওকুফের প্রেক্ষিতে কোনো আয়বর্ষে কোনো সাধারণ ব্যক্তি করদাতা যদি কোনো প্রকার লাভ বা সুবিধা প্রাপ্ত হন, তবে তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, উক্ত লাভ বা সুবিধার অর্থমূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং তা “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপধারার বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা: -

- (ক) কোনো তফসিলি ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ অথবা সুদের মওকুফ;
- (খ) কোনো ব্যক্তি করদাতার শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, বা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজ বিনিয়োগের বিপরীতে এক্সচেঞ্জ ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) এর কোনো স্বত্বাধিকারী কর্তৃক কোনো মার্জিন লোন বা তত্ত্ব সূদ মওকুফের কারণে অনূর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা লাভ বা সুবিধা।
- (৯) কোনো আয়বর্ষে করদাতা লটারি, শব্দজট, কার্ড গেইম অথবা অনুরূপ যেকোনো প্রকৃতির খেলায় জয়লাভ করে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে, এরূপ প্রাপ্তি উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (১০) যেক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয়, এরূপ কোনো কোম্পানি কোনো আয়বর্ষে কোনো শেয়ারহোল্ডারের নিকট থেকে ব্যাংকিং মাধ্যম বা অনুমোদিত ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার মাধ্যম ব্যতীত অন্যকোনোভাবে পরিশোধিত মূলধন প্রাপ্ত হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধিত মূলধন উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানি করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (১১) যেক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যম ব্যতীত অন্যকোনোভাবে যে কোনো পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে, যেক্ষেত্রে উক্ত অর্থ যে বছর ঋণ

হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, সে আয়বর্ষে উক্ত করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং তা “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই উপধারায় বর্ণিত কোন ঋণ বা তার অংশবিশেষ পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে পরিশোধ করা হয়, সেক্ষেত্রে এরূপে পরিশোধিত অর্থ উক্ত পরবর্তী আয়বর্ষের আয় পরিগণনার সময় বাদ যাবে।

(১২) যেক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা সরাসরি বা ভাড়ায় এক বা একাধিক মোটর কার বা জিপ ক্রয় করে এবং কোনো মোটর কার বা জিপের মূল্য রিজার্ভ ও পুঞ্জিত মুনাফাসহ তার পরিশোধিত মূলধনের দশ শতাংশের অধিক হয়, সেক্ষেত্রে এরূপ দশ শতাংশ অতিক্রান্ত হওয়া অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি করদাতা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্যকোনোভাবে ঋণ বা দান হিসাবে সর্বমোট পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক পরিমাণের কোনো অর্থ গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ যে বছর ঋণ বা দান হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, সে আয়বর্ষে উক্ত করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-মাতার নিকট হইতে অনুরূপ ঋণ বা দান গ্রহণ করা হইলে, এই উপধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(১৪) যেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত নয় এমন কোনো করদাতা কোনো গৃহসম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ নির্মাণ বা মেরামতের জন্য বাকিতে নির্মাণসামগ্রী ক্রয় করেন এবং এরূপ ক্রয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির দুই বছরের মধ্যে তা পরিশোধ না করেন, সেক্ষেত্রে তা উক্ত দুই বৎসর সমাপ্ত হবার পরবর্তী আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৫) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা ধারা ১৬৫, ১৬৮ বা ২০০ এর অধীন কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন এবং উক্ত সংশোধিত রিটার্নে এমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আওতাধীন, সেক্ষেত্রে ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেখানে-

ক = কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন আয় হিসাবে সংশোধিত রিটার্ন বা ভুল-সংশোধনী রিটার্নে প্রদর্শিত অর্থ;

খ = মূল রিটার্নে প্রদর্শিত আয়; এবং

তবে, যেক্ষেত্রে ব্যাংকিং মাধ্যম সংযুক্ত থাকিবে এবং যথাযথ প্রমাণাদিত উপস্থাপিত হইবে সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৫৯। অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন।—

(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন আয়বর্ষে কোন ব্যক্তির “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, মূলধনি বা ব্যক্তিগত ব্যয় নয় এরূপ ব্যয় খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন খরচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে, উক্ত খরচের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা বিবেচনা করিতে হইবে।

৬০। একই বিয়োজন দুইবার অনুমোদিত না হওয়া।—

কোনো আয়বর্ষে এই বিভাগে অধীন কোনো সম্পদের বিপরীতে খরচ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অনুমোদিত হইলে তা একই সম্পদের বিপরীতে পুনরায় অনুমোদিত হইবে না।

৬১। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদিত নয়।—

খরচ অনুমোদনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত ধারা ৪৩তে উল্লিখিত বিধানাবলি এই বিভাগের অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষতির সমন্বয় এবং জেরটানা

৬২। ক্ষতির সমন্বয় এবং জেরটানা।—

- (১) কোনো করবর্ষে কোনো খাতের নিরুপিত ক্ষতি অন্যখাতের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।
- (২) নিম্নবর্ণিত কোনো ক্ষতি কেবলমাত্র সেই খাত বা উৎসের আয় ব্যতীত অন্যকোনো খাত বা উৎসের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাইবে না-
 - (ক) মূলধনি ক্ষতি;
 - (খ) ব্যবসায় ক্ষতি;
 - (গ) ফটকা ব্যবসায় ক্ষতি; এবং
 - (ঘ) তামাক জাতীয় পণ্যের ব্যবসায় ক্ষতি।
- (৩) কর অব্যহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর প্রযোজ্য এমন কোনো উৎসের ক্ষতির সমন্বয় বা জেরটানা যাইবে না।
- (৪) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের নিরুপিত ক্ষতি উক্ত ফার্মের কোনো অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্যের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না।
- (৫) কোনো করবর্ষে কোনো খাতের নিরুপিত ক্ষতি উক্ত বছরের অন্যকোনো খাতের বা উৎসের আয়ের সাথে সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না গেলে অসমন্বিত ক্ষতি জেরটানে পরবর্তী ছয় করবর্ষে সমন্বয় করা যাইবে।
- (৬) ব্যবসা বা পেশায় উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্যকোনোভাবে কোনো ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, উত্তরসূরী নিজের কোনো আয়ের বিপরীতে পূর্বসূরীর ক্ষতির সমন্বয় বা জেরটানতে পারিবেন না।

৬৩। অবচয় ভাতার জেরটানা।—

- (১) এই আইনানুযায়ী অনুমোদিত কোনো অবচয় কোনো করবর্ষের গ্রস আয়ের বিপরীতে ব্যয় হিসেবে সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা না গেলে তা পরবর্তী করবর্ষের অবচয়ের সাথে যুক্ত হইবে।
- (২) এই আইনের কোনো বিধান পরিপালনে ব্যত্যয়ের কারণে কোনো অবচয় ভাতা অননুমোদিত হইলে উহার জেরটানা যাইবে না।
- (৩) জেরটানা অবচয়ের ভাতা চার্জ করিবার পূর্বে জেরটানা ক্ষতির সমন্বয় করিতে হইবে।
- (৪) অনুমোদিত অবচয় ভাতা সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত হওয়া পর্যন্ত জেরটানা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গড়করণ

৬৪। গড়করণ।-

(১) ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তিসংঘ বা ফার্ম হইতে উদ্ধৃত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হইবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হইবে:

ট = $k \times (খ/গ)$, যেক্ষেত্রে-

ট = গড় হারে কর

ক = মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (শেয়ার আয়সহ)

খ = শেয়ার আয়

গ = শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

পঞ্চম অধ্যায় হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

৬৫। হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।—

- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, একজন ব্যক্তির আয়কে নিয়মিতভাবে প্রয়োগকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে পরিগণনা করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি মনে করেন যে, হিসাব পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অভিষ্ট পরিবর্তন সম্পর্কে উপ-কর কমিশনারের নিকট আবেদন করবেন এবং এরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার করদাতার আয় স্পষ্টভাবে প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অনুমোদন করিতে পারিবেন।
- (৩) বোর্ড, প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, কোনো ব্যবসা, বা কোনো শ্রেণির ব্যবসা, বা অন্যকোনো উৎস, বা কোনো উৎসের আয়ের জন্য হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারবে।
- (৪) পূর্ববর্তী উপ-ধারাসমূহের বিধান ক্ষুণ্ণ না করে, the Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) এবং আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

৬৬। কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল।—

ধারা ৩৫৩ এর দফা (২৯)তে কোম্পানী হিসাবে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তিস্বত্তা এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের আয়কর রিটার্নের সাথে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং স্থিতিপত্রের একটি অনুলিপি এই মর্মে প্রদান করিবে যে, উক্ত করবর্ষের জন্য, আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) এবং আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুসারে হিসাব সংরক্ষণ করা হইয়াছে ও বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হইয়াছে এবং বাংলাদেশ অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে তা নিরীক্ষা করা হইয়াছে।

৬৭। দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি "ব্যবসা হইতে আয়" শ্রেণীভুক্ত এবং গণনাকৃত আয়ের জন্য উপচিত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হইতে উদ্ভূত আয় সম্পাদনের শতাংশ পদ্ধতি অনুসারে গণনা করিতে হইবে।
- (২) কোনো করবর্ষে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি সম্পাদনের শতাংশ, উক্ত করবর্ষ শেষ হইবার পূর্বে চুক্তিতে মোট বরাদ্দকৃত ব্যয় এবং সংঘটিত খরচের সাথে চুক্তির শুরুতে নির্ধারিত আনুমানিক মোট চুক্তিব্যয়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।
- (৩) এই ধারায়-
 - (ক) "দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি" অর্থ উৎপাদন, স্থাপন, বা নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি, বা এতদসংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তি সম্পর্কিত পরিষেবা সমূহের সম্পাদন যা চুক্তির অধীনে কাজ আরম্ভ হইবার

করবর্ষের মধ্যে সম্পন্ন হয় না, চুক্তির অধীনে কাজ শুরু হওয়ার দিন থেকে আনুমানিক ৬ মাসের মধ্যে শেষ হইবে এমন চুক্তি ছাড়া অন্য সব চুক্তি।

- (খ) "সম্পাদনের শতাংশ পদ্ধতি" অর্থ সার্বজনীনভাবে গৃহীত হিসাবরক্ষণ নীতি যাহার অধীনে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির আওতাধীন রাজস্ব ও ব্যয় উপ-ধারা (২) এর অধীন সংশোধনকৃত চুক্তির সমাপ্তির পর্যায়ে স্বীকৃত হয়।

৬৮। **অসম্পূর্ণ বা ভুল হিসাব, ইত্যাদি।—**

- (১) কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদত্ত রিটার্ন, বিবরণ বা জমাকৃত নথি, বা অডিট বা কর নির্ধারণ কার্যক্রম চলাকালে উল্লিখিত দাবী যাচাইযোগ্য না হইলে তা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে বারিত করিবে না।
- (২) যেক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণের কোনো প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় নাই, বা উপ-কর কমিশনার করদাতার হিসাবসমূহের সঠিকতা বা সম্পূর্ণতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন না, বা করদাতার হিসাবসমূহ ধারা ৬৫ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে প্রস্তুত/সংরক্ষণ করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেদৃশে পদ্ধতিতে করদাতার কর নিরূপণ করিবেন।

অংশ ৪
অব্যাহতি, বাদ ও কর অবকাশ

প্রথম অধ্যায়
অব্যাহতি, কর্তন ও ছাড়

৬৯। মোট আয় হইতে বাদ।—

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ১ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত আয় উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির মোট আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে তা উক্ত আয়বর্ষের তহবিলের উৎস পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ১৫৪ ও ১৫৯ অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির সঠিক পরিপালন করিতে হইবে;
- (খ) রিটার্নের মোট আয় হইতে বাদ সংশ্লিষ্ট কলামে আয়ের হিসাব যথাযথভাবে দেখাইতে হইবে; এবং
- (গ) আয়কর রিটার্নের সাথে আয়ের উৎস এবং পরিমাণ বিস্তারিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

৭০। সমবায় সমিতির কতিপয় আয়ের অব্যাহতি।—

(১) কোনো সমবায় সমিতি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম হইতে অর্জিত আয় প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা:-

- (ক) ফসল উৎপাদন;
- (খ) কুটির শিল্প পরিচালনা;
- (গ) এর সদস্যগণ কর্তৃক কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "কুটির শিল্প" অর্থ একটি উদ্যোগ, যা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর মালিকানাধীন নয়, যেখানে-

- (ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন বিনিয়োগকারী, পূর্ণসময়কালীন কর্মী এবং প্রকৃত উদ্যোক্তা;
- (খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্লান্ট, যন্ত্রপাতি ও উপকরণে বিনিয়োগকৃত মূলধন আয়বর্ষের যে কোনো সময়ে পঁচিশ লাখ টাকা অতিক্রম না করিলে;
- (গ) মালিক ও তাহার পরিবারের সদস্যসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা পনের জনের অধিক নয়;

৭১। কতিপয় অনুদানের ক্ষেত্রে মোট আয় হইতে ছাড়-

এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ২ এর অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় পরিগণনার সময় মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ১৫৪ ও ১৫৯ অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির সঠিক পরিপালন করিয়াছেন;
- (খ) উক্ত অনুদান রিটার্ন বা বিবরণ বা রিটার্নের সাথে সংযুক্ত দলিলাদিতে প্রতিফলিত হইয়াছে;
- (গ) ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ২ এর অধীন প্রদত্ত অনুদানের মোট পরিমাণ উক্ত ব্যক্তির অনুদান পূর্ববর্তী মোট আয়ের ১০% (দশ শতাংশের) বেশি নয়;
- (ঘ) আয়কর রিটার্নের সাথে আয়ের উৎস এবং পরিমাণ বিস্তারিতভাবে দাখিল করা হইয়াছে।

৭২। কতিপয় বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ কর রেয়াত।—

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলী এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হইতে নিবাসী ও অনিবাসী বাংলাদেশী করদাতা নিম্নোক্তভাবে কররেয়াত প্রাপ্য হইবেন-

(অ) $0.025 \times 'ক'$, বা

(আ) $0.1 \times 'খ'$, বা

(ই) দশ লক্ষ টাকা- এই তিনটির মধ্যে যেটি কম।

এখানে-

'ক' = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এমন আয় এবং চূড়ান্ত কর প্রযোজ্য এমন আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়।

'খ' = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর অবকাশ

৭৩। অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয়।—

- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা কর্তৃক অর্জিত "ব্যবসা হইতে আয়" খাতের অন্তর্ভুক্ত আয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত সীমা, শর্ত এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর বিভাগ ৫ এবং এই অধ্যায়ের অধীন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে করছাড় সুবিধা প্রাপ্ত হইবে;
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয় করছাড়ের সুবিধা প্রাপ্ত হইলে তা করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে তা রিটার্নের সংশ্লিষ্ট অংশে প্রদর্শন করিতে হইবে।
- (৩) কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে করছাড় সুবিধা প্রদান করা যাইবে-
 - (ক) উক্ত সত্তা এরূপ কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীনে এবং ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত, যিনি-
 - (অ) আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত;
 - (আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত অফিস আছে এরূপ কোম্পানীর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার তারিখে ক্রয়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন বিশ লাখ টাকার নিম্নে নয়;
 - (খ) উক্ত সত্তা ইতোমধ্যে অস্তিত্ব আছে এরূপ কোনো ব্যবসা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা পুনর্গঠন বা পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে গঠিত হয় নাই;
 - (গ) কোনো কারখানা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা অন্যকোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাবর সম্পদ যদি বাংলাদেশের অন্যকোনো স্বত্তা কর্তৃক ইতোপূর্বে ব্যবহৃত হইয়া থাকে;
 - (ঘ) উক্ত সত্তা-
 - (অ) টিআইএন গ্রহণ করিয়াছে;
 - (আ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ করিয়াছে;
 - (ই) হিসাব স্বতন্ত্রভাবে এবং পৃথকভাবে রক্ষণ করিয়াছে;
 - (ঈ) এই আইনের ধারা ১৫৪ এবং ১৫৯ অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করিয়াছে এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির সঠিক পরিপালন করিয়াছে;
- (৪) এই ধারায়, "অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা" কোনো আয়বর্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট, অর্থ ব্যবসায়ের কোনো সত্তা, যা-

- (ক) এই বিভাগের অধীনে আংশিক বা সম্পূর্ণ করছাড়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে;
- (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত করছাড়/করহাসের জন্য অনুমোদিত হইয়াছে।

৭৪। বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা অনুমোদন।—

- (১) কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবার মাসের মধ্যে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।
- (২) আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে, বোর্ড, লিখিত আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।
- (৩) বোর্ড উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, কর অবকাশ প্রাপ্তির আবেদনটি অস্থায়ীভাবে মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রদান না করা পর্যন্ত উক্ত ব্যবসায়িক সত্তাকে কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা হিসাবে গণ্য করা হইবে।
- (৪) আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করে বোর্ড কোনো আবেদন বাতিল করিবে না।
- (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে কোনো আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত আবেদনকারী সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৪ মাসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড পূর্ববর্তী আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং তদবিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ জারি করিতে পারিবে।
- (৬) উপ-ধারা (১) এর বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করে, কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার কর প্রতিপালন নিশ্চিত করবার উদ্যোগে বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপে এই ধারার অধীন অনুমোদন মঞ্জুর ও পুনর্বিবেচনা বা যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭৫। সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেন।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা এর অন্যকোনো সহযোগী সত্তার সাথে লেনদেনে জড়িত থাকে এবং যদি উপ-কর কমিশনারএ ই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,-
- (ক) লেনদেন উন্মুক্ত বাজার মূল্যে হয়নি, এবং
- (খ) এই ধরনের লেনদেনের ফলে কোনো আয়বর্ষে কোনো সহযোগী সত্তার আয় প্রকৃত আয় হইতে কম হইয়াছে,

সেক্ষেত্রে সহযোগী সত্তাটির জন্য যে পরিমাণে আয় কম পরিগণনা করা হইয়াছে তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাটির আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তা উক্ত আয়বর্ষের জন্য "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে শ্রেণীভুক্ত হইবে।

- (২) এই ধারায়,-

- (ক) কোনো সত্তা অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার সহযোগী সত্তা হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

- (অ) কোনো সত্তা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, বা এক বা একাধিক মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে, অন্যকোনো সত্তার ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে; অথবা
- (আ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (দম্পতি ও বংশধরসহ) উভয় সত্তার ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে, সরাসরি বা পরোক্ষভাবে, বা এক বা একাধিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে; অথবা
- (ই) কোনো সত্তা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, অন্যকোনো সত্তার ভোটিং ক্ষমতার ২৫% (পঁচিশ শতাংশের) বেশি বহনকারী শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে; অথবা
- (ঈ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (দম্পতি বা বংশধরসহ) উভয় সত্তায় ভোটিং ক্ষমতার ২৫% (পঁচিশ শতাংশের) বেশি বহনকারী শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে; অথবা
- (উ) দুটি সত্তা একই গ্রুপের সদস্য।
- (খ) "উন্মুক্ত বাজার মূল্য" অর্থ মুক্ত বাজারে সম্পর্কহীন দুটি পক্ষের মধ্যে সম্মত মূল্য;
- (গ) "সত্তা" শব্দ অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৬। **অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় পরিগণনা।—**

- (১) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় অন্যকোনো ব্যবসা হইতে পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।
- (২) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার আয় "ব্যবসা হইতে আয়" শ্রেণির আয়ের ন্যায় একইভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।
- (৩) অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে তৃতীয় তফসিলের প্রথম বিভাগে উল্লিখিত কেবল সাধারণ অবচয়ভাতা প্রযোজ্য হইবে।
- (৪) কোনো আয়বর্ষের জন্য অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তার পরিগণিত ক্ষতি করদাতার অন্যকোনো সত্তার লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না। উক্ত ক্ষতির জের টানা যাইবে এবং তা পরবর্তী ৬ বছরে উক্ত সত্তার মুনাফা ও লাভের বিপরীতে সমন্বয়তা করা যাইবে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা যাইবে না সেক্ষেত্রে তা পরবর্তী বছরে সমন্বয় করিতে হইবে, কিন্তু কোনো ক্ষতির জের ধারা ৬২তে উল্লিখিত মেয়াদ অতিক্রম করে টানা যাইবে না।
- (৫) ধারা ৪৩ এর অধীনে অননুমোদনের ফলে উক্ত সত্তার উদ্ধৃত আয়ের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্তরূপ আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হইবে।

৭৭। **কর ছাড় বাতিল বা অননুমোদন।—**

- (১) যেখানে এই আইনের অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা হইতে দেখা যায় যে, কোনো অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা এ বিভাগে বর্ণিত কোনো শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার অনুমোদিত কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তাকে অবকাশ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবেন না এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সত্তার জন্য নিয়মিত পদ্ধতিতে ও হারে প্রদেয় কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

- (২) অনুমোদিত কর অবকাশ সুবিধাপ্রাপ্ত সত্তা উক্তরূপ সুবিধা বাতিলের বিরুদ্ধে অনুমোদনের তারিখ হইতে ১ বছরের মধ্যে বোর্ডের নিকট লিখিত আবেদন দাখিল করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইলে বোর্ড তদবিবেচনায় উপযুক্ত কোনো আদেশ জারি করিতে পারিবে।
- (৩) এই বিভাগে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন অনুমোদিত কোনো ছাড় প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

৭৮। সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতি।—

- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-
- (ক) যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেদ্বারা সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা সীমিতকরণের মাধ্যমে ৬ষ্ঠ তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে; এবং
- (খ) কোনো শ্রেণির আয় বা কোনো ব্যক্তির আয়ের সম্পূর্ণ বা একাংশের জন্য কর অব্যাহতি, কর হার হ্রাস বা কর সংক্রান্ত অন্যকোনো পরিবর্তন করিতে পারিবে।
- (২) অংশ ৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-
- (ক) ধারা ১৫৪ এবং ১৫৯ এর অধীন কোনো কর নির্ধারণী বছরে কোনো করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলির পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত আয়বর্ষের জন্য উক্ত ব্যক্তির আয়-
- (অ) কর অব্যাহতি; বা
- (আ) হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ পাইবেন না;
- (খ) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগ পাওয়া কোনো উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৩ এর অধীন অননুমোদিত কোনো ব্যয়, ক্ষেত্রমত, উক্ত উৎস বা ব্যক্তির আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর প্রদেয় হইবে।

ভাগ ৫
কর পরিশোধ

প্রথম অধ্যায়
উৎসে কর

বিভাগ ১
উৎসে কর কর্তন

উপ-বিভাগ ক
নিবাসী হইতে কর কর্তন

৭৯। “চাকুরী হইতে আয়” হইতে উৎসে কর কর্তন।—

- (১) কোনো প্রাপককে "চাকুরী হইতে আয়" খাতের অধীন কোনো চাকুরীর অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধের সময়, উক্ত খাতের অধীনে প্রাপকের আনুমানিক মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
- (২) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে কোনো অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১ম তফসিলের ৩য় বিভাগের অনুচ্ছেদ ৬ তে উল্লিখিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর কর্তন করিবেন।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো সরকারী কর্মকর্তা আয়নকারী ও ব্যয়নকারী কর্মকর্তা (ডিডিও) হিসাবে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন বা সরকার বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকুরী হইতে আয়" উত্তোলন করিবার জন্য নিজের বা অন্যকোনো সরকারী অধীনস্থের জন্য বিল প্রস্তুত বা স্বাক্ষর করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিল তৈরি বা স্বাক্ষরের সময়, উক্ত আয়বর্ষের জন্য প্রদেয় বার্ষিক বেতন যদি করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে, তাহলে উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট আয়ের জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করিবেন।
- (৪) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর অধীন কোনো কর্তনের সময়, পূর্ববর্তী কোনো উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির সাথে সমন্বয়ের জন্য উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির সমপরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রদেয় অগ্রিম করসহ, এই ধারার অধীন ইতোমধ্যে উৎসে কর প্রদান করা হইয়াছে এবং কোনো কর্মচারীর সম্ভাব্য মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর উক্তরূপে প্রদেয় করের পরিমাণের কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত কর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন এবং প্রদত্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে, অবশিষ্ট আয়বর্ষের জন্য এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র জারি করিতে পারিবেন যে, উক্ত কর্মচারীর নিকট হইতে কোনো কর কর্তন করা হইবে না বা কম হারে কর কর্তন করা হইবে।

৮০। সংসদ সদস্যদের সম্মানী হইতে কর কর্তন।—

সংসদ সদস্যের সম্মানী হিসাবে কোনো অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, প্রদেয় সম্মানীর উপর প্রযোজ্য পরিমাণে আয়কর, যা প্রাপকের উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট সম্মানীর জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর্তন করিবেন।

৮১। শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন।—

এই আইনের অন্যান্য বিধানে বা বিদ্যমান অন্যকোনো আইনে শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কর ছাড় সংক্রান্ত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে এর কোনো সুবিধাভোগীকে কোনো অর্থ প্রদানকালে, উক্তরূপে অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সুবিধাভোগী নিম্নোক্ত দুটি শর্ত পূরণ করিলে উক্তরূপ কর্তন প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) প্রাপ্য তহবিলের পরিমাণ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে না হইলে; এবং

(খ) সুবিধাভোগীর বেতন করযোগ্য না হইলে।

৮২। ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন।—

যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে নিম্নলিখিত কারণে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়:-

(ক) অংশ ৫ এর অধ্যায় ১ এর বিভাগ ১ এর উপ-বিভাগ ক এর অন্যকোনো ধারায় উল্লিখিত পরিশেবা প্রদান বা সরবরাহের জন্য চুক্তি ব্যতীত অন্যকোনো চুক্তি সম্পাদন;

(খ) পণ্য সরবরাহ;

(গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর;

(ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই;

সেক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদান বা ক্রেডিটকালে ভিত্তিমূল্যের উপর নির্ধারিত, অনধিক ১০% (দশ শতাংশ), হারে কর কর্তন করিবেন:

৮৩। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।—

কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ ক্রেডিট বা পরিশোধের সময় নির্ধারিত, অনধিক ২০% (বিশ শতাংশ), হারে কর কর্তন করিবেন।

৮৪। স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন।—

রয়্যাল্টি, ফ্র্যাঞ্চাইজ, বা লাইসেন্স, ব্র্যান্ড নাম, পেটেন্ট, উদ্ভাবন, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, নকশা, প্যাটার্ন, জাত পদ্ধতি, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, বাণিজ্য নাম, সাহিত্য বা বাদ্যযন্ত্র বা শৈল্পিক রচনা, জরিপ, অধ্যয়ন, পূর্বাভাস, অনুমান, গ্রাহক তালিকা বা অন্যকোনো অভৌত/অমূর্ত/নিরাকার বিষয়ের জন্য অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ প্রদান বা ক্রেডিটের সময় নিম্নোক্ত হারে কর কর্তন করিবেন-

পরিশোধের বর্ণনা	কর কর্তনের হার
-----------------	----------------

ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ২৫ লাখ টাকা অতিক্রম না করলে	১০%
ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ২৫ লাখ টাকা অতিক্রম করলে	১২%

৮৫। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপনি আয় হইতে কর কর্তন।—

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিজ্ঞাপন, প্রচার বা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ প্রদান করা হয়, যিনি কোনো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারি রেডিও স্টেশন বা মিডিয়া ব্যয়িং এজেন্ট ব্যতিত অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট কোনো অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, , সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৮৬। অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন।—

- (১) কোনো চলচ্চিত্র, নাটক বা টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এর আংশিক বা পূর্ণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধকালে বা প্রাপকের হিসাবে জমা প্রদানকালে পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।
- (২) কোনো ব্যক্তি, চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন বা কোনো টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রামে অভিনয় করিবার জন্য অন্যকোনো ব্যক্তিকে আংশিক বা পূর্ণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধকালে বা প্রাপকের হিসাবে জমা প্রদানকালে পরিশোধযোগ্য বা পরিশোধিত অর্থের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।
- (৩) এই ধারার অধীন কোনো প্রকার কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না যদি মোট পরিশোধযোগ্য অংক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অতিক্রম না করে।

৮৭। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ।—

- (১) কোনো পরিবেশকে, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা অন্যকোনো ব্যক্তিকে পণ্য সরবরাহ বা বিপণনের জন্য কমিশন, বাট্টা, ফি, প্রণোদনা বা কর্মদক্ষতা ভাতা বা কর্মদক্ষতা সম্পর্কিত অন্যকোনো প্রণোদনা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্যকোনো অর্থ পরিশোধ বা একই প্রকৃতির সুবিধার মাধ্যমে কোনো কোম্পানি অর্থ পরিশোধকালে বা অনুমোদিত কোনো অংকের অর্থ প্রদানকালে, পরিশোধযোগ্য পরিমাণ বা প্রদেয় অনুমোদিত অংকের অর্থ বা অনুমোদিত সুবিধার আর্থিক মূল্য, ক্ষেত্রমত, এর উপর শতকরা ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবে।
- (২) কোনো কোম্পানি বা ফার্মের পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানী কোনো অর্থ পরিশোধকালে, পণ্য বিপণন বা বাজারজাতকরণের জন্য প্রাপ্ত অর্থের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।
- (৩) তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতিত অন্যকোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যা -
 - (ক) কোনো পরিবেশক, বা
 - (খ) চুক্তির অধীনে অন্যকোনো ব্যক্তি,

-এর নিকট উক্ত কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হইতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে x গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবে, যেক্ষেত্রে-

খ = পরিবেশক বা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য;

গ = ৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানি বা ফার্মের পণ্য বিক্রয়কালে উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে পরিবেশক বা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট পণ্যের বিক্রয় মূল্য এবং উক্ত কোম্পানী বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবে।

৮৮। ট্রাভেল এজেন্ট এর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।-

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা ছাড় বা অন্যকোনো সুবিধার মাধ্যমে, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, কোনো নিবাসীকে অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, উক্ত অর্থ পরিশোধকালে যাত্রী টিকিট বিক্রয় বা কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রূপান্তরযোগ্য মোট অর্থের উপর ০.৩০% (শূন্য দশমিক তিন শতাংশ) হারে কর কর্তন বা অগ্রীম কর সংগ্রহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টিকেট বিক্রয়ের মাধ্যমে বা বিমানে কার্গো পরিবহন হইতে ইনসেন্টিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্যকোনো সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধিত হইলে উক্তরূপ অর্থ পরিশোধকালে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি k/x গ এর সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিবেন, যেখানে-

"ক" উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ইনসেন্টিভ বোনাস, পারফরমেন্স বোনাস বা অন্যকোনো সুবিধা,

"খ" কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্যকোনো সুবিধার পরিমাণ, এবং

"গ" কমিশন বা ছাড় বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্যকোনো সুবিধার উপর উৎস করের পরিমাণ।

(৩) টিকিট বা চার্জের মূল্য গণনাকালে কোনো প্রারম্ভিক ফি, ভ্রমণ কর, ফ্লাইট সুরক্ষা বীমা, নিরাপত্তা কর এবং বিমানবন্দর কর বাবদ পরিশোধিত অর্থ মূল্য বা চার্জ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৮৯। ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন।-

নিজ বা অন্যকোনো ব্যক্তির জন্য পণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণপত্রের কমিশন সংগ্রহকালে, কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ৫% (পাঁচ শতাংশ) কর কর্তন করিবেন।

৯০। স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন।-

(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো স্থানীয় ঋণপত্র বা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো অর্থায়ন ব্যবস্থা নয় এরূপ অন্যকোনো অর্থায়ন চুক্তির অধীন ব্যবসা বা প্রক্রিয়া বা রূপান্তরের পরে পুনঃবিক্রি করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি, অতঃপর k বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক অন্যকোনো ব্যক্তি, অতঃপর ব্যক্তি x বলে উল্লিখিত, এর নিকট হইতে বাংলাদেশে কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি k/x -কে পরিশোধ বা

ঋণ প্রদানের সময় ব্যক্তি ক কর্তৃক ক্রয়ের জন্য পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

- (২) যেক্ষেত্রে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোন পরিবেশককে এরূপ কোনো অর্থাযন ব্যবস্থার অধীন কোন ঋণসুবিধা প্রদান করে যেখানে কোন ব্যক্তি, অতঃপর ব্যক্তি গ বলিয়া উল্লিখিত, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তার কোন পরিবেশক, অতঃপর ব্যক্তি ঘ বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট পণ্য বিক্রি বা ইনভয়েসের বিপরীতে কোন অর্থ প্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি গ-কে পরিশোধ বা ঋণ প্রদানের সময় ব্যক্তি ঘ এর অনুকূলে ইনভয়েসকৃত পণ্যের জন্য পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।
- (৩) ধান, গম, গোল আলু, পৈঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, বুট/ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভুট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্য তেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, পাট, তুলা, সুতা এবং সকল প্রকার ফল ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্যকোনো অর্থাযন চুক্তির ক্ষেত্রে ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করা হবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘পরিবেশক’ বলতে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাবে, যিনি অন্যকোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত পণ্য সর্বশেষ ক্রেতার নিকট প্রত্যক্ষভাবে বা অন্যকোনো মধ্য স্বত্বভোগীর মাধ্যমে সরবরাহের কার্যক্রম প্রতিপালন করেন।

৯১। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন।—

কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কোনো আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্যকোনো ফি বা চার্জ, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, বাবদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে জমা বা অর্থ পরিশোধকালে, যা আগে ঘটে, উক্ত পরিমাণ অর্থের ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯২। জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে কর কর্তন—

কোনো নিবাসীকে কোনো জীবন বীমা কোম্পানির সহিত কৃত কোনো জীবন বীমা পলিসির জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো অর্থ পরিশোধ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, পলিসি গ্রাহককে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানকালে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পলিসি গ্রহীতার মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোনো কর কর্তন করা যাইবে না।

৯৩। বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন।—

কমিশন বা অন্যকোনো উপায়ে সম্মানি বা পুরস্কারের মাধ্যমে বীমা গ্রহণের জন্য আহ্বান বা বীমা সংগ্রহের ব্যবসাসহ বীমা পলিসির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, নবায়ন বা পুনরুজ্জীবনের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসার জন্য কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অংক গ্রহীতার হিসাবে জমা প্রদানকালে বা উক্ত অংকের অর্থ নগদ বা চেক বা ড্রাফট বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে প্রদানকালে, যা আগে ঘটে, উক্ত অংকের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯৪। সাধারণ বীমা কোম্পানির জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন।—

কোনো বীমাকারীর বীমা দাবি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোনো জরিপ পরিচালনার জন্য কোনো আবাসিকে পারিশ্রমিক বা ফি দ্বারা অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অর্থ পরিশোধকালে, মোট অর্থের উপর পনের শতাংশ হারে আয়কর কর্তন করিবেন।

৯৫। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন।—

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো সুদের আমানত বা মুনাফার ভিত্তিতে কোনো সুদ আয়ের লভ্যাংশ ভাগ করে নেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো আমানতকারি ব্যাংক বা কোনো ইসলামী নীতির উপর পরিচালিত কোনো ব্যাংকসহ কোনো নির্ধারিত ব্যাংক এর সহিত যে কোনো মেয়াদি আমানত প্রদান করে বা নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা বা কোনো লিজিং কোম্পানি বা আবাসনে অর্থায়ন (হাউজিং ফাইন্যান্স) কোম্পানি, যাই হউক না কেন, ক্রেতার হিসাবে সুদ জমা বা লভ্যাংশ ভাগ করিয়া নেবার সময় বা উহা পরিশোধের সময়, যাই হউক না কেন, নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর কর্তন করিবেন-

(ক) ১০% (দশ শতাংশ) হারে, যদি উক্ত সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণকারি ব্যক্তি-

(অ) করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করেন; অথবা

(আ) নাবালক হন এবং আইনানুগ অভিযাচরনের করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করেন; অথবা

(ই) কর্তৃক জমাকৃত আমানতের ব্যালান্স এক লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে;

(খ) ১৫% (পনের শতাংশ) হারে, যদি উক্ত সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণকারি ব্যক্তি করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করিতে ব্যর্থ হন;

(গ) ১০% (দশ শতাংশ), যেখানে উক্তরূপ সুদ বা লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহার শিক্ষকগণ মাসিক পে অর্ডার (এমপিও) এর জন্য তালিকাভুক্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসরণপূর্বক উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বিধি-বিধান বা প্রবিধান, বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো পেশাদার প্রতিষ্ঠান এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস, কন্স্ট্রাক্শন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস বা চার্টার্ড সেক্রেটারিসমূহ পেশাদার সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।

(২) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো তহবিল হইতে কর ছাড়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো আমানতের সুদ বা লভ্যাংশের ভিত্তিতে কোনো অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বা কোনো সঞ্চয় আমানত বা স্থায়ী আমানত বা কোনো মেয়াদি আমানতসহ কোনো ব্যাংক বা কোনো ইসলামী শরিয়্য মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক বা অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো লিজিং সংস্থা বা গৃহনির্মাণে অর্থায়নকারি (হাউজিং ফাইন্যান্স) কোনো ব্যাংক, উহা যে নামেই হউক না কেন, উহার নামে বা তহবিলে বা তহবিলের হিসাবে, সুদ বা লভ্যাংশ প্রদানের সময়, যা পূর্বে ঘটে, উক্ত আয়ের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে আয়কর কর্তন করিবে।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) সরকার বা সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে তফসিলভুক্ত কোনো ব্যাংক কর্তৃক স্পন্দিত কোনো ডিপোজিট পেনশন স্কিম হইতে উদ্ভূত কোনো সুদ বা লভ্যাংশের শেয়ারের ক্ষেত্রে; বা

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, অন্যকোনোভাবে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রাপক বা প্রাপক শ্রেণি।

৯৬। পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন।—

ডাক (পোস্ট অফিস) সঞ্চয় ব্যাংকের কোনো হিসাবে সুদ হইতে জমাকৃত অর্থ হইতে আয়কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি বা প্রাপকের হিসাবে অর্থ প্রদানের সময়, যা পূর্বে ঘটে, ১০% (দশ শতাংশ) হারে আয়কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো প্রাপক বা বেতনভোগী শ্রেণির কর্মচারীর ক্ষেত্রে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৯৭। সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন।—

(১) এই আইনের অন্যকোনো বিধান বা অন্যকোনো আইনে অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল বা গ্র্যাচুইটি তহবিল বা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা শ্রমিক স্বার্থ অংশগ্রহণ তহবিলের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের উপর প্রাপ্ত মুনাফা কর অব্যাহতির বিষয়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন:

(২) কোনো আয়বর্ষে পেনশনার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জিত বিনিয়োগ পাঁচ লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে, উক্তরূপ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা হইতে এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তন করা যাইবে না:

(৩) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারীর উন্নয়ন বন্ড, মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, মার্কিন ডলার বিনিয়োগ বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো বিনিয়োগ বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে উদ্ভূত সুদ বা লভ্যাংশ হইতে কোনো কর কর্তন করা যাইবে না।

৯৮। সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন।—

সরকারের সিকিউরিটিজ, সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে, যেটি আগে ঘটে, ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

৯৯। বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়ের উপর উৎসে কর কর্তন।—

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, উহার উপর প্রযোজ্য পরিমাণের সর্বোচ্চ হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) অনুমোদিত বিলটি বার্ষিক্য তহবিল, বা পেনশন তহবিল বা গ্র্যাচুইটি তহবিল বা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা শ্রমিক লভ্যাংশ অংশগ্রহণ তহবিল দ্বারা ক্রয়কৃত বিলের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তনযোগ্য হইবে না।

১০০। আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন।—

- (১) আন্তর্জাতিক ফোন কল সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) পরিষেবা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সেবা প্রদানকারীর হিসাবে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে জমাকৃত মোট অর্থের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে।
- (২) আন্তর্জাতিক গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সেবা অপারেটর, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফোন কল সম্পর্কিত কোনো অর্থ প্রদান করা হয় অথবা ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স), অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস (এএনএস) বা অন্যকোনো ব্যক্তির সহিত বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) এর সহিত চুক্তির অধীনে কোনো হিসাবে অর্থ জমা প্রদান করা হয়, উক্ত চুক্তির আওতায় পরিশোধ বা জমাকৃত মোট অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে বহির্গামী আন্তর্জাতিক কলের ক্ষেত্রে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) পরিষেবাদি বা অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক পরিষেবাদি (এএনএস) প্রদানের বিনিময়ে কোনো পরিমাণ অর্থ প্রদান বা জমা দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১), (২) বা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে বোর্ড কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিতভাবে কোনো সনদ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির আয় কর হইতে মুক্ত হইবে বা এই ধারায় উল্লিখিত হারের নিম্ন হারে কর প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে, এই ধরনের অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নরূপে অর্থ পরিশোধ করিবেন-
 - (ক) কর ছাড়/কর্তন ব্যতীত; অথবা
 - (খ) সনদে উল্লিখিত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে।

১০১। ভাড়া হইতে উৎসে কর কর্তন।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোনো গৃহ সম্পত্তি, হোটেল/গেস্ট হাউজ আবাসনের ভাড়াটিয়া হন বা খালি স্থান বা প্লান্ট এবং/বা যন্ত্রপাতির ভাড়া করেন সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি উক্ত গৃহ সম্পত্তি বা হোটেল/গেস্ট হাউজ আবাসনের জন্য বা খালি স্থান বা প্লান্ট এবং/বা যন্ত্রপাতির জন্য প্রদেয় ভাড়ার উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে উক্ত ভাড়া পরিশোধকালে কর কর্তন করিবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য মূল্যায়নের পর দেখা যায় যে, গৃহ সম্পত্তির মালিক কর্তৃক কোনো কর প্রদেয় নাই বা প্রদত্ত করের পরিমাণ প্রদেয় করের চাইতে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হারে কর্তিত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে,-
 - (ক) কোনো কর প্রদেয় না হইলে, সম্পূর্ণ অংশ, বা
 - (খ) যদি কর্তিত পরিমাণটি বাড়ির মালিকের অতিরিক্ত ছাড়ের ভিত্তিতে প্রদেয় পরিমাণের চাইতে বেশি হয়।
- (৩) যেক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত ফরমে সন্নিবেশিত এই মর্মে সনদ প্রদান করেন যে, উক্ত বৎসরে গৃহ সম্পত্তির মালিকের কোনো মূল্যায়নযোগ্য আয় নাই বা এই আইনের বিধাবাবলি সাপেক্ষে উহা আয়কর মুক্ত, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সনদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত উক্ত গৃহ সম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর কর্তনযোগ্য হইবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ভাড়া" অর্থ কোনো পরিশোধ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যা কোনো লিজ, ভোগ স্বত্ত্ব (tenancy) বা কোনো চুক্তি বা সমঝোতার মাধ্যমে কোনো আসবাবপত্র, জিনিসপত্র এবং ভূমিসহ কোনো ভবন ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়।

১০২। কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তৃন।—

যেক্ষেত্রে কোনো কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, কক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, হল, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা কোনো রেস্টুরেন্ট ভাড়া বা স্থান ব্যবহারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অন্যকোনো ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হইবে, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সেবার জন্য পরিশোধিত সম্পূর্ণ পরিমাণের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর উক্ত পরিশোধকালীন সময়ে কর কর্তন করিবেন।

১০৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন।—

কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য উহার মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিবেন,-

- (ক) কোনো স্থাবর সম্পত্তি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত মোট অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ);
- (খ) কোনো স্থাবর সম্পত্তি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার বাইরে অবস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত মোট অর্থের ৩% (তিন শতাংশ)।

১০৪। নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন।—

রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারককে নগদ রপ্তানি ভর্তুকির কারণে যে কোনো পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, অর্থ প্রদান বা জমার সময়, প্রদেয় মোট অর্থের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন।

১০৫। পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন-

পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশনের কারণে কোনো অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, প্রাপককে অর্থ প্রদান বা জমার সময়, প্রদেয় মোট অর্থের পনের শতাংশ হারে কর কর্তন করিবেন।

১০৬। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন-

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্যকোনো ব্যক্তি, বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধ করিবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে কোনো আয়বর্ষের আয় এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত অথবা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য, সেক্ষেত্রে করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড সেই আয়বর্ষের আয় কোনোরূপ সংগ্রহ বা কর্তন ব্যতীত অথবা আনুপাতিকভাবে হ্রাসকৃত হারে সংগ্রহ বা কর্তন প্রযোজ্য হইবে মর্মে প্রত্যয়ন করতে পারিবে।

১০৭। রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন।-

যেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি যদি স্বাক্ষর মূল্য (সাইনিং মানি), পণমূল্য (subsistence money), বাড়ির ভাড়া বা অন্যকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা কোনো চুক্তি বা কোনো লিখিত

চুক্তি দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতাবলিয়া, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ভূমি মালিককে কোনো অর্থ প্রদান করে, সেক্ষেত্রে উক্তরূপে অর্থ প্রদানকালে মোট অর্থের উপর ১৫% (পনের শতাংশ) হারে কর কর্তন করা হইবে।

১০৮। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন-

যেখানে, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীনে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারক পণ্য রপ্তানির জন্য অর্থ প্রদান করে, কোনো এজেন্ট এর হিসাবে পণ্য রপ্তানি হইতে কোনো পরিমাণ অর্থ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, বৈদেশিক ক্রেতা হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী বা উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবে।

১০৯। লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন।-

বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানির বা অন্যকোনো কোম্পানির মূখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী), কোনো শেয়ারহোল্ডারকে কোনো লভ্যাংশ প্রদানকালে, উক্ত লভ্যাংশের উপর হইতে কর কর্তন করিবেন, কোনো আবাসি বা অনিবাসী বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে,-

(ক) শেয়ারহোল্ডার যদি কোনো কোম্পানি হয়, তা হইলে কোম্পানির উপর প্রযোজ্য হারে;

(খ) শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি হয়, উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) হইলে ১০% (দশ শতাংশ) হারে বা উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) না হইলে ১৫% (পনের শতাংশ) হারে কর কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধান কোনো কোম্পানীর কর লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবেনা, যদি উক্ত কর লভ্যাংশ ষষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ১ এর অনুচ্ছেদ ৪০ এর অধীন কর অব্যাহতি পেয়ে থাকে।

১১০। লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন।-

ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (৯)তে উল্লিখিত বিজয়ীর জন্য যে কোনো পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ অর্থ প্রদানকালে, ২০% (বিশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “যেকোনো পরিমাণ” অভিব্যক্তিটির অর্থ কোনো পণ্য বা সম্পত্তির মূল্য যেখানে উক্ত বিজয়ীর হিসাবে অর্থ নগদে বা সম্পদ দ্বারা প্রদান করা হয়।

উপ-বিভাগ খ
অনিবাসীর নিকট হইতে কর কর্তন

১১১। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন।—

- (১) এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে যদি এমন কোনো অর্থ পরিশোধ করে যা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, প্রদেয় অর্থের উপর নির্ধারিত, অনধিক ৩০% (ত্রিশ শতাংশ), হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে বোর্ড, এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে আবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্যকোনো কারণে বাংলাদেশ কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন পূর্বক করা যাইবে।
- (৩) এই ধারার অধীন কর্তনকৃত কর, যে আয়ের উপর উক্ত কর কর্তন করা হইয়াছে, উক্ত আয়ের উপর প্রাপকের নূন্যতম কর দায় বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো দাবীর বিপরীতে উহা সমন্বয় করা যাইবে না।
- (৪) কোনো কোম্পানীর কোনো শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো অনিবাসী করদাতার পক্ষে মূলধনি লাভ উদ্ভূত হইলে, উক্ত শেয়ার হস্তান্তর কার্যকরের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ, উক্ত মূলধনি লাভের উপর প্রদেয় কর পরিশোধিত না হইলে, উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না।

বিভাগ ২
উৎসে কর সংগ্রহ

১১২। আমদানিকারকদের হইতে কর সংগ্রহ।—

কাস্টমস কমিশনার বা এতুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যকোনো কর্মকর্তা পণ্যের আমদানি মূল্যের উপর নির্ধারিত এবং অনধিক ২০% হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবেন।

১১৩। জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ-

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর মহাপরিচালক-

- (১) জনশক্তি রপ্তানিকারী এজেন্সিগুলোকে জনশক্তি রপ্তানিতে ক্লিয়ারেন্স দেবেন না যদি না এজেন্সিগুলো জনশক্তি রপ্তানি বাবদ গৃহীত সার্ভিস চার্জ বা ফি'র ১০% (দশ শতাংশ) অগ্রিম কর জমার চালানের কপি আবেদনের সাথে জমা দেয়।
- (২) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করবেন না যদি না জনশক্তি রপ্তানিকারী এজেন্সি এই মর্মে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অগ্রিম করের চালান জমা দেয়।

১১৪। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—

Customs Act, 1969 এর অধীন অনুমোদিত কোনো ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কর্তৃক কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানিকালে, কাস্টমস কমিশনার ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

১১৫। রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ।—

কোনো ব্যাংক, যে কোনো পণ্য রপ্তানিকারক কর্তৃক রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা প্রদানকালে মোট রপ্তানি আয়ের ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বোর্ড আবেদনের ভিত্তিতে এই মর্মে লিখিতভাবে সনদ প্রদান করে যে, রপ্তানিকারকের আয় এই আইনের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত, তাহলে সনদে উল্লিখিত সময়ের জন্য করদাতার হিসাবে কোনো কর্তন ব্যতিরেকে বা এই ধারার অধীন হ্রাসকৃতহারে কর কর্তন পূর্বক তা জমা দিতে হইবে।

১১৬। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন।-

ফি, পরিসেবা চার্জ, কমিশন বা পারিশ্রমিক, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বা যেকোনো নামে বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের বিনিময়ে বিদেশ হইতে প্রেরিত অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ১০% দশ শতাংশ হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য;

- (খ) কোনো আবাসি ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদেশী ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদান বা কোনো কাজের জন্য;
- (গ) বিজ্ঞাপন বা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন বিদেশ হইতে প্রেরিত নিম্নলিখিত অর্থের বিপরীতে কোনো কর্তন করা যাইবেনা, যথা:-

- (অ) ষষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ১ এর অনুচ্ছেদ ২৩ দ্বারা মোট আয় বহির্ভূত অর্থ;
- (আ) কোন নিবাসির সফটওয়্যার বা সেবার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, যদি উক্ত বিক্রয় বা সেবা হইতে প্রাপ্ত আয় ষষ্ঠ তফসিলের বিভাগ ১ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন কর অব্যাহতি পেয়ে থাকে।

১১৭। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) Registration Act, 1908 (XVI of 1908) এর ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ) বা (ঘ) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা, নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ ব্যতিত, কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না;
- (২) এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করের হার-
 - (ক) জমির ক্ষেত্রে কাঠা প্রতি (১.৬৫ শতাংশ) ১০ লাখ ৮০ হাজার টাকা;
 - (খ) কোনো স্থাপনা, ভবন, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুট ৬০০ টাকা; বা
 - (গ) দলিলে উল্লিখিত মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ),
যা অধিক হয়, অতিক্রম করিবে না।
- (৩) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নরূপ কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-
 - (ক) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়;
 - (খ) ঋণের বিপরীতে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদত্ত বন্ধকী সম্পদ।

১১৮। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) Registration Act, 1908 (XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক কোনো ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, নির্ধারিত হারে কর প্রদান না করা পর্যন্ত হস্তান্তরকারী কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরের দলিলাদি নিবন্ধন করিবেন না।
- (২) এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করের হার-
 - (ক) আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ১৬০০ টাকা;
 - (খ) আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য না হইলে ৬৫০০ টাকা;
 - (গ) ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)
এর অধিক হইবে না।

১১৯। সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ।—

Registration Act, 1908 (XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য যেকোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো আইনের অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষের বা অন্যকোনো সাধারণ ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংগঠন, হিন্দু অবিভাজিত পরিবার, একটি কোম্পানি বা কোনো কৃত্রিম আইনি ব্যক্তির নিকট হইতে ১০ বছরের কম সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ইজারা সম্পর্কিত কোনো দলিল নিবন্ধন করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্তরূপ সম্পত্তির ইজারার মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে কর প্রদান করা হয়।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "কোনো কর্তৃপক্ষ" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) বা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।

১২০। সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর সংগ্রহ।—

কোনো সিগারেট প্রস্তুতকারকের কাছে ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, ব্যান্ডরোল বিক্রির সময়, উক্তরূপ প্রস্তুতকারকের হইতে ব্যান্ডরোলের মোট মূল্যমানের ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সিগারেটের উৎপাদন" অর্থ কোনোরূপ যান্ত্রিক সহায়তা ব্যতিত প্রচলিত/ঘরোয়া পদ্ধতিতে সিগারেট উৎপাদন।

১২১। ইট প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—

ইট তৈরির অনুমতি প্রদান বা অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, উক্তরূপ অনুমতি প্রদান বা উহা নবায়ন করিবেন না, যদি না উক্তরূপ অনুমতি প্রদান বা উহার নবায়নের জন্য করা আবেদনের সাথে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যায়িত ও নিম্নবর্ণিত হারে পরিশোধিত আয়কর চালান সহ পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বছরের কর পরিশোধপরিশোধ সনদ প্রদান করা হয়, যথা:-

- (ক) এক সেকশন সম্পন্ন (one section) ইট ভাটার জন্য-৪৫ হাজার টাকা;
- (খ) দেড় সেকশন (one and half section) ইট ভাটার জন্য-৭০ হাজার টাকা;
- (গ) দুই সেকশন (two section) ইট ভাটার জন্য- ৯০ হাজার টাকা;
- (ঘ) স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে ইট উৎপাদনকারী ভাটার জন্য- ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সেকশন" অভিব্যক্তিটি মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৪ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

১২২। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময় কর সংগ্রহ।—

বাণিজ্যিক লাইসেন্স নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি প্রতিটি বাণিজ্যিক লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে কর সংগ্রহ করিবে, যথা:-

- (ক) ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে ৩০০০ টাকা;
- (খ) অন্যকোনো সিটি করপোরেশনে ২০০০ টাকা;

(গ) কোনো জেলা সদর দফতরের পৌরসভায় ১০০০ টাকা;

(ঘ) অন্যকোনো পৌরসভায় ৫০০ টাকা।

১২৩। কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ।—

যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ, কোনো নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বা ভাড়াকৃত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য পরিবহনকারী কোনো জাহাজকে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স প্রদান করিবেন না, যদি না উক্ত নিবাসী করদাতা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সনদ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশে প্রবেশ বা বিদেশে প্রেরিতব্য মোট মালামালের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর প্রদান করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক দেশ কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবার বিনিময়ে গৃহীত বা গৃহীতব্য পরিবাহিত মালের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করা হইবে।

১২৪। সরকারি নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ।—

(১) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট মালিকের কোনো পণ্য বা সম্পত্তি সীলমোহরযুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করলে উক্ত পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি প্রদানের পূর্বে মোট বিক্রয় মূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) নিলামে চা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) কোনো পণ্য বা সম্পত্তি বিক্রয় অর্থে কোনো পণ্য বা সম্পত্তির ইজারা, জলমহাল, বালুমহাল, সায়রাত মহালের ইজারা, যেকোনো প্রকারের অধিকারের ইজারা, অক্ট্রোই ফি (octroi duties) বা অন্যান্য আরোপনীয় কর, যে নামেই ডাকা হউক না কেন, সংগ্রহের অধিকারসহ কোনো ব্যক্তির নামে কোনো ইজারা প্রদানের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে কোনো জমির প্লট বিক্রয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(খ) “নির্দিষ্ট মালিক” অর্থ সরকার বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ, ইউনিটসহ কোনো কর্পোরেশন বা সংস্থা, যার কার্যক্রম বা প্রধান কার্যক্রম কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইনের মর্যাদা মর্যাদাসম্পন্ন দলিল দ্বারা অনুমোদিত বা বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন অনুমোদিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানি বা যে কোনো সমবায় ব্যাংক।

১২৫। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ।—

(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ, ক্ষেত্রমত, শেয়ার হস্তান্তর ঘোষণার সময় কোনো স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানির স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক হস্তান্তর মূল্য এবং সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের অধিগ্রহণের খরচের মধ্যে পার্থক্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) “হস্তান্তর” অর্থে উপহার, দান, উইল বা কোনো অপরিবর্তনীয় ট্রাস্টের অধীনে স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত;
- (খ) কোনো সুরক্ষা বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের “স্থানান্তর মূল্য” সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত দিনের সম্মতিতে থাকা সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের সমাপনি মূল্য হিসাবে গণ্য করা হইবে, অথবা যেখানে এই ধরনের সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট এমন দিনে বিক্রি করা হয়নি যখন সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের শেষ বিক্রি হয় উক্ত দিনের সমাপনি মূল্য।

১২৬। স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়লাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত কোনো লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তির উপর শেয়ার হস্তান্তর, শেয়ার ঘোষণা বা উক্ত শেয়ার বিনিময় করার সময়, যা আগে ঘটে, পনেরো শতাংশ (১৫%) হারে কর কর্তন করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শেয়ারের লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তি গণনার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়লাইজেশন আইন, ২০১৩ কার্যকর হবার পূর্বের শেয়ারের অর্জনমূল্যকে উক্ত শেয়ারের অর্জনমূল্য হিসেবে গ্রহণ করা হইবে।

১২৭। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ।—

স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যের দ্বারা প্রদত্ত সিকিউরিটিজ লেনদেনের মূল্য পরিশোধকালে ০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিবেন।

১২৮। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মটরযান হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) ধারা ১৪১ এর বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত মটর যান নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিটি মটর যান নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের তারিখে বা পূর্বে নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে কর সংগ্রহ করিবেন।
- (২) একাধিক বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত করের হার মটরযান প্রতি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।
- (৪) ধারা ১৪১ এর অধীন অগ্রিম কর পরিশোধিত হয় এরূপ মটরযান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে যদি কোনো ব্যক্তি প্রমাণাদিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট এই মর্মে আবেদন করে যে, উক্ত ব্যক্তির নামে নিবন্ধিত মটরযান বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয়, বোর্ড লিখিতভাবে উক্ত ব্যক্তিকে বিবেচ্য আয়বর্ষের জন্য আবেদনাধীন মটরযানের বিপরীতে উৎসে কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।
- (৫) কোনো ব্যক্তির উপ-ধারা (৪) এর অধীন “বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় মটরযানের” সংখ্যা অনুমোদনের সীমা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১২৯। নৌ-যান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ।—

- (১) Inland Shipping Ordinance, 1976 এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত অধ্যাদেশ এর ধারা ৯ এর অধীন কোন নৌযানকে সার্ভে সার্টিফিকেট দিবেন না বা ধারা ১২ এর অধীন সার্ভে সার্টিফিকেট এর নবায়ন করিবেন না যদি না প্রতিটি নৌযানের বিপরীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের চালানের কপি আবেদনের সহিত সংযুক্ত করা হয়।
- (২) একাধিক বছরের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত করের হার নৌ-যান প্রতি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

বিভাগ ৩
সাধারণ বিধানাবলি

১৩০। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান-

- (১) ধারা ১১১ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও এই অধ্যায়ের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই অধ্যায়ের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তির করদাতা সনাক্তকরণ সংখ্যা না থাকিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।
- (২) এই অধ্যায়ের অন্যান্য ধারায় ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই অধ্যায়ের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি, ক্ষেত্রমত চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্যকোনো অর্থ তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যাংকিং মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।
- (৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে-
- (ক) “চুক্তি” অর্থে উপ-চুক্তি, উপ-উপ-চুক্তি, অনুযাত (subsequent) চুক্তি, কোন সমঝোতা (agreement) বা বন্দোবস্ত (arrangement) যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (খ) “নির্দিষ্ট ব্যক্তি” অর্থে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের বুঝাইবে-
১. সরকার, বা সকল ইউনিটসহ সরকারের যেকোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা যার কার্যক্রম কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনী দলিলবলে অনুমোদনপ্রাপ্ত;
 ২. কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যেখানে সরকারের কোনো প্রকার আর্থিক বা পরিচালনাগত সংশ্লিষ্টতা রয়েছে;
 ৩. কোনো জয়েন্ট ভেঞ্চার বা কনসারটিয়াম;
 ৪. আয়কর আইন, ২০২১ এর ধারা ৩৫৩ এর দফা ২৯তে সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি;
 ৫. কোনো সমবায় ব্যাংক;
 ৬. কোনো সমবায় সমিতি;
 ৭. কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
 ৮. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত কোন বেসরকারি সংস্থা বা মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যেকোনো মাইক্রো ক্রেডিট সংস্থা;
 ৯. কোনো স্কুল, কলেজ, ইন্সটিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়;

১০. কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার;
 ১১. কোনো ট্রাস্ট বা ফান্ড;
 ১২. কোনো ফার্ম;
 ১৩. কোনো ব্যক্তি-সংঘ;
 ১৪. কোনো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ;
 ১৫. কোনো বিদেশী ঠিকাদার; বিদেশী এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত কোনো সংঘ বা সংস্থা;
 ১৬. বার্ষিক এক কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট কোনো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যা অন্যকোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন; এবং
 ১৭. উপরে বর্ণিত হয় নাই এরূপ যেকোন প্রকার আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্ব।
- (গ) “পরিশোধ” বলিতে স্থানান্তর, ক্রেডিট, পরিশোধের সমন্বয় বা কোনো পরিশোধ করিবার আদেশ বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (ঘ) “পণ্য সরবরাহ” অর্থে পণ্যের বিক্রয়, বিনিময় বা অন্যকোনোভাবে বিক্রয়ের মাধ্যমে অধিকার হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (ঘ) “ভিত্তি মূল্য” বলিতে নিম্নের তিনটির মধ্যে যেটি অধিক সেটিকে বুঝাবে-
- (অ) চুক্তি মূল্য; বা
 - (আ) বিল বা ইনভয়েন্সের অংক; বা
 - (ই) পরিশোধ;

১৩১। কর্তন, সংগ্রহ, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, করযোগ্য সত্ত্বা হউক বা না হউক,
 - (ক) এই অংশের বিধানাবলির কর্তৃত্বে বা অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন;
 - (খ) অপেক্ষাকৃত কম হারে বা পরিমাণে কর কর্তন বা সংগ্রহ করেন; বা
 - (গ) এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার পর তা সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন অথবা যে পরিমাণ কর কর্তন বা সংগ্রহ করেন তারচেয়ে কম পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খেলাপী করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন, তা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নিম্নবর্ণিত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন, যথা:-
 - (অ) অকর্তনকৃত বা অসংগ্রহকৃত পরিমাণ অর্থ;
 - (আ) এই অংশের অধীন যে পরিমাণ কর কর্তন বা সংগ্রহ করা আবশ্যিক এবং প্রকৃতভাবে যা কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এই দুই এর পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ; বা

(ই) এই অংশের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার পর যে পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করা হয় নি তার সমপরিমাণ অর্থ।

(২) উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণের অর্থ পরিশোধ ছাড়াও, উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (আ) ও, ক্ষেত্রমত, উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণের উপর নিম্নবর্ণিত মেয়াদ পর্যন্ত প্রতিমাসে ২% (দুই শতাংশ) হারে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন, যথা:-

(ক) কর্তন বা সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ, অথবা অপেক্ষাকৃত কম হারে বা পরিমাণে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে, কর্তন বা সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত তারিখ হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (আ) ও, ক্ষেত্রমত, উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণের অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিবার তারিখ পর্যন্ত;

(খ) কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবার পর তা সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হবার ক্ষেত্রে, কর্তন বা সংগ্রহের তারিখ হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (আ) ও, ক্ষেত্রমত, উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণের অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিবার তারিখ পর্যন্ত।

(গ) অতিরিক্ত অর্থ পরিগণনার মেয়াদ ২৪ মাসের বেশি হইবে না।

(৩) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করে তার হইতে উপধারা (১) এর অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থসহ উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনকারী বা সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা সরকারের কোনো সংস্থা, সরকারি কোনো প্রকল্প বা প্রোগ্রাম সেক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের নিমিত্ত বিল স্বাক্ষরকারী এবং অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল প্রকারের অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এবং বিল স্বাক্ষরকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তি যৌথভাবে ও পৃথকভাবে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল প্রকারের অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৬) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর সংগ্রহযোগ্য বা কর্তনযোগ্য তিনি ইতোমধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল প্রকারের অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করিয়া থাকিলে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) এই ধারার অধীন অর্থ আদায়ে বোর্ড প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩২। প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধ ব্যতীত কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদানের ফলাফল।

(১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি প্রকৃত কর্তন, সংগ্রহ বা সরকারের অনুকূলে পরিশোধ ব্যতীত, উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধের সার্টিফিকেট প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি, অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন, সেগুলো ক্ষুণ্ণ না করে, যে পরিমাণ অর্থ কর্তন, সংগ্রহ বা সরকারের অনুকূলে জমা করা হয় নি তা পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

- (২) উপ-কর কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করে তার হইতে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৩৩। কর কর্তন, ইত্যাদির সার্টিফিকেট।-

- (১) এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে যে ব্যক্তি কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন তিনি, উক্তরূপ কর কর্তন বা সংগ্রহ ক্রমে যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাকে উক্তরূপ কর্তন বা সংগ্রহ সম্পর্কিত একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যেখানে উল্লেখ থাকবে-
- (ক) যে ব্যক্তির হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তার নাম ও করদাতা সমান্তরকরণ নম্বর (টিআইএন), যদি থাকে;
- (খ) কর বাবদ কর্তন বা সংগ্রহকৃত অর্থের পরিমাণ;
- (গ) যে ধারা বা ধারাসমূহের অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে;
- (ঘ) কর বাবদ কর্তন বা সংগ্রহকৃত অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ; এবং
- (ঙ) নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।
- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:-
- (ক) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে, বা মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে, কর সংগ্রহ বা কর্তনের সার্টিফিকেট প্রদান বা প্রেরণ করার ক্ষেত্রসমূহ;
- (খ) উক্ত ইলেক্ট্রনিক, মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল সার্টিফিকেট প্রদান বা প্রেরণের পদ্ধতি।

১৩৪। কর্তিত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান।-

- (১) এই অংশের বিধানাবলির অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত সকল অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- (২) এই আইনের বিধানাবলি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কর হিসাবে কোনো অর্থ ধার্য, উইথহোল্ড, কর্তন বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, এবং এরূপভাবে কোনো অর্থ ধার্য, উইথহোল্ড, কর্তন বা সংগ্রহ কর হইলে তা এই ধারা অনুসারে জমা করিতে হইবে।

১৩৫। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও যাচাইকরণ।-

আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে বা এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১৭৩ এর বিধান অক্ষুন্ন রেখে, অংশ ৫ অনুযায়ী যথাযথভাবে উৎসে কর কর্তন, সংগ্রহ এবং জমাকরণ নিশ্চিতকল্পে কর কমিশনার, মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা মহাপরিচালক, পরিদর্শন কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তির কার্যালয় বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব বহি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি, যেই পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত হউক না কেন, পরীক্ষণ ও যাচাই করিতে পারিবে।

১৩৬। কর আদায় অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুন্ন না করে কর আরোপের ক্ষমতা।-

এই অংশের অধীন কর্তন বা সংগ্রহের মাধ্যমে কর আরোপের ক্ষমতা অন্যান্য পদ্ধতিতে কর আদায়ের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করে প্রযুক্ত হইবে।

১৩৭। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দায়মুক্তি।-

যেক্ষেত্রে এই অংশের অধীন কর হিসাবে কোনো অর্থ সংগ্রহ বা কর্তন করা হয় এবং সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে-

- (ক) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি কর্তৃক তা পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে;
- (খ) এরূপ কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, দফা (ক) এ উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তনকারী বা, ক্ষেত্রমত, সংগ্রহকারীর বিরুদ্ধে কোনোরূপ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে কর্তনকারী বা, ক্ষেত্রমত, সংগ্রহকারী দায়মুক্তি পাবেন।

১৩৮। উৎসে কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত করের ক্রেডিট প্রদান।-

- (১) এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করে তা সরকারের হিসাবে জমা প্রদান করা হইলে তা যে ব্যক্তির আয় হইতে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির আয়ের উপর কর পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিতভাবে আয়ের উপর কর পরিশোধ করা হইলে, যে আয়বর্ষে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির পক্ষে উৎসে কর পরিশোধ করা হয়, সেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্রেডিট উক্ত অপর ব্যক্তির করদায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রদান করা হইবে।

১৩৯। কোনো কর্তন না করার ক্ষেত্রে কর পরিশোধ।-

করদাতা কর্তৃক এই আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরাসরি কর পরিশোধযোগ্য হইবে, যথা:-

- (ক) এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে আবশ্যিক কোনো কর কর্তন বা সংগ্রহ না করা হইলে;
- (খ) নিয়মিত কর নির্ধারণের পর করদাতার পরিশোধযোগ্য কর অপেক্ষা কর্তন বা সংগ্রহকৃত করের পরিমাণ কম হইলে ঘাটতির সমপরিমাণ;
- (গ) এই অংশের অধীন কোনো আয় বাবদ কর কর্তন বা সংগ্রহের বিধান করা না হইলে উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অগ্রিম কর পরিশোধ

বিভাগ ১

অগ্রিম কর: বিশেষ বিধানাবলি

১৪০। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণ হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ-

- (১) সিগারেট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে নিট বিক্রয়মূল্যের তিন শতাংশ (৩%) হারে অগ্রিম কর পরিশোধ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিত অগ্রিম কর ধারা ১৪৩ এর অধীন পরিশোধযোগ্য অগ্রিম করের ত্রৈমাসিক কিস্তির বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে।
- (৩) এই ধারায় “নিট বিক্রয়” বলতে বুঝাবে ক-খ, যেক্ষেত্রে ক হলো মোট বিক্রয় (gross sale) এবং খ হলো উক্ত মোট বিক্রয়ের উপর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে।

১৪১। ব্যক্তিগত মটরযান মালিকগণ হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ-

- (১) প্রত্যেক ব্যক্তিগত মটরযানের মালিকের এরূপ আয় রয়েছে মর্মে গণ্য হইবে যার দ্বারা উক্ত মটরযান রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং তিনি নির্ধারিত হার ও পদ্ধতিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, মটর যান নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে, প্রতিটি মটর যান নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের তারিখে বা পূর্বে অগ্রিম কর সংগ্রহ করিবেন।
- (৩) একাধিক বছরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর সংগ্রহ করিতে হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না যদি মটর যানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-
 - (ক) সরকার বা স্থানীয় সরকার;
 - (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;
 - (গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অংগ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;
 - (ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং এর সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;
 - (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
 - (চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);
 - (ছ) ধারা ৩৫৩ এর দফা ৫৬ এর অধীন সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি ব্যতীত কোনো সত্তা;

- (জ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা
- (ঝ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর পরিশোধ করেন, এবং উক্ত ব্যক্তির নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য করদায় উক্ত অগ্রিম কর অপেক্ষা কম হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উক্ত আয়বর্ষে এরূপ ধারণাগত আয় ছিল মর্মে গণ্য হইবে যার উপর গণনাকৃত করদায় উপধারা (২) এর অধীন সংগ্রহকৃত।
- (৬) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম করের হার ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক হইবে না এবং উহা ফেরতযোগ্য হইবে না।
- (৭) এই ধারায়-
- (ক) “মোটর গাড়ি” অর্থ Motor Vehicles Ordinance 1983 (LV of 1983) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িক অর্থে কোনো মোটর গাড়ি, এবং কোনো এসইউভি বা মাইক্রোবাসও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) “নিয়মিত উৎসের আয়” বলতে ধারা ১৫১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উৎসসমূহ ব্যতীত অন্যকোনো উৎসের আয় বুঝাবে।

বিভাগ ২

অগ্রিম কর: সাধারণ বিধানাবলি

১৪২। অগ্রিম কর পরিশোধ।—

- (১) এই অংশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই ধারার উপ ধারা (২) এর বিধানাবলী ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়বর্ষে তার মোট আয় ৬ লাখ টাকার অধিক হইলে উক্ত করদাতা কর্তৃক প্রতি চলমান অর্থ বছরে আয়ের উপর অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে, এক্ষেত্রে তা “অগ্রিম কর” হিসেবে উল্লেখিত হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি-
- (ক) করদাতা কেবলমাত্র জমি চাষাবাদ হইতে অনধিক ৮ লাখ টাকা উপার্জন করেন;
- (খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মোট আয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যথা:-
- (অ) “মূলধনি আয়”; বা
- (আ) “এককালীন আয়” প্রকৃতির কোনো আয় যা এই অংশের অধীন যে চলমান অর্থবর্ষে অগ্রিম কর পরিশোধ্য, উক্ত অর্থবর্ষে উপার্জনের প্রত্যাশা করা যায় না।

১৪৩। অগ্রিম করের পরিমাণ এবং তা পরিশোধের সময়।—

- (১) উপ ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে এবং ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করে, কোনো চলমান অর্থ বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম অগ্রিম কর হইবে ক-খ এর সমপরিমাণ, যেক্ষেত্রে-
- ক= সর্বশেষ আয় বর্ষে নির্ধারিত করদাতার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর যা উক্ত অর্থ বর্ষে প্রযোজ্য হারে পরিগণনাকৃত।
- খ= এই অংশের অধীন উৎসে কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত কর বা অংশ ৫ এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম করের পরিমাণ।
- (২) অগ্রিম কর হিসাবে পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে চারটি সমান কিস্তিতে পরিশোধ্য হইবে, যথা:-

অর্থ বছরের তারিখ	পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ
১৫ই সেপ্টেম্বর	পঁচিশ শতাংশ (২৫%)
১৫ই ডিসেম্বর	পঁচিশ শতাংশ (২৫%)
১৫ই মার্চ	পঁচিশ শতাংশ (২৫%)
১৫ই জুন	পঁচিশ শতাংশ (২৫%)

- (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তারিখ যদি কোনো সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কিস্তি তার পরবর্তী কর্মদিবসে পরিশোধ করিতে হইবে।

- (৪) এ ক্ষেত্রে কোনো করদাতা যেকোনো কিস্তি বা এর অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের অধীন করদাতার কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তার পরবর্তী কিস্তির সাথে অপরিশোধিত কিস্তি বা এর অংশবিশেষ যুক্ত হয়ে পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা প্রাক্কলন করেন যে, অগ্রিম করের কিস্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পরিগণনাকৃত কর অপেক্ষা কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি উপ-কর কমিশনারের বরাবর একটি প্রাক্কলন দাখিল করিবেন এবং ইতোপূর্বে পরিশোধকৃত কোনো কিস্তির সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয়পূর্বক প্রাক্কলন অনুসারে কিস্তি পরিশোধ করিবেন।

১৪৪। নূতন করদাতা কর্তৃক অগ্রিম কর পরিশোধ।—

এই আইনের অধীন ইতোপূর্বে নিয়মিত কর নির্ধারণীর আওতাভুক্ত হননি এমন কোনো ব্যক্তির মোট আয়, ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তসাপেক্ষে, কর নির্ধারণী বছরের অব্যবহিত পরবর্তী আয়বর্ষে তার মোট আয় ৬ লাখ টাকা অতিক্রম করলে, তিনি প্রত্যেক অর্থবছরের জুন মাসের ১৫তম দিবসের পূর্বে তার প্রাক্কলিত মোট আয় এবং ধারা ১৪৩এর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য অগ্রিম করের হিসাব উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন এবং ধারা ১৪৩ (২) এ নির্ধারিত কিস্তির তারিখের মধ্যে তা পরিশোধ করিবেন, যেন তা ধারা ১৪৩ এর উপ-ধারা (৫) অনুসারে সংশোধিত কিস্তির তারিখ অতিক্রম না করে।

১৪৫। অগ্রিম করের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থতা।—

অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এরূপ কোনো করদাতা যদি মূল পরিগণনা অনুসারে বা, ক্ষেত্রমত, প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে নির্ধারিত তারিখে উক্ত করের কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি উক্ত কিস্তির ক্ষেত্রে খেলাপী করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৪৬। অগ্রিম করের ক্রেডিট প্রদান।—

জরিমানা বা সুদ ব্যতীত অগ্রিম কর হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত বা তার কাছ হইতে আদায়কৃত কোনো অংক, তা সে সময়কালের অর্জিত আয়ের উপর পরিশোধিত হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ পরিশোধিত কর, করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য নির্ধারিত কর হইতে বাদ দেয়া হইবে।

১৪৭। সংজ্ঞা।—

এই বিভাগে, “সর্বশেষ আয়বর্ষের কর নির্ধারিত” অর্থ-

- (ক) এরূপ করদাতার ক্ষেত্রে, যার পূর্বে কর নির্ধারণ করা হইয়াছে,
- (খ) এরূপ করদাতার ক্ষেত্রে, যার পূর্বে কর নির্ধারণ করা হয়নি।

তৃতীয় অধ্যায়
অগ্রিম করের উপর সুদ

১৪৮। অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সুদ আরোপ।—

অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এরূপ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি নিয়মিত কর নির্ধারণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এই অংশের বিধানাবলি অনুসারে অগ্রিম কর পরিশোধ করা হয়নি, তাহলে ধারা ১৪৫ এর অধীন খেলাপী করদাতার পরিণামের বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করে, উক্তরূপ কর নির্ধারণের ভিত্তিতে নিরূপিত করের সাথে ধারা ১৫০তে নির্ধারিত হারে ও মেয়াদের জন্য এর উপর সরল সুদ পরিগণনা করিতে হইবে।

১৪৯। পরিশোধিত অতিরিক্ত অগ্রিম করের উপর সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুদ।—

- (১) কোনো ব্যক্তির কোনো অর্থবর্ষে অগ্রিম কর হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত করের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়, উক্ত অতিরিক্ত পরিশোধকৃত করের উপর সরকার বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বর্ষে জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে উক্ত বছর নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত, বা ১ জুলাই হইতে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদ পর্যন্ত, এ দুইয়ের মধ্যে যা কম, সময়ের জন্য সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৫০। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে এর উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয়।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো অর্থবর্ষে করদাতা স্বীয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করেন, এবং এই অধ্যায়ের অধীন উৎসে কর কর্তন করা হয়, উক্ত কর্তনকৃত কর এবং উক্তরূপ অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর কম হয়, তবে সেক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণের মাধ্যমে উদ্ধৃত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর দিবসের তারিখে বা এর পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, সুদের হার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বর্ষে জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে উক্ত বছর নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত, বা ১ জুলাই হইতে পরবর্তী ২ বছর মেয়াদ পর্যন্ত, এ দুইয়ের মধ্যে যা কম, সময়ের জন্য সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেনো, যেক্ষেত্রে-

(ক) ধারা ১৬২ এর অধীন কর পরিশোধ করা হয়; বা

(খ) ধারা ১৭২ এর অধীন সাময়িক কর নির্ধারণ করা হইয়াছে কিন্তু নিয়মিত কর নির্ধারণ করা হয়নি; সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসারে সরল সুদ হিসাব করিতে হইবে, যথা:

(অ) যে তারিখে ধারা ১৬২ এর অধীন বা সাময়িকভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সে তারিখ পর্যন্ত;

- (আ) অতঃপর, নির্ধারণকৃত ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) কর অপেক্ষা উক্তরূপে পরিশোধকৃত কর যে পরিমাণ ঘাটতি হইয়াছে, তার উপর সরল সুদ পরিগণনা করিতে হইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে আপীল, রিভিশন বা রেফারন্স এর ফলশ্রুতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে পরিমাণ অর্থের উপর সুদ প্রদেয় ছিল তা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে একইভাবে প্রদেয় সুদের পরিমাণ ও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং কোনো অতিরিক্ত সুদ পরিশোধিত হয়ে থাকলে, তা ফেরতযোগ্য করার সাথে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্যে “নিয়মিত কর নির্ধারণ” অর্থে সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ বা ধারা ১৬৯ এর অধীন নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে প্রণীত কর নির্ধারণও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ৬
ন্যূনতম কর

১৫১। ন্যূনতম কর।-

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, করদাতা কর্তৃক, এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (২) উপ-ধারা (৩) সাপেক্ষে, কতিপয় ধারার অধীন কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এরূপ উৎসসমূহের আয়ের উপর নিম্নরূপ ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে-
- (ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত ধারাসমূহের অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর সে সকল এক বা একাধিক উৎসসমূহের আয়ের উপর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে যাহার জন্য কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে;
- (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত কর ধারা ৮২-৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯৩-৯৭, ১০০, ১০২-১১০, ১১২-১১৫, ১১৭-১২০, ১২৩, ১২৪ এবং ১২৬-১২৯ এর অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর হিসাবে গণ্য হইবে।
- (গ) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৬৫ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বই সংরক্ষণ করিতে হইবে;
- (ঘ) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে। যদি উক্তরূপে পরিগণনাকৃত কর দফা (ক) এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতম কর প্রদেয় হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কতিপয় উৎস হইতে আয় নির্ধারণ এবং কর পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

ক্র.নং	সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লিখিত আয়ের উৎস	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ	হার বা করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ধারা ৯৫(১)(গ) ও (২)	ধারা ৯৫ তে উল্লিখিতভাবে সুদের পরিমাণ	ধারা ৯৫ তে উল্লিখিতভাবে
২	ধারা ৯৭	ধারা ৯৭ তে উল্লিখিতভাবে সঞ্চয়পত্রের সুদের পরিমাণ	ধারা ৯৭ তে উল্লিখিতভাবে

ক্র.নং	সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লিখিত আয়ের উৎস	আয় হিসাবে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ	হার বা করের পরিমাণ
৩	ধারা ১০৩	ধারা ১০৩ তে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	ধারা ১০৩ তে উল্লিখিত
৪	ধারা ১০৪	ধারা ১০৪ তে উল্লিখিতভাবে নগদ রপ্তানি ভর্তুকির পরিমাণ	ধারা ১০৪ তে উল্লিখিতভাবে
৫	ধারা ১০৭	রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক জমির মালিককে প্রদত্ত কোনো পরিমাণ	ধারা ১০৭ তে উল্লিখিতভাবে
৬	ধারা ১১৭	ধারা ১১৭ তে উল্লিখিতভাবে দলিলমূল্য	ধারা ১১৭ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালায় উল্লিখিতভাবে

- (ঙ) দফা (ঘ) বা এর শর্তাংশ অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সাথে সমন্বয় করা যাইবে না।
- (৩) নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে কর্তন বা সংগ্রহকৃত কর, উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে না, যথা:-
- (ক) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধারা ৮২ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর:
- (অ) কোনো তৈল কোম্পানীর ঠিকাদার/কন্ট্রাক্টর অথবা, কোনো তৈল কোম্পানীর ঠিকাদার/কন্ট্রাক্টর এর সাব-কন্ট্রাক্টর, যেমন নির্ধারিত হয়;
- (আ) তৈল বাজারজাতকারী কোম্পানী ও এর ডিলার বা এজেন্ট, তবে পেট্রোল পাম্প স্টেশন এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (ই) তৈল সংশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানী;
- (ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে জড়িত কোনো কোম্পানী;
- (খ) সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা পারফিউমস্ এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যকোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারে জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে ধারা ১১২ এর অধীন সংগৃহীত কর;
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রয়োজ্য এরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হইতে আয় করিয়া থাকেন, সেক্ষেত্রে-

- (ক) নিয়মিত উৎস হইতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হইবে;
- (খ) উক্ত করদাতার করদায় হইবে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং দফা (ক) এর অধীন নিয়মিত করের সমষ্টি।
- (৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানীর ন্যূনতম কর হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) একজন করদাতা-
- (অ) সাকুল্যে ৩ কোটি বা অধিক টাকা অর্জনকারী কোনো ব্যক্তি; বা
- (আ) সাকুল্যে ৫০ লাখ টাকার অধিক অর্জনকারী কোনো ফার্ম; বা
- (ই) কোনো কোম্পানী,

কোনো কর নির্ধারণী বর্ষে কোনো কারণে তার মুনাফা বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, যাতে ধারাবাহিক ক্ষতি, বিগত এক বা একাধিক বর্ষে ক্ষতির সমন্বয় বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত ভাতা (অবচয় ভাতাসহ) বা বিয়োজন দাবি অন্তর্ভুক্ত, নিম্নবর্ণিত হারে কোনো করবর্ষে অবশ্যই ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবে যথা:-

ক্র. নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
১	সিগারেট, বিড়ি, চিবিয়ে খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত কারক	গ্রস প্রাপ্তির এক শতাংশ (১%)
২	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৩	সিগারেট, বিড়ি, চিবিয়ে খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিগণের করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ)
৪	অন্যকোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ)

তবে শর্ত থাকে যে, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ বছরের জন্য, উক্ত হার হইবে অনুরূপ প্রাপ্তির শূন্য দশমিক দশ শতাংশ (০.১০%)।

- (খ) যেক্ষেত্রে করদাতার এরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা যাহার উপর হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করা যাইবে, সেক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হইতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিচালনা করিতে হইবে, যথা-
- (অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করিতে হইবে এরূপ উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দফা (ক) এ উল্লিখিত হার প্রয়োগ করিয়া ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;
- (আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে দফা ক এ উল্লিখিত হার হ্রাস করতঃ ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;
- (ই) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর হইবে উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি।
- (৬) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হইলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হইবে-
- (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা
- (খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এ দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক।
- (৭) এই ধারার অধীন পরিশোধকৃত ন্যূনতম কর ফেরতযোগ্য হইবে না অথবা পূর্ববর্তী এক বা একাধিক বর্ষে ফেরতযোগ্য বকেয়া বা কোনো উৎস হইতে কোনো কর নির্ধারণী বছরের ফেরতযোগ্য বকেয়ার বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইবে না।
- (৮) যেক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে তা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (৯) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হইবে।
- (১০) এই ধারায়-
- (ক) নিয়মিত উৎস অর্থ এমন কোনো উৎস যাহার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নয়;
- (খ) নিয়মিত কর অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;
- (গ) নিয়মিত করহার অর্থ এরূপ করের হার যা কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদিত না হইলে প্রযোজ্য হইবে।
- (১১) এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “গ্রস প্রাপ্তি” অর্থ-
- (ক) পণ্য/মালামাল বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সকল প্রাপ্তি;
- (খ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;

(গ) আয়ের যেকোনো খাত হইতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।

১৫২। উৎসে অতিরিক্ত কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া।—

যেক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণের অধিক কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হয়, সেক্ষেত্রে ধারা ১৫১ এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাব করার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ অধিক কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা যাইবে না।

অংশ ৭
রিটার্ন, বিবরণী এবং দলিলাদি

প্রথম অধ্যায়
রিটার্ন এবং বিবরণী

১৫৩। রিটার্ন ও বিবরণী।—

- (১) বোর্ড করদাতাদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক এবং সেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আয়কর রিটার্ন নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (২) ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার আয়কর রিটার্ন করদাতার সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সম্বলিত হইবে।

১৫৪। রিটার্ন দাখিল।—

- (১) প্রত্যেক ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারের নিকট সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য রিটার্ন (অতঃপর আয়কর রিটার্ন হিসাবে উল্লিখিত) দাখিল করিবেন, যদি-
 - (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তার আয় এই আইনের অধীন করযোগ্য আয়ের সীমা অতিক্রম করে; বা
 - (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে কোনো বছর তার কর নির্ধারণ করা হয়; বা
 - (গ) যদি উক্ত ব্যক্তি-
 - (১) কোনো কোম্পানী; বা
 - (২) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা; বা
 - (৩) কোনো সমবায় সমিতি; বা
 - (৪) কোনো ফার্ম; বা
 - (৫) কোনো ব্যক্তিসংঘ; বা
 - (৬) কোনো শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা কোনো কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী; বা
 - (৭) কোনো ফার্মের অংশীদার; বা

- (৮) সরকারের বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা ইউনিটের বা আপাতত বলবৎ কোনো আইন, আদেশ বা দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা ইউনিটের কোনো কর্মচারী, যদি উক্ত কর্মচারী আয়বর্ষের কোনো এক সময় মূল বেতন হিসাবে ১৬ হাজার বা ততোধিক টাকা উত্তোলন করেন; বা
- (৯) কোনো ব্যবসায় নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকের পদধারী কোনো কর্মচারী হন; বা
- (১০) ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা; বা
- (১১) কোনো অনিবাসী যার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা আছে।
- (ঘ) যদি উক্ত ব্যক্তি, শুধুমাত্র দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে এরূপ কোনো আয় প্রাপ্ত হয় যা অংশ ৪ এর প্রথম অধ্যায়ের অধীন কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়; বা
- (ঙ) যদি উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নলিখিত শর্তাবলির যে কোনোটি পূরণ করেন, যথা:-
- (১) মটর গাড়ির মালিক হন; বা
- (২) মূল্য সংযোজন কর আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন; বা
- (৩) কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হইতে গৃহীত ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করেন; বা
- (৪) চিকিৎসক, দত্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, আয়কর পেশাজীবী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, কন্স্ট্রাক্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থাপত্যবিদ, বা সার্ভেয়ার বা অনুরূপ কোনো পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থায় নিবন্ধিত হন; বা
- (৫) আয়কর পেশাজীবী হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হন; বা
- (৬) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অথবা ট্রেড এসোসিয়েশনের বা সংস্থার সদস্য হন; বা
- (৭) পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হন; বা
- (৮) সরকারি, অধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত কোনো টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন; বা
- (৯) কোনো কোম্পানী বা গ্রুপ অব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে থাকেন; বা
- (১০) মটরযান, স্থান, আবাসন বা অন্য কোনো সম্পত্তি পারস্পরিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো যৌথ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন; বা
- (১১) কোনো লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রের মালিক হন:

- (১) কোনো ব্যক্তি যাহার ধারা ২৫১ মোতাবেক করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর গ্রহণে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে।
- (২) আয়কর রিটার্ন দাখিল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হইবে না-
- (ক) মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; বা
- (খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়; বা
- (গ) ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, সুপারঅ্যানুয়েশন তহবিল, শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং পেনশন তহবিল; বা
- (ঘ) কোনো অনিবাসী, অনিবাসী সাধারণ ব্যক্তি ব্যতীত, যার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নেই; বা
- (ঙ) কোনো অনিবাসী সাধারণ ব্যক্তি যার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি নেই; বা
- (চ) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে।
- (৩) কোনো অনিবাসী বাংলাদেশী তাহার রিটার্নের ভিত্তিতে করদায়ের ব্যাংক ড্রাফটসহ আয়কর রিটার্ন নিকটস্থ বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করিতে পারিবেন এবং মিশন উহার দাপ্তরিক সিলসহ উক্ত রিটার্নের একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করিবে এবং রিটার্নটি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৫৫। সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল—

- (১) প্রত্যেক ব্যক্তিশ্রেণির করদাতা আবশ্যিকভাবে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন যদি উক্ত ব্যক্তি-
- (ক) আয়বর্ষের শেষ তারিখে ৪০ লাখ টাকার অধিক মোট সম্পত্তির মালিক হন; বা
- (খ) আয়বর্ষের যেকোনো সময় কোনো মটরযানের মালিক হন; বা
- (গ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে গৃহ সম্পত্তি বা এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেন; বা
- (ঘ) আয়বর্ষের কোনো সময়ে বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হন; বা
- (ঙ) আয়বর্ষের কোনো সময়ে, চিকিৎসা বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যতীত, ব্যক্তিগতভাবে বিদেশ ভ্রমণ করেন; বা
- (চ) কোনো আয়বর্ষে তার মোট আয় ১০ লাখ টাকা অতিক্রম করে; বা
- (ছ) কোনো কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হন।
- (২) প্রত্যেক ব্যক্তিশ্রেণির নিবাসী বাংলাদেশি করদাতা তাহার আয়কর রিটার্নে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।
- (৩) প্রত্যেক ব্যক্তিশ্রেণির অনিবাসী বাংলাদেশি করদাতা তাহার আয়কর রিটার্নে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।

- (৪) প্রত্যেক ব্যক্তিশ্রেণির অ-বাংলাদেশি করদাতা তাহার আয়কর রিটার্নে বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিবেন।
- (৫) কোনো ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পদ ও দায়ের বিবরণী পূরণ বাধ্যতামূলক না হইলেও, তিনি স্বেচ্ছায় সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৬) কোনো ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার সম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা নাবালক সন্তানের সম্পদ ও দায়ের বিবরণীও দাখিল করিতে হইবে যদি তাহাদের পৃথক টিআইএন না থাকে।
- (৭) উপ-কর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো আয়বর্ষের জন্য সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে বলিতে পারিবেন, যদি-
 - (ক) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল না করে থাকেন; বা
 - (খ) করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য উক্ত সম্পদ ও দায়ের বিবরণী আবশ্যিক।

১৫৬। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল।—

- (১) প্রত্যেক ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাকে আয়কর রিটার্নে আবশ্যিকভাবে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল করিতে হইবে, যদি-
 - (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির আয় ৫ লাখ টাকার অধিক হয়; বা
 - (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের কোনো সময় উক্ত ব্যক্তি মটরযানের মালিকানা লাভ করেন; বা
 - (গ) উক্ত ব্যক্তি ব্যবসা হইতে কোনো আয় করেন; বা
 - (ঘ) উক্ত ব্যক্তি কোনো কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হন; বা
 - (ঙ) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহ সম্পত্তি বা এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেন।
- (২) উপ-কর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল করিতে বলিতে পারিবেন, যদি-
 - (ক) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যয় বিবরণী দাখিল না করে থাকেন; বা
 - (খ) করদাতার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের করদায় নির্ধারণের জন্য উক্ত ব্যয় বিবরণী আবশ্যিক।

১৫৭। আয়কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি।-

- (১) বোর্ড নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি প্রদান করতঃ নির্ধারিত তফশিলসমূহ, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদিসহ আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।
- (২) কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হইতে কোনো আয় প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি আয়কর রিটার্নের সহিত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী এবং উক্ত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত লাভ ক্ষতি এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাখ্যাসহ একটি পৃথক পরিগণনা পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

- (৩) কোনো আয়বর্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন রয়েছে এরূপ কোনো সত্তার ক্ষেত্রে, ধারা ২২৬ এর অধীন আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিবরণী আবশ্যিক।
- (৪) আয়কর রিটার্ন নিম্নোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে-
- (ক) কোনো ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার ক্ষেত্রে, করদাতা স্বয়ং; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক, এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাভাবিক কার্য করিতে অপারগ হইলে, তাহার অভিভাবক কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক;
- (খ) অবিভক্ত কোনো হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কার্য করিতে অপারগ হইলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক;
- (গ) কোনো কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক;
- (ঘ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, এর যে কোনো অংশীদার কর্তৃক;
- (ঙ) অন্যকোনো সংঘের ক্ষেত্রে, সংঘের কোনো সদস্য বা মুখ্য কর্মকর্তা কর্তৃক; এবং
- (চ) অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক;

১৫৮। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল।—

- (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কোনো রিটার্ন, বিবৃতি, আবেদন বা দলিল কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে উক্ত রিটার্ন, বিবৃতি, আবেদন বা দলিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক, কম্পিউটারে পাঠযোগ্য বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য ফরমে ও পদ্ধতিতে দাখিল করিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি শ্রেণি বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির আয়ের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করিতে পারবে।

১৫৯। আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়।—

- (১) প্রত্যেক করদাতাকে আয়কর রিটার্ন কর দিবসে বা এর পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।
- (২) কোনো সরকারি কর্মকর্তা উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেষণে বা ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য লিয়েনে নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বাইরে থাকিলে, তার বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের তিন মাসের মধ্যে তিনি অনুরূপ প্রেষণ বা ছুটি বা লিয়েনের মেয়াদকালীন সময়ের জন্য এক বা একাধিক রিটার্ন একসঙ্গে দাখিল করিবেন।
- (৩) কোনো করদাতা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনের প্রেক্ষিতে, উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় করদিবস হইতে ৬০ দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং পরবর্তীতে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে অনধিক ৬০ দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১৬০। রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ।—

- (১) উপ-কর কমিশনার ধারা ১৫৯ এর উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যেকোনো সময়, কোনো ব্যক্তিকে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তার আয়ের রিটার্ন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি-
- (ক) ধারা ১৫৪ এর অধীন উক্ত ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হয়; বা
- (খ) উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হইয়াছে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা ২১ দিনের কম হইবে না, অথবা উপ-কর কমিশনার যেরূপ অনুমোদন করিবে সে রূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

১৬১। বিলম্ব সুদ।—

- (১) কোনো করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য নির্ধারিত কর দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, অন্যকোনো প্রকার করদায় ক্ষম্ন না করে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মোট আয়ের উপর নির্ধারিত কর এবং পরিশোধিত অগ্রীমকরসহ উৎসে কর্তৃত্ব করের পার্থক্যের উপর মাসিক দুই শতাংশ (২%) হারে বিলম্ব সুদ প্রদান করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলম্ব সুদ, কর দিবস সমাপ্তির অব্যহতি পরবর্তী প্রথম দিবস হইতে নিম্নবর্ণিত তারিখ পর্যন্ত হিসাব করিতে হইবে:
- (ক) রিটার্ন দাখিল করা হইলে, রিটার্ন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত;
- (খ) রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, নিয়মিত কর নির্ধারণ তারিখ পর্যন্ত।
- (৩) এই ধারার অধীন বিলম্ব সুদ পরিগণনার মেয়াদ ১ বছরের অধিক হইবে না এবং ধারা ১৫৯ এর উপ-ধারা (২) প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো করদাতার জন্য এই ধারার অধীন বিলম্ব সুদ পরিশোধযোগ্য হইবে না।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্যে “মোট আয়ের উপর নির্ধারিত কর” বলিতে বুঝাইবে-
- (ক) যেক্ষেত্রে রিটার্নটি ধারা ১৬৮ এর অধীন কর নির্ধারণ সাপেক্ষে, সেক্ষেত্রে যদি ধারা ১৬৮ এর অন্যকোনো উপ-ধারার অধীন নির্ধারনকৃত কর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারনকৃত কর অপেক্ষা অধিক হয়, তবে উক্ত অধিক কর;
- (খ) যেক্ষেত্রে ধারা ১৬৮ অধীন রিটার্নটির কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়নি, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক মোট আয়ের উপর নির্ধারনকৃত কর।

১৬২। রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা এর পূর্বে আয়কর ও সারচার্জ পরিশোধ সংক্রান্ত।—

- (১) ধারা ১৫৪, ১৬০, ১৬৫, ১৭৮, ১৮০ বা ২০০ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করিতে হইবে।
- (২) পরিশোধযোগ্য কর ক-খ নিয়মে পরিগণনা করিতে হইবে যেখানে-
- ক = রিটার্নের ভিত্তিতে বা ধারা ১৫১ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতা প্রদেয় কর, যেটি অধিক হয়;
- খ = এই আইনের অংশ ৫ এর বিধানাবলি অনুসারে উৎসে পরিশোধিত কর বা অগ্রীম কর।

- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত অর্থ নিয়মিত কর নির্ধারণের পর করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কর হিসাবে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।
- (৪) কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৬৩। উৎস করের রিটার্ন।—

- (১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এই আইনের অংশ ৫ এর বিধানাবলির অধীন কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত করের রিটার্ন দাখিল করিবেন:

- (ক) কোম্পানী;
- (খ) ফার্ম;
- (গ) ব্যক্তিসংঘ;
- (ঘ) আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা
- (ঙ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;
- (চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা;
- (ছ) ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা;
- (জ) বিশ্ববিদ্যালয়;
- (ঝ) বেসরকারি হাসপাতাল;
- (ঞ) ক্লিনিক;
- (ট) ডায়গনস্টিক সেন্টার,
- (ঠ) আন্তর্জাতিক কারিকুলাম অনুসরণে শিক্ষা প্রদানকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুল, এবং
- (ড) সমবায় সমিতি;

- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন-

- (ক) করদাতা যে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের আওতাধীন তার নিকট দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট বিবরণ ও তথ্যাদি এবং তফসিল, বিবৃতি, হিসাব, পরিশিষ্ট বা দলিলাদি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে;
- (গ) ধারা ১৫৭ এর উপ-ধারা (৪) তে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদন করিতে হইবে,
- (ঘ) নিম্নবর্ণিত তারিখের মধ্যে কোনো অর্থবছরের অর্ধ-বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে:

রিটার্ন দাখিলের সময়	দাখিলকৃত রিটার্ন দ্বারা কর কর্তনের আবৃত সময়কাল
----------------------	---

১ জুলাই হইতে ৩১ জুলাই পর্যন্ত	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ১ জানুয়ারি হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত উৎসে কর্তিত কর বা সংগৃহীত কর
১ জানুয়ারি হইতে ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত	অর্থ বছরের ১ জুলাই হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎসে কর্তিত কর বা সংগৃহীত কর:

- (৩) উপ-কর কমিশনার এই ধারার অধীন রিটার্ন দাখিলের সময় নির্ধারিত তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনের) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।
- (৪) বোর্ড সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইলেকট্রনিক, যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে, ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৬৪। যৌথ এখতিয়ার।—

রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ এবং উহার প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ইস্যুকরণ সম্পর্কিত উপ-কর কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি যুগপৎভাবে যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ বা সম্পাদনের নিমিত্ত বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

১৬৫। সংশোধিত রিটার্ন দাখিল।—

- (১) ধারা ১৫৪ বা ১৬০ অনুসারে রিটার্ন দাখিলের পর রিটার্নে কোনো উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হইলে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয় নাই সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়নের সর্বশেষ তারিখের অনূন্য ছয় মাস পূর্বে অথবা প্রথমবার ধার্যকৃত শুনানীর তারিখে পূর্বে, যেটি আগে ঘটে, সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে করদাতার কর নির্ধারণ ধারা ১৬৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হইয়াছে সেক্ষেত্রে ধারা ১৬৮ অনুযায়ী সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে।
- (৪) ধারা ২০০ এর অধীন করদাতার নিকট সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের জন্য বলা হইলে নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী।
- (৫) ধারা ১৬৮ সাপেক্ষে, কোনো করবর্ষের কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইলে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে না।

১৬৬। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল।—

- (১) কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৫৭ এর বিধানসমূহ বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশনা অনুসরণ না করিলে উক্ত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অসম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নটি অসম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নকে অসম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করার কারণ উল্লেখপূর্বক করদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি, যাচাইকরণ, বিবৃতি বা দলিলাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিলের নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হন, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল তা এমনভাবে বাতিল বা অকার্যকর হিসাবে বিবেচনা করা হইবে যেন তা দাখিল করা হয়নি।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করে, সেক্ষেত্রে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন তা দাখিলের তারিখে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- (৫) কেবল প্রাপ্তি স্বীকারের কারণে রিটার্নটি সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর নির্ধারণের জন্য তথ্য উপস্থাপন

১৬৭। হিসাব, দলিলাদি, ইত্যাদি উপস্থাপন।—

- (১) উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, এই আইনের ধারা ১৫৪, ১৬৫ বা ১৬৬ এর অধীন আয়কর রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন বা যাহার নিকট রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করা হইয়াছে এরকম কোনো করদাতার রিটার্ন নিরীক্ষা কার্যক্রম বা কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইতে পারে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অনধিক ৩ বছর পূর্বের এরূপ হিসাব, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-কর কমিশনার নোটিশে উল্লিখিতরূপে যেকোনো হিসাব, বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড বা এর কোনো অংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।
- (৩) কোনো হিসাব, বিবৃতি, দলিল, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বা উহার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।
- (৪) এই ধারায়-
 - (ক) “রিটার্ন” অর্থে সংশোধিত রিটার্ন অন্তর্ভুক্ত হইবে;
 - (খ) “তথ্য” অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত “উপাত্ত” অন্তর্ভুক্ত হইবে;
 - (গ) “ইলেকট্রনিক রেকর্ড” এবং “ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস” অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এবং (৭) এ সংজ্ঞায়িত “ইলেকট্রনিক রেকর্ড” এবং “ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস” অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ৮

প্রথম অধ্যায়

অডিট এবং কর নির্ধারণ

বিভাগ ১

সাধারণ বিধান

১৬৮। স্বনির্ধারণী।—

- (১) কোনো করদাতা অংশ ৭ এ উল্লিখিত শর্তাবলি ও সময় অনুসারে এবং ধারা ১৬২ এর বিধান অনুসারে কর পরিশোধ করিয়া করদাতা সনাক্তকরন নম্বর (টিআইএন) উল্লেখপূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিল করিলে, উপ-কর কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোনো কর্মকর্তা তাকে একটি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্রটি উপ-কর কমিশনারের কর নির্ধারণী আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।
- ২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নটি উপ-কর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রসেস করিবেন, যথা:-
- (ক) দাখিলকৃত রিটার্নে কোনো গাণিতিক ত্রুটি অথবা উক্ত রিটার্নে বা রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত কোনো বিবৃতি বা দলিলাদিতে বিদ্যমান কোনো তথ্যের আলোকে কোনো অশুদ্ধ দাবি পরিলক্ষিত হইলে তা সমন্বয়পূর্বক আয় পরিগণনা করিতে হইবে;
- (খ) এই আইনের অধীন প্রদেয় কর এবং অন্যকোনো অংক দফা (ক) এর ভিত্তিতে পরিগণনা করিতে হইবে; এবং
- (গ) উৎস করসহ পরিশোধিত অগ্রিম কর এবং এই আইনের অধীনে পরিশোধিত কর ক্রেডিট প্রদান করিয়া প্রদেয় বা প্রত্যর্পণযোগ্য কর নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৩) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে আয়, কর বা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অংকের পরিমাণের সহিত উপধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত অংকের পার্থক্য হইলে উপ-কর কমিশনার নিম্নরূপে করদাতাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন-
- (ক) রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে পরিগণিত আয়, কর, প্রত্যর্পণযোগ্য কর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংবলিত পরিগণনা পত্র নোটিশের সহিত সংযুক্ত করিয়া পার্থক্যের পরিমাণ করদাতাকে অবহিত করিবেন;
- (খ) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন প্রসেস প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত অতিরিক্ত দায় বা প্রত্যর্পণ হ্রাস সম্পর্কে লিখিতভাবে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান করিবেন; এবং
- (গ) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাকে নিম্নরূপ সুযোগ প্রদান করিবেন-

- (অ) নোটিশে উল্লিখিত পার্থক্য নিরসনক্রমে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার; এবং
- (আ) উক্ত প্রসেসের ফলে প্রদেয় কর এবং অন্যান্য প্রদেয় অংক পরিশোধ করিবার।
- (৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার-
- (ক) নিম্নলিখিত সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নব্বই দিনের মধ্যে সংশোধিত রিটার্নের গ্রহণপত্র প্রেরণ করিবেন-
- (অ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর বিধান অনুসারে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে;
- (আ) প্রসেসের ফলশ্রুতিতে এই আইনের অধীন প্রদেয় কোনো কর বা অন্যান্য অংক সংশোধিত রিটার্ন জমাকালে বা তার পূর্বে পরিশোধ করা হইয়াছে; এবং
- (ই) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত পার্থক্যটির রিটার্নে যথোচিত সুরাহা হইয়াছে;
- (খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত কোনো শর্ত পূরণ করা না হইলে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ার পর, আয়, কর, প্রত্যর্পণযোগ্য কর বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংবলিত পরিগণনা পত্রসহ একটি দাবির নোটিশ জারী করিতে হইবে;
- (গ) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দফা (খ) তে উল্লিখিত দাবির নোটিশ জারী করিতে হইবে।
- (৫) উপধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের পর, করদাতার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় নিম্নোক্ত কোনো কারণে এই আইনের অধীনে প্রদেয় কর বা অন্যান্য অংক কম পরিশোধ বা পরিগণনা করা হইয়াছে তবে তিনি উপ-কর কমিশনারের নিকট সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন-
- (ক) করদাতার কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে আয় কম পরিমাণে প্রদর্শন; বা
- (খ) রেয়াত, অব্যাহতি বা ক্রেডিট অতিরিক্ত পরিমাণে প্রদর্শন; বা
- (গ) অন্যকোনো কারণ;
- (৬) উপ-কর কমিশনার নিম্নোক্ত দফা (ক) এবং (খ) তে উল্লিখিত শর্তাদি পরিপালিত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে উপ-ধারা (৫) এর অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন-
- (ক) সংশোধনের প্রকৃতি এবং ভুলের কারণ উল্লেখপূর্বক রিটার্নের সহিত লিখিত বক্তব্য সংযুক্ত করে;
- (খ) সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সময় বা তৎপূর্বে -
- (অ) কর এবং অন্যান্য অংক যাহা কম পরিশোধ করা হইয়াছিল বা কম পরিগণনা করা হইয়াছিলো উহা সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইলে; এবং
- (আ) উপ-দফা (অ) তে উল্লিখিত অংকের উপর প্রতি মাসে দুই শতাংশ (২%) হারে সুদ পরিশোধিত হইলে;
- (৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের তারিখ হইতে একশত আশি দিন উত্তীর্ণ হইবার পর অথবা ধারা ১৬৯ অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচিত হইলে এই ধারার অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাইবে না।

- (৮) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন বা উপ ধারা (৫) এর অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের তারিখ হইতে বারো মাস উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপ ধারা (৩) এর অধীন কোনো নোটিশ জারী করা যাইবে না।
- (৯) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক মূলধনের উৎসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি করদাতা-
- (ক) করমুক্ত স্তরসীমা অতিক্রম করিয়া আয় প্রদর্শন করে এবং যা ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত প্রারম্ভিক মূলধনের বিশ শতাংশের (২০%) নিম্নে নয়;
- (খ) রিটার্ন দাখিলকালে বা তার পূর্বে অন্যকোনো প্রযোজ্য অংকসহ ঐ আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করে।
- (১০) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
- (ক) "রিটার্নে বা রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত কোনো বিবৃতি বা দলিলাদিতে বিদ্যমান কোনো তথ্যের আলোকে কোনো অশুদ্ধ দাবি " অর্থ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে এরূপ কোনো দাবি, যা কোনো রিটার্ন বা কোনো বিবরণী বা দাখিলকৃত দলিলাদি হইতে উদ্ভূত-
- (অ) কোনো আইটেম, যা অন্যকোনো সমজাতীয় এন্ট্রির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বা অন্যকোনো আইটেম, যা রিটার্নের কোনো বিবরণী বা দলিলাদির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ; অথবা
- (আ) কোনো কর্তন, অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট যেক্ষেত্রে অনুমোদিত আইনগত সীমার আর্থিক পরিমাণ, অনুপাত বা ভগ্নাংশ হিসাবে নির্ধারিত কোনো কর্তন অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট সীমাকে অতিক্রম করে;
- (খ) "নিয়মিত করহার" অর্থ কর অব্যাহতি প্রদান বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদন ব্যতীত প্রযোজ্য করহার।

১৬৯। রিটার্ন অডিট।—

- (১) বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ, ধারা ১৬৮ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নসমূহ হইতে যেকোনো সংখ্যক রিটার্ন অডিটের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করিতে পারিবে এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের উদ্দেশ্যে রিটার্ন নির্বাচন এবং অডিট নিষ্পন্নের উদ্দেশ্যে বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় পূর্ণাঙ্গ অডিট নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।
- (৩) প্রতিটি অডিট কার্যক্রম কর নির্ধারণী আদেশ প্রণয়ন এবং দাবির নোটিশ জারীর মাধ্যমে সমাপ্ত হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন নির্বাচন করা যাইবে না, যথা-

- (ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন ব্যতীত, এইরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন যাহাতে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষে নিরূপিত মোট আয় অপেক্ষা অন্তত ১৫% (পনের শতাংশ) বেশি আয় প্রদর্শন করা হয়; এবং
- (খ) উক্তরূপ রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন-
 - (অ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করা হইলে;
 - (আ) উক্ত বৎসরে দান প্রাপ্তি প্রদর্শন না করা হইলে;
 - (ই) অংশ ৬ এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের কোনো আয় প্রদর্শন না করা হইলে; অথবা
 - (ঈ) কোনো প্রত্যর্পন প্রদর্শন বা সমন্বয় না করা হইলে; এবং
- (গ) করদাতা ধারা ১৬৩ এবং ১৮৩ এর বিধানাবলি অনুসরণ করেছেন।
- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
 - (ক) "নিয়মিত করহার" অর্থ কর অব্যাহতি প্রদান বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদন ব্যতীত প্রযোজ্য করহার।
 - (খ) ১৫% (পনের শতাংশ) এর অধিক মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে এবং এর অব্যবহিত পূর্বের করবর্ষের সমধর্মী আয়ের উৎস বিবেচনা করিতে হইবে।

১৭০। রিটার্নের ভিত্তিতে উপ কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ।—

- (১) এই ধারা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:-
 - (ক) করদাতা কর্তৃক ধারা ১৫৪ এর অধীন কোনো রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে; এবং
 - (খ) উক্তরূপ রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অসম্পূর্ণ নয়।
- (২) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার সন্তুষ্ট হন যে, করদাতার কর নির্ধারণ বা করদায় পরিগণনা করার জন্য করদাতার উপস্থিতি বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ প্রয়োজন নাই, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত করদাতার কর নির্ধারণ করিবেন:
 - (ক) উক্ত রিটার্ন ধারা ১৫৯ এ উল্লিখিত তারিখে বা পূর্বে দাখিল করিতে হইবে;
 - (খ) প্রদেয় কর রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে;
 - (গ) উক্ত রিটার্নে কোনো ক্ষতি বা সর্বশেষ নিরূপিত আয় হইতে কম আয় প্রদর্শন করা হয়নি, বা উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হইলে এর ফলশ্রুতিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ করিতে হইবেনা;
 - (ঘ) উক্ত রিটার্নে করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখ করা হইয়াছে।

- (৩) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কোনো করদাতার কর নির্ধারণের জন্য করদাতার উপস্থিতি বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করেন, উপ-কর কমিশনার উক্তরূপ ব্যক্তিকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিবেন যে, তাকে-
- (ক) নোটিশে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে, নিজে বা অনুমোদিত প্রতিনিধি দ্বারা, উপ-কর কমিশনারের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে; অথবা
- (খ) নোটিশে উল্লিখিত রিটার্নের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে করদাতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালন করেন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু করিবেন।
- (৫) উপ-কর কমিশনার করদাতার কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াকালে অধিকতর শুনানি বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ চাইতে পারিবেন।
- (৬) উপ-কর কমিশনার শুনানি অন্তে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে বা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ করদাতাকে অবহিত করিবেন।
- (৭) করদাতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, উপ-কর কমিশনার ধারা ১৭১ এর অধীন সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করিবেন।

১৭১। সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ।—

- (১) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে করদাতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করা হইবে, যথা:-
- (ক) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬০ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং ধারা ১৬৫ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন নাই;
- (খ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ১৫৫, বা ১৫৬, বা ১৬৭ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন;
- (গ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন।
- (২) প্রাপ্ত তথ্য ও বিষয়াদি বিবেচনা করার পর এবং মামলার আইনি ও বাস্তব দিকগুলির যথাযথ মূল্যায়নের পর সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ করা হইবে।
- (৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কর নির্ধারণী আদেশটিতে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ প্রতিফলিত থাকবে।
- (৪) উপ-কর কমিশনার লিখিতভাবে বা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সর্বোত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তা করদাতাকে অবহিত করিবেন।

১৭২। সাময়িক কর নির্ধারণ।—

- (১) উপ-কর কমিশনার কোনো আয়বর্ষে করদাতার মোট আয়ের উপর সাময়িক কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
- (২) সাময়িক কর নির্ধারণ নিম্নবর্ণিত সময়ে করা হইবে, যথা:-
- (ক) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের যেকোনো সময়ে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে;
- (খ) যেক্ষেত্রে কর দিবসে বা কর দিবসের পূর্ববর্তী কোনো দিবসে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের রিটার্ন জমা করা হয় নাই।
- (৩) সাময়িক কর নির্ধারণ নিম্নলিখিত ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইবে, যথা:-
- (ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, রিটার্নের ভিত্তিতে এবং হিসাব ও দলিলাদি, যদি থাকে, তৎসহ;
- (খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত ক্ষেত্রে, কোনো সহজলভ্য তথ্য বা উপাদান এবং উপ-কর কমিশনারের সর্বোত্তম বিচারের ভিত্তিতে।
- (৪) এই ধারার অধীন সাময়িক কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) রিটার্ন, হিসাব এবং দলিলাদির কোনো গাণিতিক ত্রুটি সংশোধন;
- (খ) রিটার্ন, হিসাব এবং দলিলাদি হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ধারা ৬২ এবং ৬৩ এর অধীন জের টানা কোনো ক্ষতি বা অবচয় ভাতা।
- (৫) পরিশোধ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাময়িক কর নির্ধারণের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এরূপে বিবেচিত হইবে যেনো তা নিয়মিত কর নির্ধারণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে।
- (৬) এই ধারার অধীন করদায় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অংক ক্রেডিট প্রদান করা হইবে-
- (ক) কোনো কর যা উৎসে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে;
- (খ) পরিশোধিত কোনো অগ্রিম কর।
- (৭) যেক্ষেত্রে সাময়িক কর নির্ধারণের মাধ্যমে কর দাবির বিপরীতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে একই করবর্ষের জন্য নিয়মিত কর নির্ধারণের অধীন প্রদেয় কর পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণে করের ক্রেডিট প্রদান করা হইবে।
- (৮) এই ধারার অধীনে কোনো সাময়িক কর নির্ধারণের কারণে কৃত কাজ বা সংস্কৃতা বা ক্ষতিগ্রস্ততা উহার নিয়মিত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উত্থাপিত কোনো সমস্যা নিরসনকল্পে গৃহীত উদ্যোগকে অগ্রাহ্য করবে না।
- (৯) এই ধারার অধীনকৃত সাময়িক কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলবে না।

১৭৩। উৎস কর রিটার্ন অডিট।—

- (১) কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, উপ-কর কমিশনার ধারা ১৬৩ এর অধীন দাখিলকৃত উৎস কর রিটার্ন হইতে কতিপয় রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করিবেন।

- (২) নির্বাচিত উৎস কর রিটার্নের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উপ-কর কমিশনার অডিট পরিচালনা করিবেন, যথা:-
- (ক) এই আইনের অংশ ৫ এবং তদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিতে বর্ণিত হারে, পরিমাণে এবং পদ্ধতিতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে কী না;
- (খ) সংগৃহীত বা কর্তনকৃত কর সরকারের হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে কী না, বা নির্ধারিত সময়ে এবং পদ্ধতিতে প্রদান করা হইয়াছে কী না;
- (গ) কর কর্তন বা সংগ্রহের সনদপত্রভিত্তিতে ফার্ম কর্তৃক প্রদেয় কর দায় এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে; এবং
- (ঘ) অতঃপর, ফার্মের প্রত্যেক অংশীদারের আয়ের পরিমাণের বিভাজন করা হইবে।
- (৩) যেখানে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো হিসাবে দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ) বা (গ) তে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার নিরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারা ১৩১, ১৩২ এবং ২৫৩ সহ এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের উদ্দেশ্যে রিটার্ন নির্বাচন এবং অডিট নিষ্পন্নের উদ্দেশ্যে বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় পূর্ণাঙ্গ অডিট নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।
- (৫) রিটার্ন দাখিলের পর চার বছর উত্তীর্ণ হইয়াছে এরূপ কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাইবে না।

বিভাগ ২
বিশেষ বিধান

১৭৪। ফার্মের কর নির্ধারণ।-

কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে-

- (ক) প্রথমে ফার্মের মোট আয় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অতঃপর মোট আয়ের ভিত্তিতে করদায় নিরূপণ করিতে হইবে।
- (খ) পরবর্তীতে করপরবর্তী আয় অংশীদারদের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করিতে হইবে।

১৭৫। ফার্মের গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।-

- (১) কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের সময় যদি দেখা যায় যে, এর গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন হইয়াছে তা হইলে কর নির্ধারণকালে নূতনরূপে গঠিত ফার্মের কর নির্ধারণ করা হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিরূপিত কোনো করবর্ষের আয় ফার্মের অংশীদারদের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে, উক্ত আয়বর্ষে যেসব অংশীদার আয়ের অংশ প্রাপ্তির অধিকারী সেসব অংশীদারদের মধ্যে আয় বিভাজন করিতে হইবে; এবং যখন কোনো অংশীদারের উপর ধার্যকৃত কর তার নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব হইবে না তখন উহা কর নির্ধারণকালে গঠিত ফার্ম থেকে আদায় করা হইবে।
- (৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইবে, যথা:-
 - (ক) যেক্ষেত্রে অংশীদারদের নিজ নিজ শেয়ারে বা তাদের মাঝে কয়েকজনের শেয়ারে পরিবর্তন হইলেও সকল অংশীদার বর্তমান থাকেন, বা;
 - (খ) যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক অংশীদারের মালিকানার বিলোপ অথবা এক বা একাধিক অংশীদারের নূতন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সাধিত পরিবর্তন সত্ত্বেও ফার্মে এক বা একাধিক মূল অংশীদার বর্তমান থাকে।

১৭৬। উত্তরাধিকারি নতুন ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।-

যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের সময় দেখা যায় যে, কর নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট ফার্মের উত্তরসূরী হিসাবে নতুন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং যার কর নির্ধারণ ধারা ১৭৫ দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে ধারা ১৭৭ এর অধীনে ব্যবসার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কর নির্ধারণী বিধানের আলোকে পূর্বসূরী ফার্ম এবং উত্তরসূরী ফার্ম এর জন্য পৃথক কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

১৭৭। মৃত্যু ব্যতীত অন্যকোনোভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায়ের কর নির্ধারণ।-

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে মৃত্যু ব্যতীত অন্যকোনোভাবে কোনো ব্যক্তি অন্যকোনো ব্যক্তির কোনো ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হয় সেক্ষেত্রে-
 - (ক) যে বছরে উত্তরাধিকার লাভ হইয়াছে সে বছরে উত্তরাধিকার লাভের পূর্বের সময়কালের জন্য পূর্বসূরীর কর নির্ধারণ হইবে, এবং

- (খ) উত্তরাধিকার লাভ হওয়ার পরবর্তী সময়ের জন্য উত্তরসূরীর কর নির্ধারণ হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাই বলা হোক না কেন, যদি পূর্বসূরী পাওয়া না যায়, তবে যে বছরে উত্তরাধিকার লাভ হইয়াছে সে বছর বা তার পূর্বের বছরসমূহের জন্যেও উত্তরসূরীর কর নির্ধারণ করা হইবে, এবং এই আইনের যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ হইবে।
- (৩) যদি কোনো ব্যবসায়ের আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কোনো অংক পূর্বসূরীর নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত অংক উত্তরসূরীর নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এবং উত্তরসূরী পুনরুদ্ধারকৃত অংক পূর্বসূরীর নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করার অধিকারী হইবেন।

১৭৮। বন্ধ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।—

- (১) ধারা ১৭৬ এর বিধান ব্যতিরেকে, যেখানে কোনো অর্থবর্ষে কোনো ব্যবসা বন্ধ হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বছরের কর নির্ধারণ করা যাইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়বর্ষের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সে আয়বর্ষের শুরু হইতে যে তারিখে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সে সময়কালের জন্য আয় পরিগণনা করা হইবে।
- (৩) কোনো অর্থবছরে কোনো ব্যবসা বন্ধ হইলে তা ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পনের দিনের মধ্যে উপ-কর কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং নোটিশের সহিত আয়বর্ষ শেষের তারিখ হইতে যে তারিখে ব্যবসা বন্ধ হইয়াছে সে সময়কাল পর্যন্ত আয়ের রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে। এক্ষেত্রে উক্ত সময়কালের আয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বছরই করবর্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এর নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতায় উপ-কর কমিশনার ব্যবসা বন্ধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোনো অংক জরিমানা হিসাবে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন। তবে এই জরিমানার অংক অব্যবহিত পূর্বের করবর্ষের করের অংকের চেয়ে বেশি হইবে না।
- (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার-
- (ক) যে ব্যক্তির কর নির্ধারণ হইবে তার;
- (খ) ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যবসা বন্ধের সময় যিনি ফার্মের অংশীদার ছিলেন তার; এবং
- (গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তার;
- উপর নোটিশ জারি করিয়া কমপক্ষে সাত দিন সময় দিয়ে ধারা ১৫৪ অনুসারে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবরণী এবং তথ্যসহ নোটিশে বর্ণিত বিবরণী, রেকর্ড এবং দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া রিটার্ন দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন।
- (৬) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৫) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশ ধারা ১৬০ এর নোটিশ হিসেবে গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধানাবলী যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ হইবে।

১৭৯। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।—

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে নির্ধারিত কোনো হিন্দু পরিবারকে হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে বিবেচনা করা হইবে, যে পর্যন্ত না, উক্ত পরিবারের পক্ষ হইতে এই ধারার অধীন উক্ত পরিবারের বিভক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

- (২) যেখানে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কর নির্ধারণের সময়, উক্ত পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক দাবি করা হয় যে, উক্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি বিভাজন ঘটেছে, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত পরিবারের সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদানের পর উহার তদন্ত করিবেন।
- (৩) তদন্ত সমাপ্তির পর, উপ-কর কমিশনার যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি বিভাজিত হইয়াছে কিনা তার তদন্তলব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যদি কোনো বিভক্তি থাকে তবে কোন্ তারিখে উক্ত পরিবার বিভক্ত হইয়াছে তৎসংক্রান্ত তথ্য রেকর্ড করিবেন।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, অবিভক্ত পরিবারের বিভাজন কোনো আয়বর্ষের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সংঘটিত হয়, অবিভক্ত পরিবারের আয়বর্ষের মোট আয় এরূপভাবে নির্ধারণ করা হইবে যেন কোনো বিভাজন সংঘটিত হয়নি; এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বা দলের প্রত্যেক সদস্য যে করের জন্য পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত পরিবারের নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবে।
- (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, অবিভক্ত পরিবারের বিভাজন কোনো আয়বর্ষের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, বিভাজনের তারিখের পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত পরিবারের মোট আয় এরূপভাবে নির্ধারণ করা হইবে যেন কোনো বিভাজন সংঘটিত হয়নি; এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বা দলের প্রত্যেক সদস্য যে করের জন্য পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত পরিবারের উক্ত সময়কালের নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের জন্য যৌথভাবে বা পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবে।
- (৬) এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কর নির্ধারণ সম্পন্ন হওয়ার পর উপ-কর কমিশনার আবিষ্কার করেন যে, উক্ত পরিবারের বিভাজন ইতোমধ্যে কার্যকর হইয়াছে, তা হইলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নিকট হইতে কর পুনরুদ্ধারযোগ্য হইবে, বিভাজনের পূর্বে পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যগণ প্রত্যেকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ হইবে।
- (৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের কোনো সদস্য বা দলের পৃথক দায়বদ্ধতা তার বা বরাদ্দকৃত বিভাজিত পরিবারের সম্পত্তির অংশ অনুসারে পরিগণনা করা হইবে।
- (৮) এই ধারার বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত পরিবারের বিভাজনের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময়ের জন্য কোনো জরিমানা, সুদ, দণ্ড বা অন্যকোনো অংক আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৮০। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।-

- (১) ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-কর কমিশনার নিম্নরূপে বাংলাদেশে কাজ করিবার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির যিনি চলতি অর্থবর্ষে বা এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অল্প সময় পর বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের কোনো ইচ্ছা নাই, উক্ত বছরের মোট আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) যদি পূর্বে তাহার কর নির্ধারণ হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে আয়বর্ষে আয় নিরূপিত হইয়াছে তা সমাপ্ত হওয়ার পর হইতে যে সম্ভাব্য তারিখে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবেন উক্ত সময়কালের; এবং

- (খ) যদি পূর্বে তাহার কর নির্ধারণ না হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ত্যাগের সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানকালীন পূর্ণ মেয়াদের জন্য;
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিম্নোক্তভাবে কর নির্ধারণ করা হইবে-
- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের আওতাধীন প্রত্যেকটি পূর্ণ আয়বর্ষের ক্ষেত্রে, যথাসময়ে কর নির্ধারণ করা হইলে যে হারে কর আরোপ হইত সে হার প্রযোজ্য হইবে;
- (খ) সর্বশেষ সমাপ্ত আয়বর্ষের পর প্রস্থানের সম্ভাব্য তারিখের মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে যে অর্থবর্ষে এরূপ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে সে অর্থবছরে বলবৎ হারে এবং উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সময়কালের জন্যে অর্থ বছরকেই করবর্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।
- (৩) এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ মর্মে নোটিশ জারী করিবেন যেন নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যা সাত দিনের নিম্নে নয়, দাখিল করা আবশ্যিক-
- (ক) ধারা ১৫৪ এর অধীনে রিটার্ন, যে ফরমে এবং যে নিয়মে প্রতিপাদনপূর্বক দাখিল করার বিধান আছে সে ফরমে ও পদ্ধতিতে নোটিশে বর্ণিত অন্যান্য বিবরণাদি প্রতিপাদনপূর্বক সংযোজন করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদে প্রতিটি পূর্ণ আয়বর্ষের মোট আয় সংবলিত রিটার্ন; এবং
- (খ) প্রতিটি পূর্ণ আয়বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার পর হইতে তার বাংলাদেশ ত্যাগ করার সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে মোট আয়ের একটি প্রাক্কলন।
- (৪) কর নির্ধারণের জন্য উপ-ধারা (৩) এর অধীনের নোটিশটি এই আইনের সকল বিধান যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করিয়া ধারা ১৬০ এর নোটিশ প্রদানের পদ্ধতিতে প্রদান করিতে হইবে।
- (৫) যে সকল ক্ষেত্রে ধারা ২০০ এর অধীনে নোটিশ প্রদানে উপ-কর কমিশনারকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে এমন কোনো কর নির্ধারণ এড়িয়ে যাওয়া আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ এড়িয়ে যাওয়া কোনো আয়ের কর নির্ধারণ উপ-কর কমিশনার এই ধারার অধীন করিতে পারিবেন না।

১৮১। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় কর নির্ধারণ।—

- (১) কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে, তার আইনগত প্রতিনিধি এই আইনের অধীন প্রদেয় কোনো কর বা অন্যকোনো অর্থ প্রদানের জন্য সেইরূপে দায়বদ্ধ হইবেন যেইরূপে উক্ত মৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করিলে দায়বদ্ধ হইতেন; এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি, করদাতা বলিয়া গণ্য হইবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধিকে করদাতা হিসাবে গণ্য করবার পূর্বে উক্ত বিষয়ে উপ-কর কমিশনার আইনগত প্রতিনিধির নিকট নোটিশ প্রেরণ করিবেন।
- (২) মৃত ব্যক্তির আয় নির্ধারণ ও কর আদায়ের উদ্দেশ্যে,-
- (ক) মৃত্যুর পূর্বে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম আইনগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে ঐ কার্যক্রম যে পর্যায়ে ছিল সে পর্যায় হইতেই চলমান থাকবে; এবং

- (খ) জীবিত থাকাকালে ঐ মৃতের ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম নেওয়া যেত আইনগত প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও একই কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে, এবং এই আইনের সকল বিধান যতদূর সম্ভব তার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।
- (৩) এই আইনের অধীন আইনগত প্রতিনিধির দায় কেবল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দায় নিরসনের সক্ষমতা পর্যন্ত সীমিত থাকবে।
- (৪) এই ধারা এবং অন্যান্য ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মৃত ব্যক্তির অধিকার, স্বার্থ এবং দায়বদ্ধতা জড়িত থাকিলে "আইনগত প্রতিনিধি" বলতে নির্বাহক, প্রশাসক এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পরিচালনাকারী যেকোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অংশ ৯
সময়ের সীমাবদ্ধতা

১৮২। কর নির্ধারণের সীমাবদ্ধতা।-

- (১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর-
- (ক) ধারা ১৬৯ এর অধীন অডিটের ফলশ্রুতিতে প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কর বছরে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা সমাপ্তির দুই বছরের মধ্যে;
- (খ) ধারা ২২৩ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট কর বছরে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা সমাপ্তির তিন বৎসরের মধ্যে; অথবা
- (গ) ধারা ১৫৯ অনুসারে নির্ধারিত সময়ে রিটার্ন দাখিল না করার ক্ষেত্রে যে কর বছরে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে;
- (ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত কর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে কর বছরে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে।
- (২) ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করা হইলে যে বছরে ধারা ২০০ এর অধীন নোটিশ জারি করা হয়েছে তা সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে কর নির্ধারণ করা যাবে।
- (৩) এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সময় সীমিত হইবে, ধারা ২০১, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৮২ বা ২৮৩ এর অধীন আদেশে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ বা নির্দেশনার ফলে বা তা কার্যকর করিতে করদাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য প্রণীত আদেশ বা কর নির্ধারণ, যা কিছুই হউক না কেন, বা ফার্মের ক্ষেত্রে ফার্মের জন্য প্রণীত কর নির্ধারণের ফলশ্রুতিতে ফার্মের অংশীদারের জন্য প্রণীত কর নির্ধারণ প্রণয়ন করিতে হইবে, যে তারিখে উক্ত আদেশ অবহিত করা হয়েছে তার ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং এরূপ সংশোধিত আদেশ পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে করদাতাকে অবহিত করিতে হইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর নির্ধারণী আদেশ সেট এসাইড করা হয় সেক্ষেত্রে যে তারিখে উক্ত আদেশ অবহিত করা হয় সে তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে কর নির্ধারণ করিতে হইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে ধারা ২০১, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৮২ বা ২৮৩ এর অধীন কোনো আদেশের মাধ্যমে কোনো করবর্ষের জন্য করদাতার কোনো আয় মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইলে অন্যকোনো করবর্ষের উক্ত আয়ের কর নির্ধারণ, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সেই আদেশের অন্তর্গত কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ এর ফলে, বা কার্যকর করার লক্ষ্যে, করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।
- (৬) যেক্ষেত্রে ধারা ২০১, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৮২ বা ২৮৩ এর অধীন কোনো আদেশের মাধ্যমে কোনো আয় কোনো ব্যক্তির মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তা অন্য ব্যক্তির আয় হিসাবে ধার্য হয়েছে, সেক্ষেত্রে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শেষোক্ত ব্যক্তির উক্তরূপ আয়ের কর নির্ধারণ উক্ত আদেশের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ এর ফলে, বা তা কার্যকর করার লক্ষ্যে, করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

- (৭) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে উপ-কর কমিশনার উল্লিখিত কোনো আদেশ বা নির্দেশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে উপ-কর কমিশনারের উক্তরূপ ব্যর্থতা অসদাচরণ মর্মে বিবেচিত হইবে।

অংশ ১০
তথ্য সংগ্রহ

প্রথম অধ্যায়

স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য উপস্থাপন

১৮৩। বেতন পরিশোধ এবং বেতনভোগী কর্মীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত তথ্য।—

- (১) কোনো বেতনভোগী কর্মীকে অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি "কর্মসংস্থান হইতে আয়" এর অধীন আয়ের শ্রেণিভুক্ত খাতে অর্থ প্রদান করলে তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ে বিবরণী আকারে উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।
- (২) প্রত্যেক কর্মচারী প্রত্যেক বছরের এপ্রিলের পনেরতম দিনের মধ্যে নিয়োগকারীর নিকট নিম্নলিখিত তথ্য দাখিল করিবেন, যথা:-
 - (অ) নাম, পদবী এবং করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর;
 - (আ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের তারিখ;
 - (ই) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত দাখিলকৃত আয়ের রিটার্নের উপর প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর।
- (৩) কোনো প্রাপককে অর্থ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি "কর্মসংস্থান হইতে আয়" এর অধীন আয়ের শ্রেণিভুক্ত খাতে অর্থ প্রদান করিলে উহা প্রত্যেক বছরের এপ্রিলের ত্রিশতম দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপক সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যসহ একটি বিবৃতি নির্ধারিত কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:-
 - (অ) নাম, পদবী এবং করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর;
 - (আ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের তারিখ;
 - (ই) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত দাখিলকৃত আয়ের রিটার্নের উপর প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহাই বলা হোক না কেন, সরকার কর্তৃক প্রদেয় বেতন ভাতাদির ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৮৪। সুদ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য।—

গ্রহীতার আয় হিসাবে গণ্য এরূপ কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিট প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ও এ সংক্রান্ত বিবরণী নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ে দাখিল করিবেন।

১৮৫। লভ্যাংশ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য।—

প্রত্যেক কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সত্যায়ন করে লভ্যাংশ পরিশোধের বিবরণী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ে উপস্থাপন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ

১৮৬। এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা অন্যান্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।—

এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীর প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রেখে, আয়কর কর্তৃপক্ষ এই অধ্যায়ে বর্ণিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৮৭। তথ্য তলবের ক্ষমতা।—

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড বা কোনো উপ-কর কমিশনারের নিম্নে নহে এমন যেকোনো কর্তৃপক্ষ লিখিত নোটিশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে, এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে, এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই আইনের অধীন কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে যেরূপ তথ্য প্রয়োজন মনে করিবেন সেদৃপে তথ্য তলব করিতে পারিবেন।

(২) উপ-কর কমিশনারের নিম্নে নহে এরূপ কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীনে অনিষ্পন্ন কোনো তদন্ত সম্পর্কিত বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এরূপ তথ্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত নোটিশ দ্বারা অথবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে, এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তথ্য তলব করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কমিশনারের অধঃস্তন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যাংক কোম্পানির নিকট হইতে কোনো তথ্য তলব করিতে পারিবেন না।

১৮৮। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য প্রদান।—

(১) বোর্ড গেজেট প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে যেকোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সত্তাকে যেকোনো শ্রেণির ব্যক্তির সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয় এবং লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমন যেকোনো প্রকার তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোর্ড বা অন্যকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদানের জন্য আদেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বলিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) বোর্ডে সিস্টেমে ডেটা আপলোডকরণ;

(খ) বোর্ডের ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে ডেটা শেয়ার;

(গ) অভিপ্রেত সিস্টেমে ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক প্রবেশের কর্তৃত্ব প্রদান।

১৮৯। ব্যবসায়িক রেকর্ড পরিদর্শনের ক্ষমতা।—

যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন কোনো তদন্ত সম্পর্কিত বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এরূপ যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োজনে যেকোনো ব্যবসায়িক রেকর্ডের কপি সংগ্রহ বা কপি প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবেন।

১৯০। আয়ের উৎস অনুসন্ধানের ক্ষমতা।—

যদি কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন কার্যক্রম তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে উক্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির আয়ের উৎস সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্যাদির অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং আয়ের উৎস সম্পর্কিত তথ্য ও রেকর্ডের কপি সংগ্রহ বা কপি সংগ্রহে বাধ্য করিতে পারিবেন।

১৯১। অনুসন্ধান ও তদন্ত।—

- (১) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ, এই আইনের আওতায় কর নির্ধারণযোগ্য বা তার বিবেচনায় কর নির্ধারণের আওতাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্যকোনো ব্যক্তির বিষয়ে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে পারিবেন অথবা উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা এরূপ অনুসন্ধান ও তদন্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো তথ্য বা আয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো দলিলাদি সরবরাহ করা বা সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশিত সময় ও স্থানে তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে বলিতে পারিবেন।
- (২) বোর্ড এই ধারার অধীন অনুসন্ধান ও তদন্তের লক্ষ্যে পরিপালনীয় একটি ম্যানুয়াল প্রস্তুত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
জরিপ, তল্লাসী ও জব্দ

১৯২। জরিপের ক্ষমতা।—

- (১) এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির কর সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা জরিপের উদ্দেশ্যে বোর্ড বা কর কমিশনার কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে ব্যবসা পরিচালিত হয় বা ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে আয় হয় এরূপ যেকোনো স্থানে বা প্রাঙ্গনে গমনের ও জরিপের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।
- (২) আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থানে প্রবেশ করিবে, যথা:-
 - (ক) যদি উক্ত স্থানে ব্যবসাটি পরিচালিত হয়, তাহইলে কেবল যে সময়ে উক্ত স্থান ব্যবসার জন্য খোলা থাকে;
 - (খ) অন্যকোনো ক্ষেত্রে, কেবল সূর্যোদয়ের পরে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।
- (৩) উক্ত স্থানে প্রবেশ করে, আয়কর কর্তৃপক্ষ-
 - (ক) আয় সম্পর্কিত যে রেকর্ড তার কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে সে রেকর্ডে পরিদর্শনের চিহ্ন প্রদান করতঃ তা হইতে সারাংশ বা কপি সংগ্রহ;
 - (খ) তদ্ব্যতিরিক্ত পরিদর্শনকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড কারণ রেকর্ডপূর্বক জন্মকরণ/ হেফাজতে গ্রহণ;
 - (গ) নগদ, অর্থ জমা বা মূল্যবান সামগ্রীসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ;
 - (ঘ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রাসঙ্গিক হইলে কোনো ব্যক্তিকে শপথ পূর্বক তার বিবৃতি পরীক্ষা;
 - (ঙ) অন্যকোনো প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।
- (৪) প্রত্যেক মালিক, বেতনভোগী কর্মী বা অন্যকোনো ব্যক্তি যিনি কোনো ব্যবসা পরিচালনা, বা কোনো ব্যক্তি যিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ কোনো স্থান বা প্রাঙ্গনে বসবাস করেন, নিম্নরূপে উক্তরূপ কর্তৃক বা ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা করিবে, যথা:-
 - (ক) কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে-
 - (অ) আয় সংক্রান্ত রেকর্ড পরিদর্শন ও প্রবেশ করা, অথবা
 - (আ) এরূপ স্থান বা প্রাঙ্গনে প্রাপ্ত নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যকোনো মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষণ; এবং
 - (খ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বা প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ।
- (৫) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রমের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- (৬) এই ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ, প্রবেশকৃত স্থান বা প্রাঙ্গণ হইতে কোনো নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু অপসারণ করিবে না।
- (৭) আয়কর কর্তৃপক্ষ কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে এই ধারার অধীন হেফাজতে জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড এক মাসের অধিক সময়ের জন্য তার নিকট রাখিবে না।

- (৮) পরিদর্শক ব্যতীত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের, ধারা ৩০০ এর উপ-ধারা (১) এর প্রয়োগের সকল ক্ষমতা থাকবে, যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পাদনে অপারগ হয় বা অমান্য করে,-
- (ক) হিসাবপত্র বা অন্যান্য দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;
- (খ) কোনো নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু যাচাই-বাছাই বা পরীক্ষা করবার অনুমতি প্রদান;
- (গ) কোনো তথ্য প্রদান; বা
- (ঘ) রেকর্ড বা বিবৃতি প্রদান।
- (৯) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো স্থান বলিতে বুঝাবে-
- (ক) যা উক্ত ব্যবসার প্রধান স্থান;
- (খ) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (খ) তে উল্লিখিত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, নগদ, স্টক-ইন-ট্রেড বা মূল্যবান সামগ্রী, বা ব্যবসা বা কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট; বা
- (গ) আয় সংক্রান্ত কোনো রেকর্ড যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে এই আইনের অধীন পরিপালিত বা পরিপালনের যোগ্য উৎসে কর কর্তন, বা উৎসে কর সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট; অথবা
- (ঘ) যেক্ষেত্রে এইরূপ কোনো কার্যকলাপ সম্পন্ন হয় যা ব্যবসার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১৯৩। তল্লাশী ও জব্দ করার ক্ষমতা।—

- (১) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত উপ-ধারাসমূহে নির্ধারিতরূপে কোনো ব্যক্তির তথ্য তল্লাশী এবং জব্দকরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন যদি বোর্ড বা তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে-
- (ক) কোনো ব্যক্তি, যার নিকট এই আইনের অধীন কোনো সমন বা নোটিশের মাধ্যমে আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সরবরাহ বা উপস্থাপন করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি তা সরবরাহ বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; অথবা
- (খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত ব্যক্তি কর্তৃক আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সরবরাহ বা উপস্থাপনের সম্ভাবনা নাই; অথবা
- (গ) এই আইনের অধীন কোনো সমন বা নোটিশ জারিকরণ বা উপস্থাপনের জন্য আয় সম্পর্কিত কোনো রেকর্ড প্রস্তুতের কারণে, উক্তরূপ আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ প্রস্তুত বা উপস্থাপনের ব্যর্থ হইয়াছে বা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- (২) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ, সহকারী কর কমিশনার পদবীর নিম্নে নন, এরূপ কোনো কর্মকর্তাকে (অতঃপর "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" মর্মে উল্লিখিত), এই ধারার অধীন তল্লাশী ও জব্দ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন।
- (৩) বলবৎ অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,-
- (ক) যেকোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমানে প্রবেশপূর্বক, যেক্ষেত্রে সন্দেহ করার কারণ রয়েছে সেক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বা হেফাজতে রক্ষিত কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু তল্লাশী করিতে পারিবেন।
- (খ) কোনো দরজা, বাস্তু, লকার, সেফ, আলমারি বা অন্যকোনো আধার খোলার চাবি পাওয়া না গেলে প্রবেশ বা তল্লাশীর উদ্দেশ্যে তা ভেঙে উন্মুক্তকরণ;
- (গ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে তল্লাশী যিনি কোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমান হইতে বের হইয়াছেন, বের হওয়ার উপক্রম করেছে, বা ভিতরে রয়েছে, যদি তার সম্পর্কে

- এরূপ সন্দেহ করার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি তার হিসাব, নথি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং সিস্টেম, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যকোনো মূল্যবান সামগ্রী গোপন করেছে;
- (ঘ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড অর্থ, মূল্যবান ধাতু গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বিষয়াদি তল্লাশীর ফলে পাওয়া গেলে তা জব্দকরণ;
- (ঙ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ডে সনাক্তকরণ চিহ্ন স্থাপন বা ইলেকট্রনিক সংখ্যা প্রদান বা তার সারাংশ তৈরি বা তৈরির উদ্যোগ বা তার কপি প্রস্তুতকরণ;
- (চ) উক্তরূপ অর্থ, মূল্যবান ধাতব পিণ্ড, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা জিনিসপত্রের নোট তৈরি বা তালিকা প্রস্তুতকরণ; এবং
- (ছ) ইলেকট্রনিক রেকর্ড এবং সিস্টেমে সংরক্ষিত তথ্য, ছবি বা কোনো উপাত্ত উদ্ধারকরণ অথবা পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা ভেঙে প্রবেশকরণ বা আয় সংক্রান্ত তথ্য কপি বা বিশ্লেষণকরণ।
- (৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল বা কোনো একটি উদ্দেশ্যে তাকে সহায়তা করার জন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কোনো পেশাদার বিশেষজ্ঞের সহায়তা চাইতে পারিবেন; এবং সেবা চাইতে পারিবেন; এবং এইরূপে সহায়তা চাওয়া হইলে উক্তরূপ কর্মকর্তা বা পেশাদার বিশেষজ্ঞের কর্তব্য হইবে চাহিত সহায়তা প্রদান করা।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু জব্দ করা সম্ভব নয়, এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশের মাধ্যমে তার মালিক বা কোনো ব্যক্তি যিনি তার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকেন তাকে এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন যে তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহা অপসারণ, বিচ্যুতকরণ বা অন্যকোনোভাবে বন্দোবস্ত করিবেন না; এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশ পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত মালিক বা কোনো ব্যক্তি যদি এই উপ-ধারার বিধানসমূহ মানতে ব্যর্থ হন এবং যদি মূল্যবান ধাতু, গহনা, মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু স্থানান্তর করেন, বা তা অপসারণ, বিচ্যুতকরণ বা অন্যকোনোভাবে বন্দোবস্ত করা হয়; তাহাইলে এরূপ মালিক বা ব্যক্তিকে, উপ-কর কমিশনার মালিক হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন করখেলাপী হিসাবে গণ্য করা হইবে।

- (৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তল্লাশীর বা জব্দের সময়, কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু পরীক্ষার সময় এবং কোনো ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় শপথ নিয়েছেন এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা প্রমাণে ব্যবহার করা যাবে।
- (৭) যেক্ষেত্রে কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা বস্তু তল্লাশীর সময় কোনো ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে এরূপ বিবেচনা করা যাবে যে-
- (ক) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড, অর্থ, মূল্যবান ধাতু, গহনা, বস্তু বা সামগ্রী উক্ত ব্যক্তির স্বত্ত্বভুক্ত;
- (খ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ডের বিষয়বস্তু সত্য; এবং
- (গ) এরূপ কোনো হিসাব বহি বা দলিলাদিতে প্রদত্ত স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর সে ব্যক্তির স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর হিসাবে পরিগণিত হইবে যার স্বাক্ষর বা হস্তাক্ষর হওয়া উচিত।
- (৮) যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো আয় সম্পর্কিত রেকর্ড জব্দ করা হয়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে তার উপস্থিতিতে বা তদ্ব্যবস্থায় নিয়োজিত

অন্যকোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে উক্তরূপ কপি করিতে হইবে বা তার নিকট হইতে সারাংশ গ্রহণ করা যাবে।

- (৯) বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-
- (ক) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি সংক্রান্ত;
- (খ) প্রবেশাধিকার নাই এইরূপ কোনো ভবন, স্থান, জাহাজ, যানবাহন বা বিমানে অনুসন্ধানের জন্য মুক্ত প্রবেশাধিকার; এবং
- (গ) জন্মকৃত মালামালের নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য; এবং
- (ঘ) এই ধারার অধীনে তল্লাসী ও জন্মকরণ সম্পর্কিত অন্যকোনো বিষয়।
- (১০) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা, তল্লাসী ও জন্মকরণ সংক্রান্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, এই উপ-ধারার অধীন Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
- (১১) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "কার্যক্রম" শব্দটির অর্থ এই আইনের অধীনে কোনো বৎসরের কোনো কার্যক্রম যা এই ধারার অধীন কোনো তল্লাসীর জন্য অনুমোদিত তারিখে অনিষ্পন্ন বা উক্ত তারিখে বা এর পূর্বেই সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং এই আইনের অধীন সকল কার্যক্রম যা কোনো বছরে এরূপ তারিখের পরে আরম্ভ হইয়াছে তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯৪। জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড উপ-কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর।—

- (১) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপ-কর কমিশনার পৃথক ব্যক্তি হন তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত আয় সংক্রান্ত রেকর্ড, তা যে তারিখে রেকর্ড করা হয় উক্ত তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপ-কর কমিশনারকে পৃথক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে, যদি যে ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো হিসাব বহি বা দলিলাদি জন্ম করা হয় সেই ব্যক্তির উপর অনুমোদিত কর্মকর্তার কোনো কর্তৃত্ব না থাকে।
- (২) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপ-কর কমিশনার একই ব্যক্তি হন, তবে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ যে তারিখে জন্ম করা হয় উক্ত তারিখে তা উপ-কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।
- (৩) যখন কোনো ব্যক্তির আয় সম্পর্কিত রেকর্ড অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে জন্ম করা হয় সেক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ জন্মকৃত বিষয়বস্তু উক্ত ব্যক্তির উপর কর্তৃত্বসম্পন্ন উপ কমিশনারের নিকট তা জন্ম করার তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হস্তান্তর করিবেন।

১৯৫। জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণের সময়সীমা।—

- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডসমূহ জন্ম হওয়ার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের বেশি সময়ের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংরক্ষণে রাখবেন না।
- (২) তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বর্ধিত সময়সীমা পর্যন্ত আয় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণে রাখতে পারিবেন এবং তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো

বৎসরে এই আইনের অধীন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি বর্ধিত করিবে না।

- (৩) ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত আয় সম্পর্কিত রেকর্ডের আইনগত অধিকারী কোনো ব্যক্তি, সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্তরূপ সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন, এবং বোর্ড, আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ আদেশ জারি করিবে।

১৯৬। জন্মকৃত সম্পদের ব্যবস্থা।-

- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত কোনো অর্থ, মূল্যবান ধাতু গহনা বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বা জিনিস (অতঃপর সম্পদ মর্মে উল্লিখিত), উপ-কর কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত উপ-ধারাতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (২) উপ-কর কমিশনার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং অতঃপর সম্পদ জন্মের নব্বই দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন,-
- (ক) অপ্রদর্শিত আয় সম্পর্কে আনুমানিক হিসাব করিবেন অপ্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে আয়সহ, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংক্ষেপে তার বিবেচনায় সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- (খ) প্রদেয় অংক পরিগণনা, যা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সমষ্টি হইবে, যথা:-
- (অ) দফা (ক) এর প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রদেয় কর এবং অন্যকোনো অংক ; এবং
- (আ) এরূপ ব্যক্তির যে বিদ্যমান যে কর দায়ের জন্য করখেলাপী অথবা করখেলাপী হিসাবে বিবেচিত সেই কর দায় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অংক।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ৯০ (নব্বই) দিন সময় গণনাকালে, এই ধারার অধীন নির্ধারিত কোনো সময়সীমা কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার কারণে কোনো কার্যধারা বহির্ভূত থাকবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে মোট আয় এবং কর দায় পরিগণনার নিমিত্ত জন্মকৃত সম্পত্তি বা তার অংশ কোনো আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ, যা প্রয়োজ্য, উক্ত ব্যক্তির যে আয়বর্ষেরসাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ জন্ম করা হইয়াছে উক্ত বৎসরের হিসাবে বিবেচনা করিতে পারিবেন।
- (৫) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর অধীনে কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, উপ-কর কমিশনার, উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৫) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো অর্থ পরিশোধ করে বা সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে জন্মকৃত সম্পদ ছাড় বা তাহার নিকট উপযুক্ত মর্মে বিবেচিত এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।
- (৬) যেক্ষেত্রে উপ ধারা (৩) এর অধীন পরিশোধ, পরিশোধের জন্য কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা, গ্রহণ করা হয় না -
- (ক) উক্ত ব্যক্তি অপরিশোধিত পরিমাণ কর প্রদানের জন্য করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং
- (খ) ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত পরিমাণ সম্পত্তি যা করের অনাদায়ী অংশের আদায়ে জন্য যথেষ্ট সেই পরিমাণ সম্পদ উপ-কর কমিশনার হেফাজতে রাখতে পারিবেন।

- (৭) যদি উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ১৯৩ এর অধীন জন্মকৃত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা অন্যকোনো ব্যক্তির দখলভুক্ত হয়, তবে তিনি এই ধারার অধীন উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই ধারার সকল বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।
- (৮) যে কোনো ব্যক্তি যাকে উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে, তিনি যদি সংক্ষুব্ধ হন, তাহাইলে কর কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন, এবং কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

১৯৭। অধিকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থা।-

- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৯৬ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন সংরক্ষণকৃত সম্পদ কেবল অর্থ হয়, বা আংশিক পরিমাণ অর্থ হয় এবং অন্যান্য অংশ হয় অন্যান্য সম্পদ, সেক্ষেত্রে-
- (ক) উপ-কর কমিশনার প্রথমে এই উপ-ধারার অধীন দায়ী করদাতা হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তির অনাদায়ী পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য এই অর্থ ব্যবহার করিবেন; এবং এরূপ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে সে পরিমাণ অর্থ দায়মুক্ত হইবে; এবং
- (খ) যেক্ষেত্রে, দফা (ক) এর অধীন অর্থ ব্যবহারের পর, উল্লিখিত পরিমাণের যে পরিমাণ অংশ অবশিষ্ট থাকে, উপ-কর কমিশনার ট্যাক্স রিকোভারি কর্মকর্তার মাধ্যমে অর্থ নয় এইরূপ কোনো অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট অনাদায়ী অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন; এতদুদ্দেশ্যে তার এই আইনের অধীন কর পুনরুদ্ধারকারীর ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর কোনো ধারা ১৯৬ এর উপ-ধারা উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত কোনো কিছুই করদাতার নিকট হইতে এই আইনের অধীন যে কোনো উপায়ে পাওনা আদায়ের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।
- (৩) ধারা ১৯৬ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত দায় পরিশোধের পর কোনো সম্পদ বা প্রাপ্তি অবশিষ্ট থাকলে অবিলম্বে যার নিকট হইতে সম্পদের হেফাজত নেওয়া হয়েছিল তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শুনানির জন্য তলব

১৯৮। শপথ, ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা।—

- (১) কোনো মামলা বিচার করার জন্য জন্ম দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫নং আইন) এর অধীন আদালত কে যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার, কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, কমিশনার (আপিল) এবং আপিলাত ট্রাইব্যুনাল এর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সেই একই ক্ষমতা থাকবে, যথা:-
- (ক) উদঘাটন ও পরিদর্শন;
- (খ) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি বাধ্যকরণ এবং শপথ গ্রহণ বা ঘোষণাপূর্বক তাকে পরীক্ষা করা;
- (গ) আয় সম্পর্কিত রেকর্ড (সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের দলিলাদিসহ) উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং
- (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন গঠন করা।
- (২) কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপ-কর কমিশনার কোনো তফসিলি ব্যাংকের কোনো কর্মচারীকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করার বা উক্ত ব্যাংকের আয় সংশ্লিষ্ট দলিলাদি উপস্থাপনে বাধ্য করার জন্য এই ধারার অধীন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যেকোনো কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তার নিকট উপস্থাপিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট দলিলাদি জব্দ করিতে এবং যেরূপ উপুক্ত মনে করিবেন সেদৃশ মেয়াদের জন্য আটক রাখতে পারিবেন।
- (৪) উপ-কর কমিশনার-
- (ক) কারণ রেকর্ড না করে আয় সম্পর্কিত কোনো দলিলপত্র আটক করিবেন না; অথবা
- (খ) চীফ কমিশনার বা কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, আয় সম্পর্কিত কোনো দলিলপত্র তার নিকট ১৫ দিনের বেশি (ছুটির দিন বাদ দিয়ে) আটক রাখিবেন না।
- (৫) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৮৭ ও ২২২ তে বর্ণিত অর্থানুসারে এবং ধারা ১৯১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিচারিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হইবে।

১৯৯। সংজ্ঞা।—

এই অংশে-

- (ক) 'তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ' অর্থ-
- (অ) বোর্ড;

- (আ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল;
- (ই) মহাপরিচালক, কর পরিদর্শন অধিদপ্তর
- (ঈ) কর কমিশনার
- (উ) বোর্ড বা কর কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ;
- (খ) 'আয় সম্পর্কিত রেকর্ড' অর্থ কোনো হিসাব বই, দলিলাদি, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম।

অংশ- ১১

রাজস্ব ফাঁকি পুনরুদ্ধার

২০০। কর ও অন্যান্য অংক পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া।-

- (১) যদি কোনো অডিট, কর নির্ধারণ বা এই আইনের আওতায় গৃহীত কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বা অন্যকোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্রে, উপ-কর কমিশনারের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোনো করদাতা কোনো করবর্ষে এই আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অংকের পরিশোধ এড়িয়ে গেছেন, তাহলে উপ-কর কমিশনার উক্ত করদাতাকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে নোটিশ জারী করে:-
- (ক) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য আয়কর রিটার্ন এবং প্রযোজ্য বিবরণী ও দলিলাদি দাখিল করিতে বলিবেন; এবং
- (খ) যে পরিমাণ কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে তা রিটার্ন দাখিলের সময় বা তার পূর্বে পরিশোধের জন্য বলিবেন।
- (২) উপ-কর কমিশনার-
- (ক) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হইলে, রিটার্নের একটি গ্রহণ পত্র প্রেরণ করিবেন, যথা:-
- (অ) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে এবং উক্ত উপ-ধারার বিধান অনুসরণপূর্বক রিটার্ন দাখিল করিলে;
- (আ) রিটার্ন দাখিলের সময়ে বা তার পূর্বে যে অংকের পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে তা পরিশোধ করিলে; এবং
- (ই) যে ইস্যুর জন্য কর পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে তা সুস্পষ্টভাবে রিটার্নে উল্লেখ করিলে;
- (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত শর্তসমূহের যেকোনো একটি পূরণ করা না হইলে ধারা ১৭০ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১৭১ এর অধীন কর নির্ধারণে অগ্রসর হইবেন।
- (৩) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবেন, যেক্ষেত্রে
- (ক) ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান পরিপালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে; অথবা
- (খ) এই আইনের অন্য যেকোনো বিধানের অধীন সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণ সম্পন্ন করা হইয়াছে।
- (৪) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করিতে পারেন —
- (ক) সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল ও কোনো কর নির্ধারণ করা না হইলে, যেকোনো সময়;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষ সমাপ্তির ৪ বছরের মধ্যে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন কোনো বিধানের আওতায় কোনো করবর্ষে নতুন করে কর নির্ধারণ করা হইলে, যে করবর্ষে নতুন করে কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, সে বছর সমাপ্তির পর হইতে এ ধারায় বর্ণিত মেয়াদকাল গণনা শুরু হইবে।

- (৫) কর নির্ধারণ বা এই আইনের অধীন অন্যকোনো কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ কর নির্ধারণ বা অন্যকোনো কার্যক্রম কোনো মেয়াদের জন্য স্থগিত রাখলে, উক্ত মেয়াদ গণনা হইতে বাদ যাবে।
- (৬) উপ-ধারা (৪) এ যা কিছু থাকুক না কেন, কোনো কর নির্ধারণ বা কোনো আদেশ নাকচ, সেট-এসাইড, বাতিল বা সংশোধন করা হইলে, কার্যক্রমের যে স্তরে উক্ত রদ, নাকচ, বাতিল বা সংশোধন করা হয়েছিল তার পরবর্তী স্তর হইতে সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করিতে পারবেন, এবং এই আইনের কোনো বিধান অনুসারে ইতোমধ্যে জারিকৃত কোনো নোটিশ, পুনঃজারি অথবা ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন, বিবরণী বা অন্যকোনো তথ্য পুনঃসরবরাহ বা পুনঃদাখিল করার প্রয়োজন হইবে না।
- (৭) ইতোমধ্যে কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ কোনো করদাতার সংশ্লিষ্ট করবর্ষের উপ-ধারা (২) এর আওতায় কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত নোটিশে উল্লিখিত ইস্যুসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হইবে।
- (৮) কোনো করবর্ষে উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছে কেবল এ কারণে উক্ত করবর্ষের জন্য এই ধারার অধীন কার্যক্রম গ্রহণে উপ-কর কমিশনারকে নিষেধ করবে না।
- (৯) এই ধারায়-
- (ক) এই আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অংকের পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে বলিতে বুঝাইবে, যদি-
- (অ) কোনো আয় বা তার অংশ বিশেষের কর নির্ধারণ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে; অথবা
- (আ) আয়ের পরিমাণ কম প্রদর্শন করা হইয়াছে; অথবা
- (ই) রিটার্নে অতিরিক্ত লোকসান, বিয়োজন, ভাতা বা ছাড় দাবি করা হইয়াছে; অথবা
- (ঈ) কোনো আয়ের তথ্য গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন মাধ্যমে বা ধারা ১৫৫ বা ধারা ১৫৬ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে কোনো সম্পদ, দায় বা ব্যয়ের তথ্য গোপন বা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করার মাধ্যমে করদায় বা অন্যকোনো অংকের দায় কম প্রদর্শন বা নিরূপন করা হইয়াছে; অথবা
- (উ) করযোগ্য আয় কম নিরূপিত হইয়াছে, বা প্রকৃত কর হার অপেক্ষা কম হারে আয়ের উপর কর আরোপিত হইয়াছে; অথবা
- (ঊ) করযোগ্য আয়কে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় হিসেবে বিবেচনা করা হইয়াছে; অথবা
- (ঋ) অত্যাধিক ছাড় বা লোকসান বা অবচয় ভাতা বা এই আইনের আওতায় অন্যকোনো ভাতা অনুমোদন করে আয় নিরূপন করা হইয়াছে; অথবা
- (এ) ভিত্তি কম ধরার কারণে এই আইনের আওতায় প্রদেয় কর বা অন্যান্য প্রদেয় অংক কম পরিগণিত বা পরিশোধিত হইয়াছে।

(খ) সংশ্লিষ্ট করবর্ষ হইল এরূপ করবর্ষ, যার ক্ষেত্রে এই আইনের আওতায় কোনো করদাতা কর্তৃক প্রদেয় কোনো অংক পরিশোধ এড়িয়ে যাওয়া হইয়াছে।

২০১। **ক্রটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনার বা পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনারের ক্ষমতা।—**

- (১) পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার, যদি মনে করেন যে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ক্রটিপূর্ণ এবং তা রাজস্ব স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে তিনি এই আইনের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের রেকর্ড তলব ও পরীক্ষা করিতে পারবেন এবং করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে এবং যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেদৃষ্টে তদন্ত করার বা করানোর পর পরিস্থিতির নিরিখে তার বিবেচনায় যেরূপ আদেশ প্রদান ন্যায়সঙ্গত হইবে, সেদৃষ্টে আদেশ জারি করাসহ কর নির্ধারণী আদেশ পরিবর্তন বা পরিবর্তন বা বাতিল করে নতুন ভাবে কর নির্ধারণ করার জন্য আদেশ জারি করিতে পারবেন।
- (২) কোনো উর্ধ্বতন আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ৩২৬ এর অধীন উপ-কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।
- (৩) কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে ৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা সংশোধনের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা যাবে না।
- (৪) ধারা ২০০ এর কোনো কিছুই, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই ধারার অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণকে বাবিত করবে না।
- (৫) এই ধারায় কোনো আদেশ ক্রটিপূর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে যদি কমিশনার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার মনে করেন যে,-
 - (ক) আদেশে আয়ের খাত ভুল হইয়াছে; অথবা
 - (খ) আদেশ জারির ক্ষেত্রে, এই আইনের কোনো বিধানের ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; অথবা
 - (গ) যাচাই করার আবশ্যিকতা থাকা সত্ত্বেও কোনোরূপ যাচাই না করে আদেশ জারি করা হইয়াছে; অথবা
 - (ঘ) দাবীকৃত ছাড়ের বিষয়ে কোনোরূপ তদন্ত না করে ছাড় মেনে আদেশ জারি করা হইয়াছে; অথবা
 - (ঙ) আদেশে বোর্ড কর্তৃক ধারা ৩২৪ এর অধীন জারিকৃত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা পরিপালন বা অনুসরণ করা হয় নাই; অথবা
 - (চ) রেকর্ড হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, আদেশটি ক্রটিপূর্ণ।

অংশ ১২

বকেয়া আদায়, প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

প্রথম অধ্যায়

বকেয়া কর আদায়

২০২। দাবীর নোটিশ।—

- (১) এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের ফলে কোনো পরিমাণ কর প্রদেয় হইলে উপ-কর কমিশনার, উক্ত করদাতার বরাবর (কর পরিশোধের জন্য দায়ী অন্যকোনো ব্যক্তিও এর অর্ন্তভুক্ত হইবে) কর নির্ধারণী আদেশের একটি কপিসহ উক্ত প্রদেয় করের পরিমাণ, পরিশোধের সময়সীমা এবং পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফর্মে একটি দাবীর নোটিশ জারি করিবেন।
- (২) এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে কোনো পরিমাণ কর ফেরতযোগ্য হইলে উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত নোটিশে করদাতার নিকট ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ এবং তাকে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যদি না ধারা ২১৩ এর বিধান অনুসারে এরূপ ফেরৎ বকেয়া করের বিপরীতে সমন্বয় হয়।
- (৩) করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করে উপ-কর কমিশনার কোনো প্রত্যর্পণ সমন্বয় করিবেন না।
- (৪) যে করদাতার উপর উপ-ধারা (১) এর অধীনে দাবীর নোটিশ জারী করা হইয়াছে, তিনি নোটিশে বর্ণিত পরিশোধের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে এবিষয়ে উপ-কর কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে, উপ-কর কমিশনার মামলার পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক যেসকল প্রয়োজন মনে করিবেন সেসকলে পরিশোধের সময়সীমা বর্ধিত করিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিলম্ব সুদ পরিশোধের শর্তসহ কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত দাবীর নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (৩) অধীনে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধ করা না হইলে করদাতাকে খেলাপী করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে।
- (৬) করদাতা আরোপিত কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে অথবা উল্লিখিত করের পরিমাণের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে আপীল পেশ করিলে, আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপ-কর কমিশনার করদাতাকে খেলাপী করদাতা হিসেবে গণ্য করিবেন না।
- (৭) করদাতাকে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের অনুমতি প্রদান করা হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করদাতা যদি কোনো একটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তবে তাকে ঐ দিনে অনাদায়ী অর্থের জন্য এবং অন্যান্য কিস্তি বা কিস্তিসমূহের জন্য খেলাপী করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং যে কিস্তিটি পরিশোধে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন উক্ত কিস্তি পরিশোধের জন্য ধার্য্য দিনই অবশিষ্ট সকল কিস্তি পরিশোধ করার কথা ছিল মর্মে গণ্য করা হইবে।

- (৮) বাংলাদেশের বাহির হইতে উপার্জিত আয়ের উপর যদি কোনো করদাতার কর নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত দেশ হইতে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে, তবে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপের কারণে যে পরিমাণ আয় বাংলাদেশে আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই সেই পরিমাণ আয়ের উপর আরোপিত আয়করের জন্য, বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট করদাতাকে খেলাপি করদাতা হিসেবে গণ্য করিবেন না।
- (৯) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একজন করদাতার আয় তখনই বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে বিবেচনা করা হইবে, যখন উক্ত আয় বাংলাদেশের বাইরে করদাতার কোনো প্রকৃত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারতো অথবা তা পুঁজি আকারে বা অন্যকোনোভাবে বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে।

২০৩। সরাসরি আদায় ও প্রত্যর্পণ-

- (১) করদাতার ব্যাংক হিসাব হইতে সরাসরি সরকারের ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফারের মাধ্যমেও করদাতার নিকট হইতে বকেয়া কর আদায় করা যাবে।
- (২) করদাতার পাওনা অর্থ করদাতার ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফারের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা যাবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফারের মাধ্যমে কর আদায় বা ফেরত প্রদানের পদ্ধতি, শর্ত, যোগ্যতা ও সীমা নির্ধারণ করে বোর্ড বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারবে।

২০৪। কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট।—

- (১) বকেয়া কর পরিশোধে কোনো করদাতা খেলাপী হইলে বা খেলাপী হিসেবে গণ্য হইলে উপ-কর কমিশনার করদাতার নিকট পাওনা বকেয়ার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক তা আদায়ের উদ্দেশ্যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের নিকট তাঁর স্বাক্ষরে সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন; এবং বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য অন্য যেকোনো কার্যক্রম গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এতদপ্রকার সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা যাবে, যথা:-
- (ক) যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীনে করদাতা ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা করদাতার ব্যবসার প্রধানস্থান অবস্থিত; অথবা
- (খ) যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীনে করদাতা বসবাস করেন অথবা করদাতার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত; অথবা
- (গ) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণযোগ্য কোনো করদাতা, যার উপর সংশ্লিষ্ট যে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্র রহিয়াছে।

২০৫। ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার কর্তৃক আদায়ের পদ্ধতি।—

- (১) আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার ধারা ২০৪ এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক

করদাতার নিকট হইতে সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে আদায় করিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতার যেকোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, অবরুদ্ধ বা ক্রোকপূর্বক বিক্রয় অথবা বাজেয়াপ্ত, অবরুদ্ধ বা ক্রোকপূর্বক না করিয়া বিক্রয়ের মাধ্যমে;
 - (খ) করদাতাকে গ্রেফতার এবং তাকে কারাগারে আটক রাখার মাধ্যমে;
 - (গ) করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে।
- (২) ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার, তাঁর নিকট উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ আদায়কালে খেলাপী করদাতার নিকট হইতে উক্ত অর্থ ছাড়াও একই পদ্ধতিতে বকেয়া কর আদায় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোনো খরচ ও চার্জসহ কোনো নোটিশ বা গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর জন্য ব্যয়িত অর্থও আদায় করিতে পারিবেন।
- (৩) ধারা ২০৪ এর অধীন সার্টিফিকেট অগ্রায়ন করা হইয়াছে এরূপ কোনো ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার যদি তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কোনো করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিতে সক্ষম না হন, কিন্তু তাহার নিকট এইমর্মে তথ্য থাকে যে, অন্য ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় উক্ত করদাতার সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে সেক্ষেত্রে উক্ত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার যার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় উক্ত করদাতার সম্পত্তি রহিয়াছে বা উক্ত করদাতা বসবাস করেন, তাঁর নিকট সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট পাঠাতে পারিবেন, অতঃপর উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মকর্তা অত্র পরিচ্ছেদের অধীনে অবশিষ্ট অনাদায়ী অংক আদায়ের জন্য এমনভাবে অগ্রসর হইবেন, যেন তিনি উক্ত সার্টিফিকেটটি উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২০৬। সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা।—

- (১) ধারা ২০৪ এর অধীন কর আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট ইস্যু করা সত্ত্বেও, উপ-কর কমিশনার ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারকে ইন্টিমেশন প্রদান করিয়া, তা প্রত্যাহার করিবার অথবা কোনো করণিক বা গাণিতিক ভুল সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
- (২) যে পরিমাণ কর দাবী আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হয়, আপীল বা এই আইনের আওতায় পরিচালিত অন্যকোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে যদি তা কমে যায়, কিন্তু আদেশটি চূড়ান্ত মীমাংসার লক্ষ্যে এই আইনের আওতায় আরো কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যিকতা থাকে তবে সেক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আপীল বা মামলার অন্যকোনো কার্যক্রম অমীমাংসিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত উপ-কর কমিশনার সার্টিফিকেট হইতে হাসকৃত অর্থের সম পরিমাণ অর্থ আদায় স্থগিত রাখিবেন।
- (৩) বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে কোনো সার্টিফিকেট ইস্যু করার পর আপীল বা এই আইনের অধীন পরিচালিত অন্যকোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বকেয়া দাবীর পরিমাণ হাস পেলে এবং আদেশটির বিষয়বস্তু আপীল বা এই আইনের অধীন পরিচালিত অন্যকোনো কার্যক্রম চূড়ান্ত এবং সমাপ্তিমূলক হইলে উপ-কর কমিশনার সার্টিফিকেটটির প্রয়োজনীয় সংশোধন বা, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাহার করিবেন।

- (৪) উপ-কর কমিশনার কর আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেটটি বাতিলকরণ, ভুল সংশোধন, কার্যক্রম স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশোধন সংক্রান্ত আদেশ সম্পর্কে আদায়কারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

২০৭। আদায়ের সার্টিফিকেটের বৈধতা বিবাদযোগ্য নয়।—

উপ-কর কমিশনার ধারা ২০৪ এর অধীন কর আদায়ের নিমিত্তে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারর নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ করিলে করদাতা কর নির্ধারণের সঠিকতা নিয়ে ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারর নিকট আপত্তি তুলবেন না এবং ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার সার্টিফিকেটের কোনো গ্রাউন্ডের বিষয়ে কোনোরূপ আপত্তি গ্রহণ করিবেন না।

২০৮। জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায়।—

- (১) উপ-কর কমিশনার, যে জেলায় তার অফিস অবস্থিত সে জেলার কালেক্টর বরাবর অথবা যে জেলায় করদাতা বসবাস করেন বা সম্পত্তির মালিক বা ব্যবসা পরিচালনা করেন সে জেলার কালেক্টর বরাবর বকেয়া পাওনা অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাঁর স্বাক্ষরযোগ্যে সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন, এবং কালেক্টর অনুরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর করদাতার নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ ভূমি রাজস্বের বকেয়ার ন্যায় বিবেচনা করতঃ তা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।
- (২) এই বিষয়ে জেলা কালেক্টরের অন্যকোনো ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর বিধান মোতাবেক ডিক্রির আওতায় অর্থ আদায়ের জন্য দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে, উপ-ধারা (১) এর অধীন তাঁর নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেটে উল্লেখিত বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা কালেক্টরেরও সেই একই ক্ষমতা থাকবে।
- (৩) উপ-কর কমিশনার যেকোনো সময় উপ-ধারা (১) এর অধীন জেলা কালেক্টরের নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করিয়া আনতে পারিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যাহার করিয়া আনার ফলে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম বাতিল হইবে।
- (৪) সার্টিফিকেট প্রত্যাহার দ্বারা কালেক্টর কর্তৃক ঐ প্রত্যাহারের পূর্ব আদায় ক্ষুণ্ণ হইবে না, এক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থের জন্য সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা হয়নি মর্মে গণ্য হইবে; অথবা নতুন করে সার্টিফিকেট ইস্যুর মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রত্যাহারের সময় আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হইবে না।

২০৯। আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতি।—

- (১) বকেয়া কর আদায়ের লক্ষ্যে ধারা ২০৪ বা ২০৮ এর অধীন সার্টিফিকেট ইস্যু করা সত্ত্বেও, উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (২) বা (৩)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতেও আদায় করিতে পারিবেন।
- (২) কোনো আপীলাত ফোরামে বিচারাধীন নয় করদাতার নিকট এরূপ পাওনা করদাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার, করদাতাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে, কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে, উল্লিখিত করদাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত করদাতার ব্যবসার স্থান হইতে যে কোনো পণ্য এবং সেবার স্থানান্তর নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ব্যবসার স্থান বন্ধও করিতে পারিবেন অথবা অনুরূপ কর আদায়ের জন্য যে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

- (৩) করদাতার নিকট পাওনা করদাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে, উপ-কর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, যেকোনো ব্যক্তিকে -
- (ক) যার নিকট করদাতার কোনো অর্থ বা পণ্য পাওনা আছে বা পাওনা হইতে পারে অথবা যিনি করদাতার মালিকানাধীন অর্থ বা পণ্য ধারণ বা গ্রহণ বা নিস্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরবর্তীকালে ধারণ বা গ্রহণ বা নিস্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন, তাকে নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে বা পূর্বে বর্ণিত অর্থ উপ-কর কমিশনারের নিকট পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা
- (খ) যিনি করদাতার চাকুরী হইতে আয় খাতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাকে নোটিশ প্রদানের তারিখের পর কোনো পরিমাণ অর্থ করদাতাকে প্রদানকালে করদাতার নিকট পাওনা বকেয়া অর্থ কর্তন করার এবং কর্তনকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) (ক) এর বিধানমতে কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে এ মর্মে গণ্য হইবে যে, অনুরূপ পরিশোধ করদাতার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহার দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং উপ-কর কমিশনার, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া রশিদ দিবেন করদাতার নিকট হইতে উক্ত ব্যক্তি সেই পরিমাণ দায় হইতে মুক্তি পাবেন।
- (৫) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩)(খ)-এর বিধান মতে কোনো পরিমাণ অর্থ কর্তন করিলে তা ধারা ৭৯ এর আওতায় কর্তন করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং অংশ ৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী এক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।
- (৬) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও নোটিশ অনুসারে অর্থ পরিশোধে বা কর্তনে ব্যর্থ হন, তবে নোটিশে বর্ণিত অর্থের জন্য তাকে খেলাপি করদাতা হিসেবে গণ্য করা হইবে এবং অর্থ আদায়ের জন্য তার বিরুদ্ধে এরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে যেন বকেয়া কর তার নিকট পাওনা এবং এক্ষেত্রে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলি সম ভাবে প্রযোজ্য হইবে।
- (৭) উপ-কর কমিশনার যেকোনো সময় উপ-ধারা (৩) এর অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ সংশোধন বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন অথবা অনুরূপ নোটিশ অনুসারে যে কোনো অর্থ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।
- (৮) যেক্ষেত্রে কমিশনার নির্দেশ প্রদান করেন যে, ঐ এলাকায় বলবৎযোগ্য বকেয়া পৌর কর আদায় বা বাংলাদেশের যেকোনো অংশে প্রযোজ্য আইন অনুসারে ধার্যকৃত স্থানীয় কর অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য কর আদায়ের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় কর আদায় করিতে হইবে, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য অনুরূপ একই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হইবেন।
- (৯) উপ-ধারা (৮) এর আওতায় পৌর কর, স্থানীয় কর বা অন্যান্য কর আদায় করার জন্য উপরে বর্ণিত কোনো বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় প্রয়োগযোগ্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কী ধরনের ক্ষমতা ও কর্তব্য কী পরিমাণ অনুশীলন করা হইবে, তা কমিশনার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া থাকবে।

বলবৎ অন্যকোনো আইন বা এই আইনের কোনো ধারা বা বিধানানুসারে কর আদায় কার্যক্রম চলমান থাকিলে তা এই আইন বা অন্যকোনো আইনের অন্য ধারা বা বিধানানুসারে অন্যকোনো প্রকারে আদায় কার্যক্রম গ্রহণকে বারিত করিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক

২১১। সম্পত্তির অন্তর্বর্তীকালীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক।—

- (১) এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদন কালে, মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা কমিশনারের নিকট এই মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে, কোনো ব্যক্তি তার আয় বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি গোপন করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, যার অধিকারে এইমুহূর্তে কোনো অর্থ, বুলিয়ান, অলংকার, আর্থিক দলিল, আর্থিক পরিসম্পদ, মূল্যবান দ্রব্য বা অন্যকোনো সম্পত্তি রহিয়াছে তাকে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে তা অপসারণ, হস্তান্তর বা অন্যকোনোভাবে বিলিব্যবস্থা না করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে এক বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর এরূপ আদেশের কোনো কার্যকরতা থাকিবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয়কর কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ বৃদ্ধির সময় কোনোক্রমেই সাকুল্যে এক বছরের অধিক হইবে না।
- (৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত মেয়াদ হিসাব করার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ আদালত কোনো মেয়াদের জন্য স্থগিত করিলে উক্ত মেয়াদ, যদি থাকে, গণনা হইতে বাদ যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়

২১২। প্রত্যর্পণের অধিকার।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে, কোনো বছরে তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত করের পরিমাণ অথবা তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত করের পরিমাণ উক্ত বছরে তাহার নিকট এই আইনের অধীন দাবীকৃত করদায়ের চাইতে অধিক, সেক্ষেত্রে পরিশোধিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী হইবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয় এই আইনের কোনো বিধানাবলে অন্যকোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অনর্ভুক্ত হইয়াছে সেক্ষেত্রে অনুরূপ অন্যকোনো ব্যক্তি এককভাবে ঐরূপ আয়ের প্রেক্ষিতে এই আইনের অধীন প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

২১৩। দাবি সমন্বয় ও প্রত্যর্পণ।—

- (১) এই আইনের বিধানাবলী, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সালের ৩৬ নং আইন), আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সালের ১১ নং আইন), দানকর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সালের ১৪ নং আইন), দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ৪৪ নং আইন) অথবা সম্পদ-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সালের ১৫ নং আইন) এর অধীন কোনো করদাতার নিকট কোনো মেয়াদে কোনো অর্থ বকেয়া থাকলে, উক্ত করদাতাকে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ পরিশোধের পূর্বে উক্ত বকেয়া সমন্বয় করা হইবে।
- (২) কোনো মেয়াদের জন্য বকেয়া কোনো পাওনার বিপরীতে প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থের সমন্বয় করা হইলে, সমন্বয়কৃত অর্থ করদাতাকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে করদাতার কর রেকর্ডে তা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২১৪। প্রত্যর্পণ দাবি।—

এই আইনের অধীন কোনো আদেশ বা কার্যক্রমের ফলে কোনো অংক প্রত্যর্পণযোগ্য হইলে করদাতার অনুকূলে ফেরতের রশিদ ইস্যু না করিলে বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যর্পণযোগ্য পরিমাণ করদাতার হিসাবে ট্রান্সফার না করিলে করদাতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ফেরতের দাবি করিতে পারিবেন।

২১৫। মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যর্পণ দাবি।—

মৃত্যু, অক্ষমতা, দেউলিয়াত্ব, অবসায়ন বা অন্যকোনো কারণে কোনো ব্যক্তি তার পাওনা অর্থ ফেরৎ পাওয়ার দাবি করিতে বা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে, তার আইনানুগ প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি, অভিভাবক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিসিভার উক্ত ব্যক্তি বা তার ভূ-সম্পত্তির সুবিধার নিমিত্তে বর্ণিত ফেরত দাবি বা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২১৬। কর নির্ধারণের সঠিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।—

এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ফেরত প্রাপ্তির দাবির ক্ষেত্রে কোনো দাবিদার কোনো কর নির্ধারণী আদেশের সঠিকতা বা বৈধতার বিষয়ে অথবা অন্যকোনো বিষয় যা চূড়ান্ত ও সমাপ্তি হইয়াছে, তা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না বা উক্ত বিষয় পুনঃ বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না এবং

দাবিদার অতিরিক্ত কর পরিশোধের কারণে অর্থ ফেরৎ পাওয়া ব্যতীত অন্যকোনো বিষয়ে কোনো প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

২১৭। আপিল আদেশের ভিত্তিতে অর্থ ফেরত।—

কোনো আপিল আদেশ বা এই আইনের আওতায় গৃহীত অন্যকোনো কার্যক্রমের অধীনে করদাতার নিকট কোনো অর্থ ফেরতযোগ্য হইলে, উক্ত পরিমাণ অর্থ যদি প্রদেয় করের বিপরিতে সমন্বয় করা না হয় বা ধারা ২১৩ এর বিধান মোতাবেক পরিশোধ বিবেচনা করা না হয়, তবে এ বিষয়ে করদাতা কোনো দাবি উপস্থাপন না করিলেও, যে তারিখে করদাতার উক্ত কর ফেরতযোগ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে উপ-কর কমিশনার করদাতাকে ফেরত প্রদান করিবেন।

অংশ-১৩

কর পরিহার রোধ

প্রথম অধ্যায়

কর পরিহার রোধ সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলি

২১৮। কর সুবিধা সমন্বয়।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর ব্যবস্থা (tax arrangement) এর অপব্যবহারের মাধ্যমে কর সুবিধা নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এই ধারায় উল্লিখিত কার্য পদ্ধতির অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের দ্বারা উক্ত অপব্যবহারের মাধ্যমে গৃহীত কর সুবিধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সমন্বয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
 - (ক) আয় বৃদ্ধিকরণ;
 - (খ) করদায় সংশোধন;
 - (গ) কর প্রত্যর্পণের সমন্বয়;
 - (ঘ) ভাতাদি, রেয়াত ইত্যাদির সংশোধন;
 - (ঙ) অন্যকোনো আদেশ যা কর সুবিধা প্রত্যাহার করে।
- (৩) এই ধারার অধীন যেকোনো সমন্বয় এই আইনের অধীন সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকর থাকিবে।

২১৯। সমন্বয়ের পদ্ধতি।—

- (১) কর সুবিধার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত, উপ-কর কমিশনার নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখপূর্বক করদাতার উপর নোটিশ জারি করিবেন, যথা:-
 - (ক) করদাতা কর ব্যবস্থার অব্যবহারের মাধ্যমে কর সুবিধা গ্রহণ করেছেন উপ-কর কমিশনারের এরূপ বিশ্বাস করার কারণ;
 - (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সমন্বয়ের উদ্দেশ্য উল্লেখসহ, যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তার বিবরণ;
 - (গ) করদাতাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন নোটিশে উল্লিখিত তারিখে উপ-কর কমিশনারের নিকট হাজির হওয়ার;
 - (ঘ) কর সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণী, দলিলাদি ও তথ্যাদি উপস্থাপনের।

- (২) করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং করদাতার উপর উক্ত শুনানির জারিকৃত নোটিশ অবহিতকরনের তারিখ হইতে শুনানির দিন পর্যন্ত অন্যান্য ৩০ দিন সময় প্রদান করিতে হইবে।
- (৩) উপ-কর কমিশনার রেকর্ড, করদাতার কর্তৃক দাখিলকৃত ও শুনানিকালে উপস্থাপিত দলিলাদি এর ভিত্তিতে তার নিকট উপস্থিত সকল তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সমন্বয়ের আদেশ জারি করিবেন এবং আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে তা করদাতাকে অবহিত করিবেন।

২২০। সংজ্ঞা।—

এই বিভাগে-

- (ক) ‘কর সুবিধা’ বলিতে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (অ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আয়কর দায় পরিহার বা হ্রাস করা;
- (আ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো ব্যক্তিকে আয়কর পরিশোধের দায় হইতে, অথবা ভবিষ্যৎ আয়করের সম্ভাব্য বা ভবিষ্যাপেক্ষ দায় হইতে মুক্ত করা;
- (ই) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো আয়কর দায়, অথবা ভবিষ্যৎ আয়করের কোনো সম্ভাব্য বা ভবিষ্যাপেক্ষ দায় পরিহার, স্থগিত বা হ্রাসকরণ;
- (ঈ) আয়কর পরিশোধে বিলম্বকরণ;
- (উ) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ এবং সরকারি কোষাগারে উক্ত কর জমা প্রদানের বাধ্যবাধকতা পরিহার;
- (খ) ‘ব্যবস্থা বলিতে বুঝাবে বলবৎযোগ্য বা অবলবৎযোগ্য কোনো সম্মতি, চুক্তি, পরিকল্পনা বা সমঝোতা এবং ঐ সকল পদক্ষেপ ও লেনদেন যার মাধ্যমে তা কার্যকর হয়;
- (গ) ‘কর ব্যবস্থার অপব্যবহার বলিতে বুঝাবে কোনো ব্যবস্থা, উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি বা অন্যকোনো ব্যক্তি যার মাধ্যমে সম্পাদিত হোক না কেন, যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে-
- (অ) উদ্দেশ্য বা ফলাফল কর সুবিধা; বা
- (আ) অন্যতম উদ্দেশ্য বা ফলাফল কর সুবিধা, অন্যান্য উদ্দেশ্য বা ফলাফল সাধারণ ব্যবসায়িক বা পারিবারিক হিসেবে দ্রষ্টব্য হোক বা না হোক, যদি কর পরিহারের উদ্দেশ্য বা ফলাফল নিছক দৈবাত না হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর পরিহার রোধ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

বিভাগ- ১
ট্রান্সফার প্রাইসিং

২২১। সংজ্ঞা।—

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে, এ অধ্যায়ে—

- (১) আর্মস লেংথ প্রাইস বলিতে কোনো লেনদেনের মূল্যকে বুঝাবে যার শর্তাদি (অর্থাৎ মূল্য, মারজিন বা মুনাফার বিভক্তি) তুলনীয় পরিস্থিতির অধীন স্বাধীন সত্তাসমূহের মধ্যে পরিচালিত কোনো তুলনীয় অনিয়ন্ত্রিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তাদি হইতে ভিন্ন হয় না;
- (২) দুইটি প্রতিষ্ঠান সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হইবে যদি একটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অথবা এক বা একাধিক মধ্যবর্তী সত্তার মাধ্যমে, অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে, এবং অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে নিম্নবর্ণিত সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, যথা:
 - (ক) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (তাহার স্ত্রী/স্বামী, পূর্ উত্তরসূরি বা পূর্বসূরিগণসহ), প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এক বা একাধিক মধ্যবর্তী সত্তার মাধ্যমে, উভয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে; বা
 - (খ) এক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন শেয়ার ধারণ করে; বা
 - (গ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ (তাহার স্ত্রী/স্বামী, উত্তরসূরি বা প্রতিষ্ঠানের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্বসূরিগণসহ), প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উভয় শেয়ার ধারণ করে; বা
 - (ঘ) এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন;
 - (ঙ) একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাহী পরিচালক বা গভর্নিং বোর্ডের নির্বাহী সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি হন; বা
 - (চ) উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন; বা
 - (ছ) উভয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক বা নির্বাহী সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হন;
 - (জ) একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর ক্ষমতা থাকে; বা
 - (ঝ) উভয় প্রতিষ্ঠান একই প্যারেন্ট কোম্পানি বা গ্রুপের সদস্য, সাবসিডিয়ারি বা কনসার্ন; বা

- (এগ) উভয় প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্বন্ধযুক্ত থাকে; বা
- (ট) এক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমযোজিত দায়ের পরিমাণ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের বুক ভ্যালুর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হয়; বা
- (ঠ) এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রদত্ত গ্যারান্টির ক্রমযোজিত পরিমাণ অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট দেনার বুক ভ্যালুর ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হয়।
- (৩) ‘প্রতিষ্ঠান’ বলিতে কোনো ব্যক্তি বা যেকোনো প্রকারের উদ্যোগ (উক্ত ব্যক্তি বা উদ্যোগ এর স্থায়ী স্থাপনাসহ) কে বুঝাবে;
- (৪) ‘স্বাধীন প্রতিষ্ঠান’ বলিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান নয় এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;
- (৫) ‘আন্তর্জাতিক লেনদেন’ বলিতে কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে, যার কোনো একটি বা উভয়ই অনিবাসী, ট্যানজিবল বা ইন্ট্যানজিবল সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা লিজ অথবা সেবা বিনিময়, বা অর্থ ধার দেয়া বা নেয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো লেনদেন, অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মুনাফা, আয়, ক্ষতি, পরিসম্পদ, আর্থিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক মূল্যের সাথে সম্পর্কিত অন্যকোনো লেনদেনকে বুঝাবে, এবং এর অন্তর্ভুক্ত হইবে খ এর সাথে গ এর কোনো লেনদেন যদি উক্ত লেনদেনের উপর ক এর কর্তৃত্ব থাকে, যেক্ষেত্রে-
- (ক) খ ও ক সহযোগী প্রতিষ্ঠান; এবং
- (খ) গ, খ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান নয়;
- (৬) ‘সম্পত্তি বলিতে পণ্য, আর্টিকেল, সামগ্রী বা আইটেম, পেটেন্ট, ইনভেনশন, ফর্মুলা, প্রসেস, নকশা, প্যাটার্ন, বাস্তবজ্ঞান, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, ব্রান্ড নাম, সাহিত্য, সংগীত বা শৈল্পিক কম্পোজিশন, ফ্রানসাইজি, লাইসেন্স বা চুক্তি, পদ্ধতি, প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার, ডাটাবেজ, সিস্টেম, কার্যপ্রণালি, প্রচারাভিযান, জরীপ, সমীক্ষা, পূর্বাভাস, প্রাক্কলন, ক্রেতা তালিকা, কারিগরি উপাত্ত, যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা বিজ্ঞাপন বা বিপণন, কোনো আইটেম যার প্রকৃত মূল্য রয়েছে বা যেকোনো ইন্ট্যানজিবল সম্পত্তিও এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৭) ‘রেকর্ড বলিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ধারণকৃত তথ্য, দলিল এবং রেকর্ড এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৮) ‘ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা’ বলিতে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা হিসেবে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে;
- (৯) ‘লেনদেন’ বলিতে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যকার কোনো ব্যবস্থা, সমঝোতা বা কার্য অন্তর্ভুক্ত হইবে, তা আনুষ্ঠানিক বা লিখিত হোক বা না হোক বা যা কোনো আইনি কার্যধারার মাধ্যমে বলবৎযোগ্য করার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক;
- (১০) ‘অনিয়ন্ত্রিত লেনদেন’ বলিতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘটিত কোনো লেনদেনকে বুঝাবে।

২২২। আর্মস লেঙ্ক প্রাইস বিবেচনাপূর্বক আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে আয় নির্ধারণ।—

এই আইনের অংশ ১৩ এর অধ্যায় ২ এর বিভাগ ২ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ আর্মস লেঙ্ প্রাইস বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করিতে হইবে।

২২৩। আর্মস লেঙ্ প্রাইস পরিগণনা।—

(১) লেনদেনের প্রকৃতি, নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা, সম্পাদিত কার্যাদি, নিযুক্ত সম্পদ, গৃহীত ঝুঁকি কিংবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি (method) অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) কমপারেবল আনকন্ট্রোলড প্রাইস মেথড;

(খ) রিসেল প্রাইস মেথড;

(গ) কস্ট প্লাস মেথড;

(ঘ) প্রফিট স্প্লিট মেথড;

(ঙ) ট্রানজেকশনাল নেট মার্জিন মেথড;

(চ) অন্য যেকোনো পদ্ধতি, যেক্ষেত্রে প্রমাণ দেওয়া যায় যে-

১. আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করার জন্য দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত কোনো পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়; এবং

২. উক্ত পদ্ধতি আর্মস লেঙ্ প্রাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর ক্লজ (ঘ) বা (চ) এ উল্লিখিত মেথড ব্যতীত অন্যকোনো একটি মেথডকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মেথড হিসেবে প্রয়োগ করা হয় এবং আর্মস লেঙ্ প্রাইসের ডাটাসেটে ছয় বা তার অধিক এন্টি থাকে, যেক্ষেত্রে উক্ত ডাটাসেটের ৩০ থেকে ৭০ শতাংশের মধ্যে অবস্থিত ডাটা নিয়ে একটি আর্মস লেঙ্ রেঞ্জ গঠন করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত শর্তানুসারে আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারিত হইবে-

(ক) যে মূল্যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক লেনদেন সংঘটিত হইয়াছে তা যদি উপরিলিখিত রেঞ্জের মধ্যে থাকে তবে উক্ত মূল্যই আর্মস লেঙ্ প্রাইস হিসেবে বিবেচিত হইবে;

(খ) যে মূল্যে প্রকৃত আন্তর্জাতিক লেনদেন সংঘটিত হইয়াছে তা যদি উপরিলিখিত রেঞ্জের মধ্যে না থাকে তবে ডাটাসেটের মধ্যমাকে আর্মস লেঙ্ প্রাইস ধরতে হইবে;

যদি আর্মস লেঙ্ প্রাইসের ডাটাসেটে ছয়ের কম সংখ্যক এন্টি থাকে, তবে ডাটাসেটের অন্তর্ভুক্ত সকল ভ্যালুর গাণিতিক গড়ই হইবে আর্মস লেঙ্ প্রাইস।

(৩) আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মেথড বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনের নির্ধারিত আর্মস লেঙ্ প্রাইসের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত মোট আয় উক্ত আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রকৃতপক্ষে যে মূল্যে সম্পন্ন হয়েছিল সে মূল্যই ধার্য বা পরিশোধিত ধরা হইলে যে মোট আয় পাওয়া যেতো তা অপেক্ষা কম হইবে না।

- (৪) যেক্ষেত্রে এই আইনের অংশ ৮ এর অধীন কোনো কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে,-
- (ক) করদাতা কর্তৃক আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য ধার্যকৃত বা পরিশোধিত মূল্য উপ-ধারা (১) ও (৩) অনুসারে নির্ধারণ করা হয় নাই; বা
- (খ) করদাতা ধারা ২২৫ অনুসারে তথ্য, দলিলাদি বা রেকর্ড রাখতে ব্যর্থ হইয়াছে; বা
- (গ) করদাতা কর্তৃক যে তথ্য বা উপাত্তের ভিত্তিতে আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হইয়াছে তা নির্ভরযোগ্য বা শুদ্ধ নয়;
- সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তার নিকট প্রাপ্য তথ্য বা দলিলাদি বা প্রমাণের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) ও (৩) এর বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করিতে পারবেন।
- (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার তার নিকটে প্রাপ্য তথ্য বা দলিলাদি বা প্রমাণের ভিত্তিতে কেন আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হইবে না তৎমর্মে নোটিশ প্রদানপূর্বক নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে করদাতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিবেন।
- (৬) যেক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (৪) ও ধারা ২২৪ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্তরূপে নির্ধারিত আর্মস লেঙ্ প্রাইস বিবেচনা করে লিখিত আদেশ দ্বারা করদাতার মোট আয় পরিগণনা শুরু করিবেন।

২২৪। ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।—

- (১) এই আইনের ধারা ২২৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-
- (ক) বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে উপ-কর কমিশনার ধারা ২২৩ এর অধীন আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের বিষয়টি ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করিতে পারবেন;
- (খ) বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা, কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনে সম্পর্কিত আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের কার্যক্রম শুরু করিতে পারবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রেফারেন্স অথবা কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে, সেক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা করদাতাকে বিচারাধীন আন্তর্জাতিক লেনদেনের আর্মস লেঙ্ প্রাইস পরিগণনা করার জন্য করদাতা যেসকল প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিলো তা নোটিশে উল্লিখিত তারিখে উপস্থাপনের বা উপস্থাপন করানোর জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (৩) ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তার নিকট উপস্থাপিত প্রমাণ বা তিনি কোনো বিশেষ পয়েন্টে করদাতার নিকট বা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো প্রমাণ অধিযাচন করিলে তাসহ তার নিকট প্রাপ্ত/উপস্থিত প্রমাণ বিবেচনা করে এবং তার সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র বিবেচনাক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের ধারা ২২৩ অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আর্মস লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করিবেন এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট তার একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।

- (৪) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশের কপি প্রাপ্তির পর ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আর্মস লেন্থ প্রাইস অনুসারে করদাতার মোট আয় পরিগণনার কার্যক্রম শুরু করিবেন এবং এরূপ আয় পরিগণনাকালে যদি কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য কোনো ব্যক্তির আয় পরিগণনা করিতে হয় তবে ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আর্মস লেন্থ প্রাইস এর ভিত্তিতে যে সমন্বয় পাওয়া যাবে তা উক্ত ব্যক্তির আয় হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর আরোপিত হইবে।
- (৫) ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তার নিজস্ব উদঘাটন অথবা করদাতা বা অন্যকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার নজরে আনার প্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হন যে উপ-ধারা (৩) এর অধীন তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশে এরূপ ভুল রয়েছে যা রেকর্ডদৃষ্টে প্রতীয়মান, তাহলে তিনি উক্ত ভুল সংশোধন করিতে পারবেন এবং সে অনুসারে এক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৩৩৬ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।
- (৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোনো সংশোধন করা হইলে, ট্রান্সফার প্রাইসিং কর্মকর্তা তার আদেশের একটি অনুলিপি উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন যিনি পরবর্তীতে উক্ত আদেশ অনুসারে কর নির্ধারণী আদেশ সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২২৫। **তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।—**

- (১) আন্তর্জাতিক লেনদেন রয়েছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করে, বোর্ড তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারবে।
- (৩) উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারবে।

২২৬। **আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল।—**

আন্তর্জাতিক লেনদেন রয়েছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি রিটার্নের সাথে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে একটি আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল করবে।

২২৭। **অ্যাকাউন্টেন্ট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন দাখিল।—**

উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক লেনদেন রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তিকে অথবা কোনো আয়বর্ষের হিসাব বহিতে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে ৩ কোটি টাকার অধিক লেনদেন রয়েছে এরূপ ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ধারা ২২৫ এর অধীন দাখিলকৃত সকল তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ড বা তার অংশ-বিশেষ সম্পর্কিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর একটি প্রতিবেদন সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবে।

বিভাগ-২

কর পরিহার রোধ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান

২২৮। অনিবাসীর সাথে লেনদেনের মাধ্যমে কর পরিহার।—

যেক্ষেত্রে একজন নিবাসী ও একজন অনিবাসীর মধ্যে কোনো ব্যবসা পরিচালিত হয় এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ব্যবসায়ের কার্যক্রম এমনভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যে, তাদের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবসায়িক লেনদেনের ফলস্বরূপ নিবাসী ব্যক্তির কোনো মুনাফা অর্জিত হয় না, অথবা হইলেও তা উক্ত ব্যবসার ঈক্ষিত স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যবসা হইতে নিবাসী ব্যক্তির উদ্ধৃত হইতে পারে এরূপ যুক্তিসঙ্গত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং উক্তরূপ নির্ধারিত আয় নিবাসীর মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

২২৯। সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে কর পরিহার।—

- (১) কোনো সম্পদ হস্তান্তরের কারণে বা ফলশ্রুতিতে, উক্ত হস্তান্তর একক বা সহযোগী কর্মকান্ডের সাথে সম্মিলিত যেভাবেই হোক না কেন, যদি কোনো আয় একজন অনিবাসীকে প্রদেয় হয়, তবে উক্ত আয় এরূপ কোনো ব্যক্তির আয় হিসেবে গণ্য হইবে যিনি-
 - (ক) অনুরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের মাধ্যমে এরূপ কোনো অধিকার অর্জন করেন যার কারণে বা ফলশ্রুতিতে তিনি উক্ত অনিবাসীকে প্রদেয় আয় তাৎক্ষণিকভাবে বা পরবর্তীকালে ভোগ করার ক্ষমতা রাখেন;
 - (খ) অনুরূপ লেনদেন বা সহযোগী কর্মকান্ডের সুবাদে যেকোনো সময় কোনো অর্থ যা ঋণ বা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধিত বা প্রদেয় অথবা অন্যকোনো অর্থ গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করার অধিকার প্রাপ্ত হন, তবে আয় হিসেবে বা পূর্ণ আর্থিক মূল্য হিসেবে পরিশোধিত বা প্রদেয় কোনো অর্থ নয়।
- (২) যে আয় একজন অনিবাসীকে প্রদেয় হয় এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন ঐ উপ-ধারায় বর্ণিত ব্যক্তির আয় হিসেবে গণ্য করা হয় সে আয় এই আইনের সকল উদ্দেশ্যে আয় হিসেবে বিবেচিত হইবে, বর্ণিত আয় এই ধারার বিধান ব্যতীত অন্যভাবে করযোগ্য হোক বা না হোক।
- (৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগ করা যাবে না, যদি উপ-কর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে-
 - (ক) অনুরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের মধ্যে কর দায় পরিহারের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো না; বা
 - (খ) অনুরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী সকল কর্মকান্ডে প্রকৃত ব্যবসায়িক লেনদেন নিহিত ছিল এবং কর দায় পরিহারের পরিকল্পনা নিহিত ছিলো না।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কোনো আয়ের উপর কর আরোপিত হয় যে আয় উপ-ধারা (১) এর অধীন তার আয় হিসেবে গণ্য হইয়াছে, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে সে তা আয় হিসাবে বা অন্যকোনোভাবে গ্রহণ করিলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আয় পুনর্বার তার আয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তির কোনো অনিবাসীকে প্রদেয় আয় ভোগের ক্ষমতা রয়েছে মর্মে বিবেচিত হইবে, যদি-
- (ক) অনুরূপ আয় প্রকৃতপক্ষে পরিগণনা করা হইয়াছে যেকোনো সময় যেকোনো রূপে উক্ত ব্যক্তির সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য; বা
- (খ) অনুরূপ আয়ের প্রাপ্তি বা আয় উদ্ভূত হওয়ার ফলশ্রুতিতে উক্ত ব্যক্তির দখলাধীন বা সুবিধাধীন কোনো সম্পদের মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে; বা
- (গ) উক্ত ব্যক্তি নিম্নবর্ণিতভাবে প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইতে পারে এরূপ সুবিধা যেকোনো সময় প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্তির অধিকারী হন-
- (অ) অনুরূপ আয় হইতে; বা
- (আ) এরূপ অর্থ হইতে, যা উক্তরূপ আয় এবং উক্তরূপ আয়ের প্রতিরূপকারী সম্পদের উপর সহযোগী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে বা অনুক্রমিক ফলশ্রুতিতে উপলব্ধ হয় বা উপলব্ধ হইতে পারে; বা
- (ঘ) অনুরূপ ব্যক্তি নিযুক্তি, রদকরণ বা অন্যকোনোভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যকোনো ব্যক্তির সম্মতিতে বা সম্মতি ব্যতিরেকে অনুরূপ আয়ের সুবিধা ভোগের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন; বা
- (ঙ) অনুরূপ ব্যক্তি যেকোনো পদ্ধতিতেই উক্তরূপ আয়ের ব্যবহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হন।
- (৬) কোনো ব্যক্তির আয় ভোগের ক্ষমতা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেকোনো হস্তান্তর এবং সহযোগী কর্মকান্ডের ফলাফল ও প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে এবং অনুরূপ হস্তান্তর বা সহযোগী কর্মকান্ডের ফলাফলস্বরূপ যেকোনো সময় অনুরূপ ব্যক্তির নিকট উদ্ভূত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরণের সুবিধা, যা উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তায় তা বিবেচনা করিতে হইবে।
- (৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
- (ক) ‘সম্পদ বলিতে যেকোনো ধরনের সম্পত্তি বা অধিকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং যেক্ষেত্রে হস্তান্তরিত সম্পদ কোনো অধিকার সেক্ষেত্রে ‘হস্তান্তর’ বলিতে উক্তরূপ অধিকার সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) ‘সহযোগী কর্মকান্ড’, কোনো হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, বলিতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত কোনো কর্মকান্ডকে বুঝাবে, যথা:
- (অ) হস্তান্তরিত কোনো সম্পদ; বা
- (আ) উক্তরূপ সম্পদ হইতে উদ্ভূত কোনো আয়; বা
- (ই) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো হস্তান্তরিত সম্পদের প্রতিরূপকারী কোনো সম্পদ, বা উক্ত সম্পদ হইতে উদ্ভূত পুঞ্জিত আয়;
- (গ) ‘সুবিধা বলিতে যেকোনো ধরণের পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

- (ঘ) হস্তান্তরিত সম্পদের প্রতিরূপকারী কোনো সম্পদ, বা উক্ত সম্পদ হইতে উদ্ভূত কোনো আয় বা পুঞ্জীভূত কোনো আয়ের উল্লেখ বলিতে উক্ত সম্পদ বা আয় বা পুঞ্জীভূত আয়ের হস্তান্তর যে কোম্পানীর নিকট বা যে ব্যক্তির নিকট হইয়াছে সে কোম্পানির শেয়ার বা দায়-দায়িত্বের উল্লেখ অথবা সে ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের উল্লেখও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (ঙ) বাংলাদেশের বাইরে নিগমিত কোনো সংস্থা অনিবাসী হিসেবে গণ্য হইবে।

২৩০। সিকিউরিটি লেনদেনের মাধ্যমে কর পরিহার।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো সিকিউরিটির মালিক তার সিকিউরিটি বিক্রয় বা হস্তান্তর করার পর পুনরায় তা ক্রয় বা অর্জন করেন, অথবা একই ধরনের সিকিউরিটি ক্রয় বা অর্জন করেন, এবং উক্তরূপ লেনদেনের ফলশ্রুতিতে মালিক কর্তৃক মূল সিকিউরিটির বিক্রয় বা হস্তান্তরের প্রেক্ষিতে প্রদেয় কোনো সুদ মালিক কর্তৃক গৃহীতব্য না হয়, সেক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত প্রদেয় সুদ এই আইনের সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যকোনো ব্যক্তির আয় না হয়ে তা উক্ত মালিকের আয় হিসেবে গণ্য হইবে, পূর্বে উল্লিখিত প্রদেয় সুদের উপর এ উপ-ধারার বিধান ব্যতীত অন্যকোনোভাবে কর আরোপ হোক বা না হোক।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের কোনো সময়ের জন্য কোনো সিকিউরিটিতে লাভভোগী হওয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং উক্ত বছরের মধ্যে অনুরূপ সিকিউরিটি বা তা হইতে উদ্ভূত আয়ের লেনদেনের ফলশ্রুতিতে তৎকর্তৃক আয় গৃহীত হয় না অথবা আয় হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ তিনি গ্রহণ করেন, তা যদি উক্ত সিকিউরিটি হইতে উল্লিখিত সময়ের আনুপাতিক হারে দিনের পর দিন যে পরিমাণে পুঞ্জীভূত ও অংশানুপাতে জমাকৃত হইতে পারতো তা অপেক্ষা কম হয়, তবে সেক্ষেত্রে উক্ত সময়ে অনুরূপ সিকিউরিটি হইতে উদ্ভূত সমুদয় আয় উক্ত ব্যক্তির আয় হিসেবে গণ্য হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ সিকিউরিটি লেনদেন সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সিকিউরিটি ক্রয় বা অর্জন করেন এবং উক্ত সিকিউরিটি উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট পুনরায় বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন অথবা তার নিকট একই ধরনের সিকিউরিটি বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন এবং উক্ত লেনদেনের ফলশ্রুতিতে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত বা অর্জিত সিকিউরিটির জন্য প্রদেয় সুদ তিনি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয় উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলির কারণে তার আয় হিসেবে গণ্য হয় না, সেক্ষেত্রে উক্ত লেনদেন সম্পর্কে এই আইনের যে কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ধরনের আয় গণনাকল্পে উক্তরূপ ব্যবসা হইতে উদ্ভূত কোনো আয় বা লোকসান বিবেচিত হইবে না।
- (৪) উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যা ২৮ দিনের কম নয়, কোনো ব্যক্তিকে তার মালিকানাধীন সকল সিকিউরিটির বিবরণ বা নোটিশে বর্ণিত সময়কালে যে সকল সিকিউরিটিতে অনুরূপ ব্যক্তির সুবধিভোগী হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেরূপ সিকিউরিটিসমূহের বর্ণনা দাখিলের জন্য এবং এই ধারার অন্যান্য উদ্দেশ্যে ও সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত সুদের কর সংক্রান্ত হিসাব চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে উপ-কর কমিশনার যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করেন সেরূপ অন্যান্য তথ্যাদি সরবরাহ করার নোটিশ প্রদান করিতে পারবেন।
- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
- (ক) ‘সুদ বলিতে লভ্যাংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) ‘সিকিউরিটি বলিতে স্টক ও শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

- (গ) সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির মোট নামমাত্র মূল্য অথবা তার ধারণ করার ফরম বা হস্তান্তরের পদ্ধতিতে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, অনুরূপ সিকিউরিটি বলিতে সকল সিকিউরিটিকে বুঝানো হইবে, যা তার মালিককে একই ব্যক্তির সুদ ও মুনাফার ক্ষেত্রে একই প্রকার অধিকার প্রদান করে এবং উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একইরূপ সুযোগ প্রদান করে।

২৩১। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির কর পরিশোধের সার্টিফিকেটের প্রয়োজনীয়তা।—

- (১) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, যে ব্যক্তি বাংলাদেশে ডমিসাইল নন অথবা যে ব্যক্তি বাংলাদেশে ডমিসাইল কিন্তু বাংলাদেশ ত্যাগের সময় আয়কর কর্তৃপক্ষের অভিমত এরূপ যে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসবেন না, সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে এ মর্মে নিম্নবর্ণিত সার্টিফিকেট ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে পারবেন না, যেমন-

(ক) কর পরিশোধের সার্টিফিকেট, বা

(খ) তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক থাকলে, একটি অব্যাহতি সার্টিফিকেট, যা কেবল তখনই ইস্যু করা যাবে যখন উপ-কর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুরূপ ইচ্ছা আছে; এবং এরূপ অব্যাহতি সার্টিফিকেট একবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে বা সার্টিফিকেটে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে, প্রদান করা যেতে পারে।

- (২) কোনো বিমান বা জাহাজের মালিক অথবা চার্টারার উপ-ধারা (১) এর অধীন বর্ণিত কোনো ব্যক্তিকে যদি উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সার্টিফিকেট ছাড়া সেরূপ বিমান বা জাহাজ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশের যেকোনো স্থান হইতে বাংলাদেশের বাইরে যেকোনো স্থানে ভ্রমণের অনুমতি দেন, সেক্ষেত্রে তাকে-

(ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তির নিকট পাওনা কর বা তার নিকট পাওনা হইবে এবং তার দ্বারা প্রদেয় হইবে এরূপ কর পরিশোধ করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(খ) সেরূপ কর এবং জরিমানা আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতা হিসেবে গণ্য করা হইবে এবং সেমতে এই আইনের সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

- (৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) ‘অব্যাহতি সার্টিফিকেট’, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বলিতে সার্টিফিকেটে উল্লিখিত এক বা একাধিকবার ভ্রমণের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে কর পরিশোধ সার্টিফিকেট হইতে অব্যাহতি প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত সার্টিফিকেটকে বুঝাবে;

(খ) ‘মালিক’ অথবা ‘চার্টারার’ বলিতে কোনো জাহাজ বা বিমানের মালিক অথবা চার্টারার কর্তৃক উক্ত জাহাজ বা বিমানে ভ্রমণের অধিকার ইস্যু করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি, এজেন্ট অথবা কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) ‘কর পরিশোধ সার্টিফিকেট’, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বলিতে এ আইন, the Income Tax Act 1922 (XI of 1922) অথবা the Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984), the Gift-tax Act, 1963 (XIV

of 1963) অথবা দান-কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) বা the Wealth-tax Act, 1963 (XV of 1963) এর অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো দায় নেই অথবা উক্ত ব্যক্তির সকল প্রকার কর পরিশোধের অথবা তার দ্বারা প্রদেয় বা প্রদেয় হইতে পারে এমন যেকোনো প্রকার কর পরিশোধের উদ্দেশ্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে মর্মে প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেটকে বুঝাবে।

অংশ-১৪

আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা

প্রথম অধ্যায়

কর চুক্তি

২৩২। কর চুক্তি।—

- (১) সরকার অন্য যেকোনো দেশের সরকারের সাথে নিম্নবর্ণিত চুক্তি করিতে পারিবে-
 - (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কর অব্যাহতি:
 - (অ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীনে আয় যার উপর কর পরিশোধ করা হইয়াছে; অথবা
 - (আ) পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, ব্যাবসা ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীনে আরোপযোগ্য কর;
 - (খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে উৎস হইতে আয় নির্ধারণ;
 - (গ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীনে দ্বৈত কর পরিহার;
 - (ঘ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীনে আয়কর ফাঁকি অথবা পরিহার রোধে তথ্য বিনিময় অথবা উক্তরূপ ফাঁকি সম্পর্কিত মামলা তদন্ত;
 - (ঙ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীনে আয়কর উদ্ধার;
 - (চ) এই আইন এবং অপর দেশে বলবৎ অনুরূপ আইনের যে-কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে।
- (২) সরকার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশের বাইরের নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের সরকারের সাথে চুক্তি করিতে পারবে।
- (৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত চুক্তিতে এই আইন অথবা এই চুক্তি প্রণয়নের পূর্বের যে-কোনো সময়ের কর অব্যাহতি প্রদানের বিধানাবলী এবং যেসব আয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বৈত করের আওতাভুক্ত নয়, সেই প্রকারের আয় বিষয়ক বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তিপত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো দেশের আইনের অধীনে প্রদেয় কর বাবদ বাংলাদেশে প্রদেয় করের বিপরীতে সমন্বয় মঞ্জুর করার কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে এই অংশের বিভাগ- ২ এ উল্লিখিত বৈদেশিক কর সমন্বয় সম্পর্কিত বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অব্যাহতি ও বৈদেশিক কর ক্রেডিট

২৩৩। বাংলাদেশের বাইরে অর্জিত আয়ের জন্য অব্যাহতি-

যদি কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশে বসবাস করেন তার যে-কোনো বছরের আয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রমাণিত হয় যে, ঐ বছরের মধ্যে তার উক্ত আয় বাংলাদেশের বাইরে উদ্ভূত বা অর্জিত হইয়াছে সেই আয়ের জন্য তিনি কর্তন বা অন্য কোনোভাবে এমন দেশে কর প্রদান করেছেন যার সাথে অব্যাহতি বা দ্বৈত কর পরিহার এর জন্য পারস্পরিক চুক্তি নাই, সেক্ষেত্রে এইলক্ষ্যে উপ-কর কমিশনার বোর্ড কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিধানাবলীর নিরিখে বাংলাদেশে প্রচলিত করের গড় হার বা ঐ দেশে প্রচলিত করের গড় হার, এ দুইটির মধ্যে যা কম, সেই হিসাবে অনুরূপ দ্বৈত কর আরোপিত আয়ের উপর কর নিরূপণ করিবেন এবং তা বাংলাদেশে পরিশোধ যোগ্য কর হইতে বাদ দিবেন।

ব্যাখ্যা- ‘করের গড় হার’ বলিতে মোট আয়ের উপর নিরূপিত করকে অনুরূপ আয় দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত হারকে বুঝাবে।

২৩৪। বৈদেশিক কর ক্রেডিট।—

- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে ধারা ২৩২ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায়, যে-কোনো আয়ের উপর আরোপিত বাংলাদেশ করের বিপরীতে সমন্বয় সুবিধা অনুমোদিত হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিধানাবলি সাপেক্ষে, আরোপযোগ্য কর অনুরূপ সমন্বয় সুবিধার সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা হ্রাস পাবে।
- (২) কোনো আয়কর নির্ধারণী বছরে যে করদাতার আয়ের উপর কর আরোপযোগ্য হইয়াছে তিনি, যে সময়ের ভিত্তিতে উক্তরূপ আয় নিরূপিত হইয়াছে সে সময়ে নিবাসী না থাকেন তবে উক্ত আয়করের বিপরীতে উপ-ধারা (১) এর অধীন সমন্বয় অনুমোদনযোগ্য হইবে না।
- (৩) যেকোনো আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ করের বিপরীতে বৈদেশিক কর পরিশোধের সূত্রে অনুমোদনযোগ্য সমন্বয় এর পরিমাণ দ্বৈত করযোগ্য আয়ের উপর বর্ণিত করের গড় হারে নিরূপিত অর্থের পরিমাণকে অতিক্রান্ত করবে না।

২৩৫। বৈদেশিক কর সমন্বয় অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকারিতা।—

- (১) যেক্ষেত্রে আয়ের মধ্যে লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং চুক্তির অধীন উক্ত ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ করের বিপরীতে কোনো রেয়াত অনুমোদিত হইবে কিনা বা প্রদেয় রেয়াতের পরিমাণ কত হইবে, তা নিরূপণের লক্ষ্যে কোনো বৈদেশিক কর (সরাসরি দাবিযোগ্য বা লভ্যাংশের সূত্রে কর্তনযোগ্য হোক বা না হোক) বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেক্ষেত্রে রেয়াতের পরিমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে বিবেচিত লভ্যাংশের সাথে সম্পর্কিত বৈদেশিক করের সমপরিমাণ অংশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন, কোনো আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হয়, সেক্ষেত্রে বৈদেশিক কর, সরাসরি বা বিয়োজনের মাধ্যমে, আরোপযোগ্য না হইলে, উহা লভ্যাংশ

প্রদানকারী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর পরিশোধকৃত বৈদেশিক কর; অথবা উক্ত লভ্যাংশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, লভ্যাংশ প্রদেয় হবার পূর্বে উক্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক সমাপ্তকৃত সর্বশেষ হিসাব প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশ বিবেচনায় আনতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ‘পরিশোধিত’ অর্থ প্রদত্ত, জমাকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা প্রদত্ত, জমাকৃত বা বণ্টনকৃত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

- (৩) এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানাবলি এবং ধারা ৪৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আয়ের সূত্রে বৈদেশিক করের অংশবিশেষ বাংলাদেশ করের বিপরীতে রেয়াত অনুমোদিত না হইলে, উক্ত আয়ের পরিমাণ উক্ত বৈদেশিক করের অংশের সমপরিমাণ দ্বারা হ্রাস পেয়েছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে গৃহীত অর্থের ভিত্তিতে কোনো আয়কর পরিশোধযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আয়করের বিপরীতে রেয়াত হিসাবে অনুমোদিত সুবিধার সমহারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।
- (৫) ধারা ২৩৪(৩) এ উল্লিখিত হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির মোট আয় গণনাকালে এই ধারার উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, এবং এই ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে ‘আয়করের বিপরীতে অনুমোদিত রেয়াত/ক্রেডিট সুবিধা’ ‘আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক কর’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩৬। বৈদেশিক করের ক্রেডিট দাবির সীমাবদ্ধতা।—

- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক করের জন্য ক্রেডিট হিসাবে অনুমোদন প্রাপ্তির দাবি, যে করবর্ষে উক্তরূপ আয় বাংলাদেশে আরোপ করা হয়েছিলো বা আরোপযোগ্য হত সেই বছরের পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে যে কার্যালয়ে উক্ত পরিশোধকারীর আয়কর আরোপ করা হইয়াছে সেই কার্যালয়ের উপ-কর কমিশনারের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের আইন দ্বারা পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে চুক্তির অধীন প্রদত্ত সুবিধা অতিরিক্ত বা অপরিাপ্ত হিসাবে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর ফেরতের/রিফান্ডের দাবি বা নূতন করে কর নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এই আইনে বর্ণিত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না, যদি অনুরূপ সকল কর নির্ধারণী, সমন্বয় ও তা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য নিরূপণ বাংলাদেশে বা অন্যত্র সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ২ বছরের মধ্যে কর নির্ধারণী বা রিফান্ডের দাবি পূরণ না করা হয়।

২৩৭। আপীল।—

উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে কোনো পরিশোধকারী কর্তৃক দাবিকৃত বৈদেশিক কর রেয়াত, পূর্ণ বা আংশিক, অননুমোদন করা হয়, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আদেশ পরিশোধকারী এর কাছে পৌঁছার ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধকারী আপীলাত যুগ্ম কমিশনার এর নিকট আপীল করিতে পারবেন এবং একইভাবে এই আইনের অংশ ১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ প্রযোজ্য হইবে।

২৩৮। উৎসে কর কর্তনের বিধানাবলি।—

- (১) যেক্ষেত্রে সরকারের সাথে সম্পাদিত কোনো চুক্তি এই আইনের ধারা ২৩২ এর বিধানাবলি অনুসারে এরূপে কার্যকর থাকে যে, উক্তরূপ চুক্তিবদ্ধ কোনো দেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত কোনো বিশেষ শ্রেণির আয় বাংলাদেশে কর অব্যাহতি পাবে এবং এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আয় হইতে কর কতর্নযোগ্য হইবে, সেক্ষেত্রে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অনুরূপ যেকোনো শ্রেণিভুক্ত আয় (এই অনুচ্ছেদে বাংলাদেশি পরিশোধকারী হিসাবে উল্লিখিত) বর্ণিত দেশের আয় ভোগের অধিকারি ব্যক্তিকে (এই অনুচ্ছেদে অনিবাসী হিসাবে উল্লিখিত) প্রদান করে, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বোর্ড দ্বারা বা বোর্ডের অধীন নির্দেশিত নোটিশের অধীন অনিবাসীকে অনুরূপ যে কোনো আয়, কর কর্তন ব্যতিরেকে পরিশোধ করিতে পারবেন, এবং অনুরূপ নোটিশ যে তারিখে জারি করা হয়েছিলো, তা সেই তারিখে বাংলাদেশি পরিশোধকারী, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অনিবাসী ব্যক্তির নিকট নোটিশে বর্ণিত উৎস হইতে এই ধারার বিধানাবলির অধীন কোনো প্রকার কর্তন ব্যতিরেকে যে-কোনো পরিমাণ আয়, বা এইরূপ কোনো বছরের সম্ভাব্য আয়, যার উপর চুক্তি বলবৎ রয়েছে, পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত যে-কোনো নোটিশ অকার্যকর মর্মে ব্যাখ্যেয় হইবে যদি কোনো ক্ষেত্রে, অনুরূপ বর্ণনা থাক বা না থাক, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা বা তার অধীন জারিকৃত বাতিল নোটিশ দ্বারা তা অকার্যকর হয়; এবং যদি বাংলাদেশি পরিশোধকারী জানামতে অনুরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় বা তাকে বাতিল নোটিশ প্রদান করা হয়, তবে অনুরূপ কোনো ঘটনা বাংলাদেশি পরিশোধকারীর গোচরীভূত হওয়ার পর বা, ক্ষেত্রমতে, বাংলাদেশি পরিশোধকারী নোটিশ প্রাপ্তির পর বাংলাদেশি পরিশোধকারী কর্তৃক উক্ত অনিবাসীকে কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন করিতে হইবে।

২৩৯। সংজ্ঞা।—

- (১) এই অধ্যায়ে-
 - (ক) ‘বাংলাদেশ কর’ অর্থ আয়কর আইন, ২০২২ এর বিধান অনুসারে আরোপিত আয় কর;
 - (খ) ‘বিদেশি কর/বৈদেশিক কর’ অর্থ, এই আইনের ধারা ২৩২ এর বিধান অনুসারে, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে কার্যকর চুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত দেশের আইন অনুসারে আরোপযোগ্য কর যা চুক্তির অধীন সমন্বয়ে গ্রহণযোগ্য;
 - (গ) ‘বৈদেশিক আয়কর’ অর্থ আয়করের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেকোনো বৈদেশিক আয়কর।
- (২) যেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনের অধীন আরোপযোগ্য কোনো কর আয়কর হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ধারা ২৩২ এর অধীন কার্যকর চুক্তি অনুসারে, সেক্ষেত্রে সেই কর ক্ষেত্রমতে বিদেশি কর বা বৈদেশিক আয়কর ব্যতীত, বিদেশি কর হিসাবে বিবেচিত হইবে।
- (৩) এই অধ্যায়ের কোনো চুক্তির অধীন অনুমোদিত রেয়াতের ক্ষেত্রে বিদেশি কর বা বৈদেশিক আয়কর সম্পর্কিত যে-কোনো বরাত, যে দেশের সহিত উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই দেশের আইনের অধীন সরকার কর্তৃক আরোপিত করের বরাত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

অংশ-১৫

এজেন্সি, প্রতিনিধিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

২৪০। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায়।—

- (১) কোনো আয়ের বিষয়ে অন্যকোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে -
 - (ক) এরূপ কর্তব্য, দায়িত্ব ও দায়ের আওতাভুক্ত হইবে যেন অনুরূপ আয় তাহার সুবিধার্থে তাহার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে, বা তাহার বরাবরে উদ্ভূত হইয়াছে বা তাহার অনুকূলে জমা হইয়াছে;
 - (খ) তাহার নিজ নামে কর নির্ধারণে দায়ী হইবে; এবং
 - (গ) এই অংশের অন্যান্য বিধানাবলির সাপেক্ষে, এই আইনের সকল উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে করদাতা হিসেবে গণ্য হইবে।
- (২) কোনো ব্যক্তি, যাহার কোনো আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে এই ধারার বিধানাবলির আওতায় কর নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহার একই আয়ের জন্য এই আইনের অন্যকোনো বিধানের অধীনে কর নির্ধারণ করা যাইবে না।
- (৩) এই ধারার কোনো কিছুই ঐ ব্যক্তি যাহার জন্য বা যাহার পক্ষে বা যাহার সুবিধার জন্য প্রতিনিধি কোনো আয় গ্রহণের অধিকারী সেই ব্যক্তির সরাসরি কর নির্ধারণ বা তাহার নিকট হইতে উক্ত আয়ের উপর প্রদেয় কর আদায়কে বাধাগ্রস্ত করিবে না।
- (৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-
 - (ক) অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, বা ট্রাস্টি যিনি কোনো নাবালক, অপ্রকৃতিস্থ বা নির্বোধ এর জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার কল্যাণে কোনো আয় গ্রহণ করেন বা গ্রহণের অধিকারী হন, তিনি উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হইবেন;
 - (খ) আদালতের আদেশবলে বা আদেশাধীনে নিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, অফিসিয়াল ট্রাস্টি, বা কোনো রিসিভার, ম্যানেজার বা অন্য ব্যক্তি তিনি, যে নামেই আখ্যাত হন কেন, অন্যকোনো ব্যক্তির জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার সুবিধার জন্য কোনো আয় গ্রহণ বা গ্রহণের অধিকারী হইলে, উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন;
 - (গ) আইনগতভাবে বৈধ ওয়াকফ দলিলসহ আইনানুগভাবে সম্পাদিত লিখিত উইল বা অন্যকোন দলিল দ্বারা ঘোষিত কোনো ট্রাস্ট এর অধীনে নিযুক্ত ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিবর্গ যাহারা অন্যকোনো ব্যক্তির জন্য বা তাহার পক্ষে বা তাহার সুবিধার জন্য কোনো আয় গ্রহণ বা গ্রহণের অধিকারী হন, তাহারা উক্ত আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন;
 - (ঘ) কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ২৪১ এর অধীন কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হন, তিনি উক্ত অনিবাসীর যে আয় ধারা ১১ এর অধীন বাংলাদেশে উদ্ভূত বা অর্জিত হইয়াছে বলে বিবেচিত হইবে সে আয়ের জন্য প্রতিনিধি হইবেন।

২৪১। এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তি।—

- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হইবে, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি-
- (অ) যে অনিবাসীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছে;
- (আ) যাহার অনিবাসীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে;
- (ই) যে অনিবাসীর মালিকানাধীন কোনো অর্থ ধারণ করে অথবা প্রাপ্তি বা বন্দোবস্তকে নিয়ন্ত্রণ করে;
- (ঈ) যে অনিবাসীর একজন ট্রাস্টি; বা
- (উ) যাহার নিকট হইতে বা মাধ্যমে অনিবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো আয় গ্রহণ করে;
- (খ) নিবাসী বা অনিবাসী কোনো ব্যক্তি যে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো মূলধনি সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জন করে;
- (গ) কোনো ব্যক্তি যে অন্যকোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে অনিবাসীর একজন এজেন্ট হিসেবে ঘোষিত অথবা বিবেচিত হয়।
- (২) বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো স্বতন্ত্র দালাল যে কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে সরাসরি অনিবাসী প্রিন্সিপালের সাথে অথবা তাহার পক্ষে কারবার করে না বরং কোনো অনিবাসী দালালের সাথে বা মাধ্যমে কারবার করে, সে উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিবাসীর এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হইবে না, যদি-
- (ক) লেনদেনটি অনিবাসী দালালের মাধ্যমে সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসেবে সম্পাদিত হয়; এবং
- (খ) অনিবাসী দালাল তাহার সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ঐরূপ লেনদেন সম্পাদন করে।
- (৩) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন অনিবাসীর সাথে সম্পর্কের সূত্রে এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হইবে না।

২৪২। পরিশোধিত কর পুনরুদ্ধারে প্রতিনিধির অধিকার।—

- (১) কোনো প্রতিনিধি যে, ধারা ২৪০ এর অধীন তাহার দায়ের বিপরীতে, কোনো অংক পরিশোধ করে, সে যাহার পক্ষে উক্ত অংক পরিশোধ করিয়াছে তাহার নিকট হইতে পরিশোধিত উক্ত অংক পুনরুদ্ধারের অধিকারী হইবে, অথবা তাহার দখলে রহিয়াছে বা দখলে আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা প্রতিনিধি হইবার কারণে তাহার পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এরূপ অর্থ হইতে পরিশোধিত অংকের সমপরিমাণ অর্থ ধরে রাখিতে পারিবে।
- (২) কোনো প্রতিনিধি, বা অন্যকোনো ব্যক্তি যাকে প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করিয়া কর নির্ধারণ করা হইতে পারে, সে যে ব্যক্তির (অতঃপর “সুবিধাভোগী” হিসেবে উল্লিখিত) পক্ষে ধারা ২৪০ এর

অধীন কর পরিশোধের জন্য দায়ী, সে সুবিধাভোগীকে প্রদেয় কোনো অর্থ হইতে তাহার আনুমানিক করদায়ের অধিক নয় এরূপ পরিমাণ অর্থ ধরে রাখিতে পারিবে।

- (৩) সুবিধাভোগী এবং প্রতিনিধির মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্যের ঘটনা বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করিয়া কর নির্ধারণ করা হইতে পারে এরূপ আশঙ্কাগ্রস্থ কোনো ব্যক্তি, যেটি প্রযোজ্য, উপ-ধারা (২) এর অধীন, যে পরিমাণ অংক ধরে রাখার কথা, উক্ত প্রতিনিধি বা ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে ঐ অংক উল্লেখপূর্বক এ মর্মে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়তা দিতে পারিবে যে করদায় নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ অংক ধরিয়া রাখা বা মূলতবী থাকবে এবং এরূপে গৃহীত সার্টিফিকেট ঐ অংক ধরিয়া রাখার জন্য হুকুমনামা (warrant) হিসেবে গণ্য হইবে।

২৪৩। অংশীদার বা সদস্যের নিকট প্রাপ্য অপুনরুদ্ধারযোগ্য করের জন্য ফার্ম বা সংঘের দায়।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের কোনো অংশীদার বা কোনো ব্যক্তি-সংঘের কোনো সদস্যের নিকট হইতে ক্ষেত্রমত উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের অংশীদারী আয়ের প্রেক্ষিতে কোনো প্রদেয় কর অপুনরুদ্ধারযোগ্য হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার নোটিশযোগে উক্ত করের পরিমাণ কর ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘকে অবহিত করিবেন।
- (২) আপতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন করের পরিমাণ সম্পর্কিত নোটিশ প্রাপ্তির পর, নোটিশপ্রাপ্ত ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ উল্লিখিত কর পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে এবং উক্ত কর পুনরুদ্ধারকল্পে করদাতা হিসেবে বিবেচিত হইবে, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৪৪। ফার্ম, ইত্যাদির ব্যবসা বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদার, প্রমুখের দায়।—

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ কর্তৃক পরিচালিত কোনো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, অথবা যেক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের মোট আয়ের কর নির্ধারণ এরূপভাবে করা হইবে যেন কোনোরূপ বন্ধ/অবসান বা ভাঙ্গন সংঘটিত হয়নি, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের প্রেক্ষিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের ব্যবসা বন্ধকালীন সময়ে, বা ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ ভেঙ্গে যাওয়ার সময়, যেটি প্রযোজ্য, উক্ত ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য ছিলো, এবং তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করিলে মৃত্যুবরণকারীর আইনগত প্রতিনিধি, উক্ত কর নির্ধারণের ফলশ্রুতিতে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের দ্বারা প্রদেয় কর পরিশোধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবে এবং, জরিমানা ও অন্যান্য কোনো প্রদেয় অংকসহ উক্ত কর পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, করদাতা হিসেবে বিবেচিত হইবে; এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২৪৫। প্রাইভেট কোম্পানীর অপুনরুদ্ধারযোগ্য করের জন্য পরিচালকদের দায়।—

- (১) The Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো প্রাইভেট কোম্পানী অবলুপ্ত (wound up) হয় এবং কোম্পানীর অবলুপ্তির পূর্বে বা অবলুপ্তকালীন সময়ে বা অবলুপ্তির পরে, যখনই হউক, কোনো আয়বর্ষের কোনো আয়ের প্রেক্ষিতে কোম্পানীর উপর নিরূপিত কর আদায় করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে উক্ত কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন তাহারা উক্ত কর পরিশোধে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী হইবে

এবং উক্ত কর পুনরুদ্ধারকল্পে করদাতা হিসেবে বিবেচিত হইবে, এবং সেই মোতাবেক এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

- (২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রাইভেট কোম্পানীর আয়ের প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তির দায় স্থগিত থাকবে যদি সে উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রমাণ করিতে পারে যে, কোম্পানীর নিকট হইতে কর আদায় না হওয়ার জন্য কোম্পানীর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে তাহার স্থূল অবহেলা, বৈধ ক্ষমতার অপব্যবহার বা কোনো কর্তব্য লঙ্ঘন দায়ী নয়।

২৪৬। অবলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন প্রাইভেট কোম্পানীর করের জন্য লিকুইডেটরের দায়।—

- (১) আদালতের আদেশের মাধ্যমে বা অন্যকোনোভাবে অবলুপ্ত (wound up) কোনো প্রাইভেট কোম্পানীর লিকুইডেটর, তাহার লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তাহার নিযুক্তির বিষয়ে যে উপ-কর কমিশনারের অধীন উক্ত কোম্পানীর কর নির্ধারণের অধিক্ষেত্র রহিয়াছে তাহার নিকট নোটিশ প্রদান করিবেন।
- (২) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে, তাহার নিজস্ব বিবেচনায় আবশ্যিকীয় তথ্যাদি তলব অথবা প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন করিয়া, কোম্পানী কর্তৃক উক্ত সময়ে বা সম্ভবত তাহার পরে প্রদেয় কর পরিশোধের জন্য তাহার মতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে সে সম্পর্কে লিকুইডেটরকে অবগত করিবেন।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবগত হওয়ার পর লিকুইডেটর নোটিশে উল্লিখিত করের সমপরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখবেন এবং উক্ত অর্থ পৃথক করার পূর্বে, কোম্পানী অবলুপ্তির তারিখে কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় কর পরিশোধ অথবা যে সকল ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সরকারি পাওনার পরিশোধ অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্য, তাদের অর্থ পরিশোধের নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোম্পানীর কোনো সম্পদ পৃথক করে রাখা যাইবে না।
- (৪) লিকুইডেটর কোম্পানীর পক্ষে ঐ পরিমাণ কর পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন যে পরিমাণ সম্পর্কে উপ-ধারা (২) এর অধীন অবগত করা হইয়াছে, যদি তিনি-
- (ক) উপ-ধারা (১) এর চাহিদা অনুযায়ী নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন; বা
- (খ) উপ-ধারা (৩) এর বিধানবলীর লঙ্ঘন করেন।
- (৫) যখন একাধিক লিকুইডেটর নিযুক্ত থাকবে তখন এই ধারার অধীন লিকুইডেটরের আইনগত বাধ্যবাধকতা ও দায়সমূহ সকল লিকুইডেটরের উপর যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে বর্তাবে।
- (৬) আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে এই ধারার পরিপন্থী যা কিছুই থাকুক না কেন, এ ধারা কার্যকর হইবে।
- (৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘লিকুইডেটর’ বলিতে অবলুপ্তির প্রক্রিয়াধীন কোম্পানীর সম্পদের গ্রহীতা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২৪৭। অনিবাসীর শিপিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর দায়।—

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো অনিবাসী স্বত্বাধিকারী বা ভাড়াকারী হিসেবে (অতঃপর এ ধারায় প্রিন্সিপাল হিসেবে উল্লিখিত) জাহাজ চলাচলের ব্যবসা পরিচালনা

করে, সেক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলী অনুসারে অনুরূপ ব্যবসার জন্য কর আরোপ ও আদায় করা হইবে।

- (২) কোনো জাহাজ বাংলাদেশের যেকোনো বন্দর ত্যাগের পূর্বে উক্ত জাহাজের মাস্টার নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ রিটার্ন প্রস্তুত করিবেন এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট তা দাখিল করিবেন, যথা:-
- (ক) জাহাজটি বন্দরে সর্বশেষ আগমনের পর হইতে জাহাজে আরোহিত যাত্রী, গবাদিপশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে পরিশোধিত বা প্রদেয় অর্থের পরিমাণ; এবং
- (খ) বাংলাদেশের বাইরে যেকোনো বন্দরে জাহাজে আরোহিত যাত্রী, গবাদিপশু, ডাক বা মালামাল পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল কর্তৃক বা তাহার পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহীত, বা গৃহীত হইবে বলে বিবেচিত, অর্থের পরিমাণ।
- (৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অর্থের সমষ্টি নির্ধারণ করিবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেরূপ বিবরণাদি, হিসাব বা দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন এবং উল্লিখিত অর্থের নিরূপিত সমষ্টি প্রিন্সিপাল কর্তৃক উক্ত ব্যবসা হইতে বাংলাদেশে অর্জিত আয় হিসেবে বিবেচিত হইবে যা এই আইনের অধীন তাহার “ব্যবসা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য হইবে এবং অনুরূপ আয়ের উপর ৮% (আট শতাংশ) হারে কর আরোপিত হইবে।
- (৪) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জাহাজের মাস্টার বা প্রিন্সিপাল কর্তৃক জাহাজটি বন্দর ত্যাগের পূর্বে উপ-ধারা (২) এর অধীন আবশ্যিকীয় রিটার্ন দাখিল সম্ভব নয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল কর্তৃক তাহার পক্ষে অন্যকোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের জন্য সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে জাহাজ বন্দর ত্যাগের ৩০ দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা হইলে, উপ-কর কমিশনার প্রিন্সিপাল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উপ-ধারা (২) এর বিধান যথাযথ পরিপালন সাপেক্ষে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে পারিবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত কোনো চার্জ বর্ণিত ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর উদ্ধৃত হয়, সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারায় উল্লিখিত অপর ব্যক্তি যে মাসে উক্ত চার্জ উদ্ধৃত হইবে সে মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে ঐ চার্জের জন্য একটি সম্পূরক রিটার্ন দাখিল করিবেন এবং তাহার উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করিবেন।
- (৫) কোনো জাহাজকে বন্দর ছাড়পত্র অনুমোদন করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাস্টমস্ কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে যথযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদেয় কর যথাযথভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে বা তা পরিশোধের সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।
- (৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপিত প্রাপ্তির সমষ্টিগত অর্থের বিপরীতে কোনো খরচ অনুমোদনের প্রয়াসে এই আইনের অন্যকোনো কিছুকে এখানে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।
- (৭) এই ধারার অধীন পরিশোধিত কর, এই আইনের অধীন করদাতাহার চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ১৫৪ এর অধীন মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল আবশ্যিক হইবে না, অথবা তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ বা সমন্বয় দাবী করিতে পারিবেন না।

- (৮) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের মধ্যে ডেমাণ্ডেজ চার্জ বা হ্যান্ডেলিং চার্জ হিসেবে পরিশোধিত বা প্রদেয় অংক বা সমজাতীয় প্রকৃতির অন্যকোনো অংক অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২৪৮। অনিবাসীর বিমান পরিবহন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কর দায়।—

- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো অনিবাসী স্বত্বাধিকারী বা ভাড়াকারী হিসেবে (অতঃপর এই ধারায় প্রিন্সিপাল হিসেবে উল্লিখিত) বিমান পরিবহন ব্যবসা পরিচালনা করেন, এবং তাহার স্বত্বাধীন বা ভাড়াকৃত বিমান বাংলাদেশের কোনো বিমান বন্দর আগমন করে, সেক্ষেত্রে ঐ বিমানবন্দর হইতে বিমানটিতে আরোহিত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহন বাবদ গৃহীত অর্থের সমষ্টি প্রিন্সিপাল কর্তৃক উক্ত ব্যবসা হইতে বাংলাদেশে অর্জিত আয় হিসেবে বিবেচিত হইবে, যা এই আইনের অধীন তাহার “ব্যবসা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে কর আরোপিত হইবে।
- (২) প্রিন্সিপাল বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট প্রতি তিন মাসের জন্য রিটার্ন প্রস্তুত করিবে এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট তা প্রত্যেক অর্থ বছরের প্রতি ৩ মাসের শেষ দিন, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর, ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন, হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদর্শন করিয়া দাখিল করিবে, যথা:-
- (ক) উক্ত বিমানবন্দর হইতে বিমানে আরোহিত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহন বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে, পরিশোধিত বা প্রদেয় অর্থের পরিমাণ; এবং
- (খ) বাংলাদেশের বাইরের কোনো বিমানবন্দর হইতে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা মালামাল পরিবহন বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গৃহীত বা গৃহীত হইবে বলে বিবেচিত অর্থের পরিমাণ।
- (৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেরূপ বিবরণাদি, হিসাব বা দলিলাদি তলবক্রমে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মোট অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কর আরোপ করিতে পারিবেন।
- (৪) যেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদেয় কর ৩ মাসের অধিক সময়ের জন্য পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে কর কমিশনার উক্ত বিমানের ছাড়পত্র মঞ্জুর করার এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রিন্সিপালের নাম ও তৎকর্তৃক প্রদেয় করের পরিমাণ উল্লেখক্রমে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উক্ত প্রিন্সিপালের স্বত্বাধীন বা ভাড়াকৃত বিমানকে প্রদেয় কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো বিমান বন্দর ত্যাগের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবে না।
- (৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপিত প্রাপ্তির সমষ্টিগত অর্থের বিপরীতে কোনো খরচ অনুমোদনের প্রয়াসে এই আইনের অন্যকোনো কিছুকে এখানে ব্যাখ্যা করা যাইবে না।
- (৬) এই ধারার অধীন পরিশোধিত কর, এই আইনের অধীন চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ১৫৪ এর অধীন রিটার্ন দাখিল আবশ্যিক হইবে না, অথবা তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো কর প্রত্যর্পণ বা সমন্বয় দাবি করিতে পারিবেন না।

অংশ ১৬

সনাত্তকরণ নম্বর

২৪৯। করদাতা সনাত্তকরণ নম্বর (টিআইএন)।—

- (১) প্রত্যেক করদাতাকে একটি করদাতা সনাত্তকরণ নম্বর, অতঃপর টিআইএন বলিয়া উল্লিখিত, গ্রহণ করিতে হইবে।
- (২) বোর্ড, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, টিআইএন গ্রহণের কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৩) কোনো করদাতা টিআইএন গ্রহণ না করলেও কর নির্ধারণ ও কর দায় পরিগণনাসহ উক্ত করদাতার বিরুদ্ধে যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই বাধা হইবে না।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির টিআইএন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, কিন্তু তা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তিকে একটি অস্থায়ী নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) প্রদান করা যাইবে।

২৫০। উইথহোল্ডার সনাত্তকরণ নম্বর (ডব্লিউআইএন)।—

- (১) এই আইনের অংশ ৫ এর অধীন কর কর্তন বা আদায় করার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি উইথহোল্ডার সনাত্তকরণ নম্বর, অতঃপর ডব্লিউআইএন উল্লিখিত, গ্রহণ করিতে হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি ডব্লিউআইএন গ্রহণ না করলেও ব্যক্তিগত দায় আরোপসহ উক্ত ব্যক্তির উপর যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধারার কোনো কিছুই বাধা হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ডব্লিউআইএন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, কিন্তু তা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তিকে একটি অস্থায়ী উইথহোল্ডার নম্বর (টিডব্লিউআইএন) প্রদান করা যাইবে।

২৫১। টিআইএন এর গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।—

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে একজন ব্যক্তিকে টিআইএন থাকার প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।
- (২) একজন ব্যক্তির টিআইএন থাকার প্রমাণ হইবে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত বা বোর্ড কর্তৃক এবিষয়ে অনুমোদিত কোনো সিস্টেম হইতে ইস্যুকৃত সাটিফিকেট অথবা রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র যদি উক্ত সাটিফিকেট অথবা প্রাপ্তিস্বীকারপত্রটি ঐ ব্যক্তির নাম ও টিআইএন সম্বলিত হয়।
- (৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে টিআইএন থাকার প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে, যথা:—
 - (ক) আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার সময়;

- (খ) আমদানি রেজিস্ট্রেশন সনদ অথবা রপ্তানী রেজিস্ট্রেশন সনদের জন্য আবেদনের সময়;
- (গ) সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নের সময়;
- (ঘ) দ্রব্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন অথবা সেবা প্রদানের জন্য একজন নিবাসী কর্তৃক দরপত্র দাখিলের সময়;
- (ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের সময়;
- (চ) সাধারণ বীমার সার্ভেয়ার লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন, কিংবা সার্ভেয়ার হিসেবে তালিকাভুক্তির সময়;
- (ছ) একজন নিবাসী কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবস্থিত ১০ লাখ টাকার অধিক দলিল মূল্যের জমি, দালান অথবা এপার্টমেন্ট এর হস্তান্তর, বায়নানামা সম্পাদন বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদান/গ্রহণ সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধন প্রাপ্তির সময়;
- (জ) ভাড়ার চালিত বাস, ট্রাক, প্রাইম মুভার, লরি ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নের সময়;
- (ঝ) কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ৫ লাখ টাকার অধিক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদনের সময়;
- (ঞ) ক্রেডিট কার্ড গ্রহণের সময়;
- (ট) চিকিৎসক, দস্তচিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসেবে বা অনুরূপ পেশাজীবী হিসেবে কোনো পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের সময়;
- (ঠ) কোম্পানীর পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হওয়া বা থাকার সময়;
- (ড) Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে লাইসেন্স গ্রহণ এবং বহাল রাখার সময়;
- (ঢ) কোনো ব্যবসায়িক বা পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (ণ) দালান নির্মাণের নকশা অনুমোদনের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের সময়;
- (ত) ডাগ লাইসেন্স গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (থ) বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (দ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বাণিজ্যিক বৈদ্যুতিক সংযোগ গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (ধ) মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নের সময়;

- (ন) ভাড়ার চালিত লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার ও ডাম্প-বার্জ ইত্যাদি সহ যেকোনো নৌযানের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (প) বীমা কোম্পানীর এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নের সময়;
- (ফ) কোনো জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বা ক্ষেত্রমত, পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ইট উৎপাদনের জন্য অনুমতিপত্র সংগ্রহ বা অনুমোদন নবায়নের সময়;
- (ব) উপজেলা, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সময়;
- (ভ) সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানরত কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সন্তান বা নির্ভরশীলকে ভর্তি করানোর সময়;
- (ম) সরকার অথবা সরকারের বা প্রচলিত কোনো আইন, আদেশ বা দলিলের মাধ্যমে গঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সভা বা ইউনিটের কোনো কর্মী কর্তৃক “চাকুরি হইতে আয়” খাতের অধীনে কোনো অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি ঐ কর্মী আয়বর্ষের যেকোনো সময় ১৬ হাজার বা ততোধিক টাকা মূল বেতন হিসেবে উত্তোলন করেন;
- (য) মাসিক পেমেন্ট অর্ডার (এমপিও) এর আওতায় সরকার থেকে মাসিক ১৬ হাজার টাকার বেশি অর্থ গ্রহণ করেন;
- (র) ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক পদে বা উৎপাদনের সুপারভাইজরী পদে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক “চাকুরি হইতে আয়” খাতের অধীন কোনো অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে;
- (ল) কোম্পানীর এজেন্সি অথবা ডিস্ট্রিবিউটরশীপ গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (শ) মোবাইল ব্যাংকিং বা অন্যকোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর অথবা মোবাইল ফোন অ্যাকাউন্ট রিচার্জ সংশ্লিষ্ট সেবার বিপরীতে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে;
- (ষ) একজন নিবাসী কর্তৃক উপদেষ্টা বা কনসালটেন্সি সেবা, ক্যাটারিং সেবা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেবা, জনবল সরবরাহ বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে কোনো কোম্পানীর থেকে অর্থ গ্রহণের সময়;
- (স) বাংলাদেশে আমদানি অথবা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানীর জন্য বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময়;
- (হ) মোটরযান, স্পেস, আবাসন বা অন্য কোনো সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ারিং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে;
- (ড়) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারী সংস্থা বা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার বরাবর বিদেশী অনুদান ছাড়করণের সময়;
- (ঢ) অপ্তের লাইসেন্স গ্রহণ বা বহাল রাখার সময়;
- (য়) দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

- (৭) দুই লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব খুলতে;
- (৭) সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন গ্রহণে।
- (৪) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে টিআইএন দাখিল করা হইতে অব্যাহতি দিতে পারবে।
- (৫) কোনো আবেদন বা মনোনয়ন প্রসেস, লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, পারমিশন, ভর্তি, এজেন্সি বা ডিস্ট্রিবিউটরশীপ অনুমোদন, ঋণ মঞ্জুর, ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকরণ, কানেকশনের অনুমতি প্রদান, নিবন্ধন সম্পাদন বা যেকোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উপ-ধারা (১) মোতাবেক টিআইএন থাকার প্রমাণ দাখিল না করা পর্যন্ত অথবা টিআইএন থাকার প্রমাণ দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত মর্মে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল না করা পর্যন্ত, ক্ষেত্রমত, অনুরূপ প্রসেস, অনুমোদন, মঞ্জুর, ইস্যু, অনুমতি, সম্পাদন বা অর্থ পরিশোধ হইতে বিরত থাকবেন।
- (৬) যে ব্যক্তির নিকট টিআইএন থাকার প্রমাণ দাখিল করা হইবে, সেই ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দাখিলকৃত টিআইএন এর সঠিকতা যাচাই করবেন।

২৫২। টিআইএন প্রদর্শন।—

ব্যবসা হইতে আয় রহিয়াছে এইরূপ একজন করদাতাকে টিআইএন থাকার প্রমাণ তার ব্যবসার স্থলে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোনো স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

অংশ ১৭ জরিমানা

২৫৩। রিটার্ন, ইত্যাদি দাখিলে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—

(১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৫৪, ১৬০, ১৭৮, ১৮০ বা ২০০ এর অধীন কোনো ব্যক্তি রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার ঐ ব্যক্তির উপর তার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যা ন্যূনতম ১০০০ টাকা হইবে এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য পঞ্চাশ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত জরিমানার পরিমাণ নিম্নবর্ণিত অংক অতিক্রম করিবে না, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যার ইতিপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তার ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা;

(খ) কোনো ব্যক্তি করদাতা, যার ইতিপূর্বে কর নির্ধারণ হইয়াছে, তার ক্ষেত্রে সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) বা ১০০০ টাকা, দু'টির মধ্যে যাহা অধিক।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, নিম্নোক্ত বিষয়াদি পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন,

(ক) ধারা ১৩৩, ১৬৩, ১৮৩, ১৮৪ বা ১৮৫ এর অধীন কোনো রিটার্ন, সার্টিফিকেট, বিবরণী বা তথ্য দাখিল বা উপস্থাপন; বা

(খ) ধারা ২৫২ এর বিধানাবলি অনুযায়ী করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) এর সার্টিফিকেট প্রদর্শন;

সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার ঐ ব্যক্তির উপর-

(ক) যেক্ষেত্রে ধারা ১৬৩ বা ১৮৩ এর অধীন কোনো রিটার্ন, বিবরণী বা তথ্য দাখিল বা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন সেক্ষেত্রে তার সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে অথবা ৫০০০ টাকা, দু'টির মধ্যে যা অধিক, সে পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তার ভগ্নাংশের জন্য ১০০০ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;

(খ) অন্যান্য পরিপালনজনিত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি মাসের জন্য অথবা তার ভগ্নাংশের জন্য ১০০০ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন;

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৮৭ এর আবশ্যিকতা অনুযায়ী কোনো তথ্য দাখিল বা উপস্থাপনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে যে আয়কর কর্তৃপক্ষ ধারা ১৮৭ এর অধীন তথ্য চেয়েছেন

সে কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তির উপর ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন প্রতি দিনের জন্য ৫০০ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৫৪। **বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করার জরিমানা।—**

(১) যেক্ষেত্রে স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি ভাড়া হইতে আয় নাই এরূপ কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৬৫(৩) অনুসারে বা উক্ত ধারার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আদেশ বা বিধিমালার বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তার উপর নিম্নোক্তভাবে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) তার প্রদেয় করের অনধিক দেড়গুণ পরিমাণ; এবং

(খ) ঐ ব্যক্তির মোট আয় করমুক্ত আয় সীমার মধ্যে হইলে ১০০ টাকা।

(২) যেক্ষেত্রে স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি ভাড়া হইতে আয় রয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৬৫(৩) অনুসারে বা উক্ত ধারার উদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো আদেশ বা বিধিমালার বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তার উপর ট্যানজিবল সম্পত্তি ভাড়া হইতে অর্জিত আয়ের জন্য প্রদেয় করের ৫০% (পাঁচাশ শতাংশ) বা ৫০০০ টাকা, দু'টির মধ্যে যা অধিক, সে পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৫৫। **জাল করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহারের জন্য জরিমানা।—**

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, তার রিটার্নে বা কোনো দলিলে, যেখানে এই আইনের অধীন করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) আবশ্যিক, অন্যকোনো ব্যক্তির অথবা জাল করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনূন ২০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৫৬। **করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), ইত্যাদির যথার্থতা যাচাইয়ে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—**

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ২৫১ এর উপ-ধারা (৫) বা (৬) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার বা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর নিম্নোক্তভাবে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) উপ-ধারা (৫) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অনধিক ২ লাখ টাকা;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অনধিক ৫০ হাজার টাকা।

২৫৭। **অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—**

যেক্ষেত্রে অংশ ৮ এর আওতায় কর নির্ধারণ সম্পর্কীয় কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি-

(ক) যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ১৪২ এর বিধান অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ধারা ১৪৩ এর অধীন তার দ্বারা প্রদেয় করের এরূপ কোনো প্রাক্কলন উপস্থাপন করেন যা তার জানামতে বা বিশ্বাস অনুযায়ী অসত্য;

সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপর সর্বোচ্চ এরূপ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন যা ঐ ব্যক্তির প্রদেয় কর ও প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত কর, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধানের অধিক নয়।

২৫৮। নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৬৯ বা ১৭০ এর অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশ মান্যে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর এরূপ জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন যা তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য করের অধিক হইবে না।

২৫৯। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।—

এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে উপ-কর কমিশনার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬২ এর আবশ্যিকতা অনুযায়ী কর পরিশোধ করেননি, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ করের অনধিক ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) অথবা, ক্ষেত্রমত, অপরিশোধিত আংশিক করের সমপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬০। আয় গোপন করার জন্য জরিমানা।—

(১) এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি, উক্ত কার্যক্রমে কিংবা একই আয়বর্ষের কর নির্ধারণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কোনো কার্যক্রমে তার আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় এর তথ্য বা অন্যকোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা করদাতার প্রদেয় অংকের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা অসত্য পরিমাণে প্রদর্শনের মাধ্যমে এই আইনের অধীন প্রদেয় অংকের ফাঁকি দিয়েছেন, তাহলে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর ক+খ এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবেন, যেক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অংক X ১৫% ;

খ = ফাঁকি দেওয়া অংক X ১০% X ব;

ব = অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যে করবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে সে করবর্ষ হইতে উক্ত অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যে করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সে করবর্ষ পর্যন্ত মোট বছর।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, -

(ক) “কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ” বলিতে -

(অ) উপ-কর কমিশনার পদের নিম্নে নহে এরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষ কে বুঝাবে; এবং

(আ) কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কে বুঝাবে;

(খ) “ফাঁকি দেওয়া অংক” বলিতে কোনো করবর্ষে গ-ঘ কে বুঝাবে,

যেক্ষেত্রে—

গ = যদি আয়, সম্পদ, দায়, ব্যয় বা অন্যকোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অসত্য পরিমাণে প্রদর্শন করা না হতো তাহলে কোনো করবর্ষে প্রদেয় কর ও অন্যান্য অংক;

ঘ = সংশ্লিষ্ট করবর্ষে প্রকৃত পরিশোধিত অংক।

২৬১। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক জাল নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, উপ-কর কমিশনার, আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার, কমিশনার (আপীল) অথবা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি-

- (ক) কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক এ মর্মে প্রত্যায়িত নয় যে, হিসাব সংরক্ষণ, বিবরণী প্রস্তুত ও রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বি এ এস) ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বি এফ আর এস) এবং নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং (বি এস এ) অনুসরণ করা হইয়াছে; অথবা
- (খ) অসত্য বা অশুদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এর উপর সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করিবেন।

২৬২। জাল নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে, উপ-কর কমিশনার, আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার, কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এ মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, করদাতা কর্তৃক কোনো আয়বর্ষের জন্য রিটার্নের সাথে বা পরবর্তী সময়ে দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত নয় বা অসত্য হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত করদাতার উপর উক্ত আয়বর্ষের জন্য ১ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৩। কর পরিশোধে খেলাপি হওয়ার জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কর পরিশোধে খেলাপি হন বা খেলাপি হিসেবে গণ্য হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত করদাতার নিকট হইতে, বকেয়া করের অতিরিক্ত, উক্ত বকেয়া করের অধিক হইবে না এরূপ অংক জরিমানা হিসেবে আদায় করা যাবে।

২৬৪। ধারা ২২৩ এর বিধান পরিপালন না করার জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২২৯ এর অধীন কোনো নোটিশ বা অধিযাচন পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ১% (এক শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৫। ধারা ২২৫ এর বিধান পরিপালন না করার জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২২৫ অনুসারে কোনো তথ্য বা দলিল বা রেকর্ড রাখতে, সংরক্ষণ করিতে বা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, এই আইনের অংশ ১৭ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করে, উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ১% (এক শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৬। ধারা ২২৬ এর বিধান পরিপালন না করার জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২৩২ এর বিধানাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক ২% (দুই শতাংশ) জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৭। ধারা ২২৭ এর বিধান পরিপালন না করার জরিমানা।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২২৭ অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক ৩ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

২৬৮। শুনানি ব্যতীত জরিমানা আরোপে নিষেধাজ্ঞা।—

কোনো ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ বা তাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে, এ অংশের অধীন তার উপর জরিমানা আরোপের কোনো আদেশ প্রদান করা যাবে না।

২৬৯। জরিমানা আরোপের জন্য পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন।—

উপ-কর কমিশনার ধারা ২৫৩, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ ও ২২৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করে এই অংশের আওতায় কোনো জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন না।

২৭০। উপ-কর কমিশনারের নিকট জরিমানা আদেশ প্রেরণ।—

আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা উপ-কর কমিশনার ব্যতীত অন্যকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ এ অংশের আওতায় যদি কোনো জরিমানা আরোপের আদেশ প্রদান করে, সেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি উপ-কর কমিশনার বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে এবং সে কারণে জরিমানা আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত এই আইনের সকল বিধানাবলি এরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত আদেশ উপ-কর কমিশনার প্রদান করেছেন।

২৭১। জরিমানা অন্যকোনো দায়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।—

এই অংশের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এ আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনের অধীনে কোনো দায় যার জন্য উক্ত ব্যক্তি দায়ী বা দায়ী হইতে পারে এইরূপ দায়ের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

২৭২। সংশোধিত আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে জরিমানা আদেশ সংশোধন।—

(১) যেক্ষেত্রে এই অংশের অধীন আরোপিত কোনো জরিমানার পরিমাণ এই আইনের বিধানাবলির আওতায় নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এবং এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা পরবর্তীতে উক্ত আয়ের পরিমাণ সংশোধিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার আয়ের পরিমাণ সংশোধন করার সময় সংশোধিত জরিমানা আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনো প্রকার আদেশ জারির পূর্বে যার উপর জরিমানা প্রযোজ্য তাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সংশোধিত কর নির্ধারণী আদেশ জারির পরও উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জরিমানার সংশোধিত আদেশ জারি করা হয়নি, সেক্ষেত্রে যার উপর জরিমানা আদেশ প্রযোজ্য সে উক্ত জরিমানার পরিমাণ সংশোধন করার অনুরোধ জানিয়ে উপ-কর কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে পারিবে, এবং এরূপ আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে যদি কোনো আদেশ প্রদান করা না হয়, তাহিলে সংশোধিত কর নির্ধারণী অনুসারে জরিমানার আদেশটি সংশোধিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং সে অনুসারে এই আইনের সকল বিধান কার্যকর হইবে।

অংশ ১৮

স্ফোভের প্রতিবিধান

প্রথম অধ্যায়

প্রশাসনিক রিভিশন

২৭৩। কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতা।—

- (১) কমিশনার করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই আইনের অধীন তার অধিক্ষেত্রাধীন অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশের রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেরূপ অনুসন্ধান করিয়া বা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, তৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবেন, তবে করদাতার স্বার্থের হানিকর কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।
- (২) এই আইনের অধীন কমিশনারের অধিক্ষেত্রাধীন অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রিভিশনের আবেদন অনুরূপ আদেশ করদাতার অবহিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে অথবা উক্ত ৬০দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে না পারার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হয়ে কমিশনার কর্তৃক কোনো সময় বর্ধিত করা হইলে উক্তরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।
- (৩) কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন না, যথা:-
 - (ক) যেক্ষেত্রে আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) এর নিকট বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল করা হয় এবং যদি অনুরূপ আপীলের সময় উত্তীর্ণ না হয় অথবা করদাতা তাহার আপীল করিবার অধিকার পরিত্যাগ না করেন;
 - (খ) যেক্ষেত্রে আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের নিকট আপীলের বিষয়ে আদেশ অপেক্ষমান।
- (৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন বিবেচিত হইবে না, যদি না-
 - (ক) আবেদনের সহিত ২০০ টাকা ফি প্রদান করা হয়; এবং
 - (খ) অবিতর্কিত করে অংশ পরিশোধ করা হয়।ব্যাখ্যা।— “অবিতর্কিত করে অংশ” অর্থ ধারা ১৬২ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর।
- (৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনার কর্তৃক অসম্মতি জ্ঞাপনসূচক কোনো আদেশ করদাতার স্বার্থের হানিকর হিসাবে জারি করা হইবে না।
- (৬) এই আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হইলে যদি কমিশনার উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তবে উক্ত রিভিশন অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

- (৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অতিরিক্ত কমিশনার (আপীল) সেই কর কমিশনারের অধস্তন কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন যার অধস্তন উপ-কর কমিশনার দ্বারা পুনর্বিবেচনাধীন আপীলের বিষয়বস্তু আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আপীল এবং রেফারেন্স

২৭৪। আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল।—

- (১) কোনো করদাতা আয়কর কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আপীল করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) আয় নির্ধারণ;
- (খ) পরিশোধ্য করদায় নিরূপণ;
- (গ) ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা;
- (ঘ) দণ্ড বা সুদ আরোপ;
- (ঙ) চার্জ এবং সারচার্জ বা অন্যকোনো অর্থ হিসাব;
- (চ) প্রত্যর্পণের পরিমাণ নিরূপণ;
- (ছ) করের ক্রেডিট; এবং
- (জ) কোনো প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত।
- (২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কেবল কমিশনার (আপীল) বরাবর আপীল করা যাইবে, যথা:-
- (ক) কোম্পানী কর্তৃক আপীল;
- (খ) ধারা ২০১ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপীল;
- (গ) আন্তর্জাতিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট সমন্বয় বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।
- (৩) বোর্ড-
- (ক) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের উপর কোনো আপীল নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে;
- (খ) এক আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অন্য আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল নিষ্পত্তির দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবে।
- (৪) করারোপিত শেয়ার আয় হিসেবে পরিগণিত কোনো আয়ের ক্ষেত্রে আপীল করা যাইবে না।
- (৫) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, কর নিরূপণ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা যাইবে না, যথা:-

রিটার্ন দাখিলের পরিস্থিতি	শর্ত
যেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে	ধারা ১৬২ এর অধীন কোনো কর পরিশোধ করা হয়নি

যেক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিল করা হয়নি	উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত করের ন্যূনতম দশ শতাংশ (১০%) কর পরিশোধ করা হয়নি:
------------------------------------	---

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আপীলকারী আপীল দায়েরের পূর্বে তার রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করে থাকেন এবং আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সন্তোষজনক কারণে আপীলকারী রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর পরিশোধ করিতে পারেননি, তাহলে আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ শুনানির জন্য আপীল গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৭৫। আপীল দায়েরের ফরম, পদ্ধতি এবং সময়সীমা।—

- (১) উপ-ধারা (২) সাপেক্ষে, ধারা ২৭৪ এর অধীন প্রত্যেক আপীল নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিতে হইবে।
- (২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-
 - (ক) ইলেক্ট্রনিক্যালি বা অন্যকোনো যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে;
 - (খ) উক্ত আপীল দায়েরের ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
- (৩) আপীলকারীকে আপীল দায়েরের তারিখে বা উহার পূর্বে ২০০ টাকা ফি পরিশোধ করিতে হইবে।
- (৪) আপীলকারীকে উপ-ধারা (৫) সাপেক্ষে, ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হইবে; যদি-
 - (ক) কর নির্ধারণ বা দণ্ড সংক্রান্ত হইলে, ঐরূপ কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, দণ্ড সংশ্লিষ্ট কর দাবী নোটিশ জারির তারিখ হইতে; এবং
 - (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়, তা জারির তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে পারিবেন।
- (৫) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৪) এর বর্ণিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি উহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপীলকারীর আপীল দায়েরকরণে ব্যর্থ হইবার পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল।

২৭৬। আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।—

- (১) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর জন্য তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, এবং তৎসম্পর্কিত একটি নোটিশ আপীলকারী ও সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে তাকে প্রদান করিবেন।
- (২) আপীলকারী এবং উপ-কর কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আপীল শুনানীতে অংশগ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।
- (৩) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, সময় সময়, আপীল শুনানী মূলতবী রাখতে পারিবেন।
- (৪) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ শুনানীকালে বা তৎপূর্বে আবেদনে উপস্থাপিত কারণ ছাড়াও আপীলের অন্যান্য কারণ অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন

যে, আপীল আবেদন ফরমে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুরূপ কারণ বাদ/উল্লিখিত দেয়া হয়নি এবং উক্তরূপ বাদ পড়া অযৌক্তিক ছিল না।

- (৫) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবেন সেদৃশ তদন্ত সম্পাদন করিতে পারিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে আপীলের কারণ সম্পর্কিত তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন অথবা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক বিষয়টি সম্পর্কে অধিকতর তদন্ত সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।
- (৬) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানী চলাকালে এরূপ কোনো দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যা উপ-কর কমিশনারের নিকট সময়মত উপস্থাপন করা হয়নি, যদি না তার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ দলিলাদি বা সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-কর কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না।

২৭৭। আপীলের সিদ্ধান্ত।—

- (১) কোনো আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ -
- (ক) কর নির্ধারণী আদেশের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী চূড়ান্তকরণ, হ্রাস, বর্ধিত, নাকচ বা রদ করিতে পারিবেন;
- (খ) জরিমানা আরোপের আদেশ সংক্রান্ত মামলায়, অনুরূপ আদেশ চূড়ান্তকরণ, নাকচ বা বাতিল অথবা ভিন্ন পন্থায় জরিমানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন; এবং
- (গ) অন্য যেকোনো মামলায়, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেদৃশ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন:
- (২) ধারা ৩৪১ এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতার উপর নোটিশ জারি করা হয় নাই মর্মে আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) এর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হইলে, কোনো কর নির্ধারণী বা জরিমানা আরোপের আদেশ নাকচ করা যাইবে না।
- (৩) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো কর নির্ধারণীতে করের পরিমাণ বা আরোপিত জরিমানার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা কর প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন না, যদি না আপীলকারীকে অনুরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ দর্শানোর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করা হয়।
- (৪) আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত আপীলের রায় লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে এবং নিষ্পত্তির বিষয়বস্তু, তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে যথাযথ কারণসমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো আপীল মামলার ফলে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, সেক্ষেত্রে আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়কর নির্ধারণীতে সে অনুযায়ী সংশোধনী আনয়নের জন্য উপ-কর কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
- (৬) কোনো আপীল মামলা নিষ্পত্তির পর আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক জারিকৃত আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ জারির বিষয়টি আপীলকারী, উপ-কর কমিশনার এবং কমিশনারকে অবহিত করিতে হইবে।

- (৭) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আপীল যে তারিখে আপীল দায়ের করা হয়েছিল, সেই তারিখের সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির পরবর্তী ১৫০ দিনের মধ্যে যদি আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ সেটির উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে আপীলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

২৭৮। ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।-

ধারা ২০৫ এর অধীন ট্যাক্স রিকোভারি অফিসারর জারিকৃত আদেশে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আদেশটি জারির ৩০ দিনের মধ্যে এই মর্মে কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ আপীলের ক্ষেত্রে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

২৭৯। আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল।-

- (১) যদি কোনো করদাতা ধারা ২৬০ অথবা ২৭৭ এর অধীন, আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপীল) কর্তৃক জারিকৃত আদেশে সংক্ষুদ্ধ হন, তবে তিনি আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল করিতে পারিবেন।
- (২) করদাতা, আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপীল) এর আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর, এবং ধারা ১৬২ অনুসারে পরিশোধযোগ্য করের মধ্যকার যে পার্থক্য হইবে, তার ১০% (দশ শতাংশ), কর পরিশোধ না করিয়া থাকিলে, আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপীল দায়ের করিতে পারিবেন না:
- (৩) আপীলকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর কমিশনার, আবেদনে উল্লিখিত কারণ তাহার নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধের বাধ্যবাধকতা শিথিল করিতে পারিবেন এবং আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনে মধ্যে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।
- (৪) উপ-কর কমিশনার কর কমিশনারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ধারা ২৭৭ এর অধীন আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (৫) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে করদাতা অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনারকে অবহিত করিবার পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রত্যেক আপীল দাখিল করিতে হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৬০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলেও, যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যর্থতার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, তবে ঐ মেয়াদপূর্তির পরও উক্ত আপীল গৃহীত হইবে।
- (৬) নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং উপ-ধারা (২) এর ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপীল আবেদনের সহিত ১০০০ টাকা ফি জমা দিতে হইবে।
- (৭) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) ইলেক্ট্রনিক্যালি বা অন্যকোনো যন্ত্রে পাঠযোগ্য বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য মাধ্যমে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত আপীল দায়ের করিবার ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৮০। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তি।—

- (১) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীল মামলার উভয় পক্ষকে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর আপীলটির ক্ষেত্রে যেরূপ যথাযথ মনে করবে সেরূপ আদেশ প্রদান করবে।
- (২) কোনো আপীল নিষ্পত্তির প্রাক্কালে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীল সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য তলব করিতে পারিবে অথবা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে আপীল মামলার কারণে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, অথবা ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘের কর নির্ধারণী আদেশ নূতনভাবে করিতে হয়, সেক্ষেত্রে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আনীত উক্ত পরিবর্তন মোতাবেক উপ-কর কমিশনারকে উক্ত ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি সংঘের সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
- (৪) কোনো আপীল মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল তৎকর্তৃক জারিকৃত আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশটি আপীলকারী/করদাতাকে এবং কমিশনারকে অবহিত করিবেন।
- (৫) এই অধ্যায়ের অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো আপীলের বিষয়ে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হইবে।
- (৬) এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল আবেদন দাখিল করা হইলে, যে মাসে সেটি দাখিল করা হইয়াছে, তৎপরবর্তী ১৮০ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল উক্ত আপীলের উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আপীলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে এবং যেক্ষেত্রে দুই সদস্য বিশিষ্ট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল মামলা শুনানি করেন এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণের কারণে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হইলে, উক্ত মেয়াদ হইবে যে মাসে আপীল দাখিল করা হইয়াছে, তৎপরবর্তী ২৪০ দিন।

২৮১। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স।—

- (১) ধারা ২৮০ এর অধীন করদাতা অথবা কমিশনার কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে কমিশনার বা করদাতা অনুরূপ আদেশ হইতে উদ্ধৃত কোনো আইনি প্রশ্নে বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে চাইলে এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে হাইকোর্ট বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না করদাতা নিম্নবর্ণিত হারে ফি এবং কর পরিশোধ করেন, যথা:-

- (ক) করদাতার ক্ষেত্রে আবেদনের সহিত ২০০০ টাকা ফি সংযুক্ত করা না হয়; এবং

- (খ) যেক্ষেত্রে কর দাবি ১০ লাখ টাকা অতিক্রম না করে, সেক্ষেত্রে যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা ১৬২ এর অধীন পরিশোধ্য করের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থাৎ ১৫% (পনের শতাংশ) করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়;
- (গ) যেক্ষেত্রে কর দাবি ১০ লাখ টাকা অতিক্রম করে, সেক্ষেত্রে যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা ১৬২ এর অধীন পরিশোধ্য করের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থাৎ ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়।
- (২) বোর্ড, করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ফি ব্যতীত অনুরূপ পরিশোধের পরিমাণ হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন তিন প্রস্থে করিতে হইবে এবং এর সঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে, যথা:-
- (ক) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যে আদেশে আইনগত প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সেই আদেশের সত্যায়িত তিনটি অনুলিপি;
- (খ) উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার অথবা আপীলাত অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার অথবা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপীল), এর যে আদেশ আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীলের বিষয়বস্তু ছিল সেটির সত্যায়িত তিনটি অনুলিপি, এবং
- (গ) আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে উদ্ভূত আইনগত প্রশ্ন সম্পর্কিত অন্য যেকোনো দলিলের তিনটি সত্যায়িত অনুলিপি, যা দফা (ক) বা (খ) তে উল্লিখিত আদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমে, উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনার (আপীল) অথবা ক্ষেত্রমত, আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয়েছিল।
- (৪) যেক্ষেত্রে করদাতা বাদী, সেইক্ষেত্রে কমিশনার বিবাদী; এবং যেক্ষেত্রে কমিশনার বাদী সেক্ষেত্রে করদাতা বিবাদী হিসেবে গণ্য হইবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার মৃত্যু ঘটলে বা অন্য কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হইলে বা করদাতা একটি অবসায়িত কোম্পানী হইলে আবেদন বাতিলযোগ্য হইবে না, এবং করদাতা বাদী হইলে করদাতার নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারী বা অন্য আইনানুগ প্রতিনিধি কর্তৃক, অথবা করদাতা বিবাদী হইলে, পক্ষে বা বিপক্ষে, কিংবা ক্ষেত্রমত, অবসায়ক বা প্রাপকের দ্বারা আবেদনটি সক্রিয় থাকবে।
- (৫) আবেদনটির শুনানীর তারিখ ধার্য সংক্রান্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর বিবাদী কর্তৃক শুনানীর অনূন ৭ দিন পূর্বে উক্ত আবেদন সংক্রান্ত একটি লিখিত জবাব দাখিল করিতে হইবে; এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট আদেশের সূত্রে বাদী কর্তৃক আইনগত প্রশ্ন সত্যিই উত্থাপিত হয়েছিল কিনা তা স্পষ্টরূপে ঐ জবাবে বর্ণনা স্বীকার বা অস্বীকার করিতে হইবে।
- (৬) বাদী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটি বিবাদীর মতানুসারে ত্রুটিপূর্ণ মর্মে গণ্য হইলে, যে প্রেক্ষাপটে তা ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে, তা উপরোক্ত জবাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদেশে কোনো আইনগত প্রশ্ন নিহীত থাকলে প্রশ্নটি প্রকৃত অর্থে কি হইতে পারে তাও ঐ জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

জবাবটি তিন প্রস্থে দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত বর্ণিত/উত্থাপিত প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে যা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) অথবা (খ) এ বর্ণিত কোনো আদেশের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রমের প্রয়োজনে উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী অতিরিক্ত কমিশনার, আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার, কমিশনার (আপীল) অথবা, ক্ষেত্রমত, আপীলাত ট্রাইব্যুনালের বরাবর সরবরাহ করা হয়েছিল।

- (৭) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে the Limitation Act, 1908 (IX of 1908) এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হইবে।

২৮২। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত।—

- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ২৮১ এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা হাইকোর্ট বিভাগে আনীত হয়, সেক্ষেত্রে অন্তত দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ইহার উপর শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব Code of Civil Procedure 1908 (Act V of 1908) এর ধারা ৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
- (২) হাইকোর্ট বিভাগ ধারা ২৮১ এর অধীন আনীত রেফারেন্স মামলার উপর শুনানী গ্রহণের পর মামলাটিতে উত্থাপিত আইনগত জটিলতা নিরসনে সিদ্ধান্ত দিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষাপট বর্ণনাক্রমে রায় প্রদান করবে এবং আদালতের সীলমোহরাঙ্কন করে রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযোগ্যে অনুরূপ, রায়ের একটি অনুলিপি আপীলাত ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করবে এবং ট্রাইব্যুনাল ঐরূপ রায়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যেরূপ আবশ্যিক গণ্য করিবেন সেরূপ আদেশ জারি করবে।
- (৩) ধারা ২৮১ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আনীত দায়েরকৃত রেফারেন্স মামলার ব্যয়সমূহ আদালতের স্ববিবেচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে।
- (৪) ধারা ২৮১ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা যেভাবেই গৃহীত দায়েরকৃত হোক না কেন, ঐ মামলার কর আদায়ের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো স্থগিতাদেশ জারি না করে থাকলে, সেক্ষেত্রে কর নির্ধারণীর ভিত্তিতে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২৮৩। আপীলাত বিভাগে আপীল।—

- (১) ধারা ২৮২ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায়ের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ যদি ঐ রায় আপীল বিভাগে আপীলযোগ্য মর্মে প্রত্যায়ন করে, তবে সেক্ষেত্রে আপীল করা যাইবে।
- (২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক Code of Civil Procedure 1908 (Act V of 1908) এর বিধানাবলি ডিক্রির ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, আপীল বিভাগে এই ধারার অধীন বর্ণিত আপীলের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানাবলি যতদূর সম্ভব সেভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই ধারা ২৮২ এর উপ-ধারা (২) বা (৪) এর বিধানাবলিকে প্রভাবিত করে মর্মে ব্যক্ত হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, আপীল বিভাগের আদেশ হিসেবে যে ব্যয়াদি ব্যয়সমূহ অনুমোদিত হয়, সে সংক্রান্ত আদেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জন্য আনীত দায়েরকৃত পিটিশন হাইকোর্ট বিভাগ উহার এর অধস্তন যেকোনো আদালতে সরবরাহ করিতে পারিবে।

- (৩) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় পরিবর্তিত হয় বা পাল্টে যায়, সেইক্ষেত্রে, ধারা ২৮২ এর উপ-ধারা (২) ও (৪) উপ ধারায় বর্ণিতভাবে হাইকোর্ট বিভাগের রায় কার্যকর করবার করিবার যে পদ্ধতি অনুসারিত অনুসরণ করা হয়; সেই একই পদ্ধতিতে আপীল বিভাগের আদেশের কার্যকারিতা প্রদান করিতে হইবে।
- (৪) ব্যাঙ্গাদি এবং কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ২৮২ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) বিধানাবলি হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলায় ধারা ২৮১ এর অধীন যেভাবে প্রয়োগ হয়, আপীলাত বিভাগে আপীলের ক্ষেত্রেও উক্ত বিধানসমূহ সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

২৮৪। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।—

কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে নিষ্পন্নাদীন কর নিরূপণ সংক্রান্ত বিরোধ এই অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ের অধীন প্রণীত বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে, এবং বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত যোগ্যতা, শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

২৮৫। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োগ।—

- (১) উপ-ধারা (৪) সাপেক্ষে, একজন করদাতা আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা সুপ্রীম কোর্টের যেকোনো বিভাগে নিষ্পন্নাদীন বিরোধ; বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) সুপ্রীম কোর্টের যেকোনো বিভাগে কোনো বিরোধ নিষ্পন্নাদীন থাকলে, করদাতাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দাখিলের পূর্বে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।
- (৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন-
 - (ক) নির্ধারিত ফরমে, সময়ে এবং ফি প্রদানপূর্বক প্রত্যায়ন করে দাখিল করিতে হইবে;
 - (খ) সংশ্লিষ্ট আপীলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর দাখিল করিতে হইবে।
- (৪) করদাতা আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, দলিলাদি এবং আইনগত ভিত্তি ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত বিবৃতি দাখিল করিবেন।
- (৫) কোনো করদাতা কোনো আয়বর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করে থাকলে, তিনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিলের যোগ্য হইবেন না যদি উক্ত আয়বর্ষে ধারা ১৬২ এর অধীন প্রদেয় কর পরিশোধ না করে থাকেন।

২৮৬। কমিশনারের প্রতিনিধি।—

- (১) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আবেদনকারী করদাতার সঙ্গে মধ্যস্থতা করিবার জন্য, উপ-কর কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে (অতঃপর “আয়কর প্রতিনিধি” হিসাবে উল্লিখিত) মনোনীত করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনীত আয়কর প্রতিনিধি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সকল মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিবেন এবং মতৈক্যে উপনীত হইলে উক্ত মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

২৮৭। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারী।—

- (১) বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত একজন সহায়তাকারীর মধ্যস্থতায় করদাতা এবং কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া পরিচালিত হইবে।

(২) সহায়তাকারী নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন ও নির্ধারিত ফি গ্রহণ করিবেন।

২৮৮। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য করদাতার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ।—

- (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করদাতা স্বয়ং বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে কমিশনারের প্রতিনিধির সহিত মধ্যস্থতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার থাকবে।
- (২) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির এই মধ্যস্থতায় করদাতার সহিত সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত বিষয়ে আইনগত ও তথ্যগত কাগজপত্র ও দলিল সহযোগে যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে সীমাবদ্ধ থাকবে।
- (৩) যদি কোনো সমঝোতায় উপনীত হওয়া যায়, তাহলে করদাতাকে, উক্ত সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো করদায় বর্তালে আরোপিত হইলে, সম্মত সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

২৮৯। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে কর বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।—

- (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন প্রাপ্তির পর, সহায়তাকারী আবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে এবং ধারা ২৮৫ এর শর্তাদি প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তৎমর্মে সেই বিষয়ে তাহার মতামত তলব করিবেন।
- (২) যদি উপ-কর কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত অনুলিপি প্রাপ্তির পর, ৫ কর্মদিবসের মধ্যে শর্তপূরণ সম্পর্কে তাহার মতামত প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহলে সহায়তাকারী আবেদনে উল্লিখিত শর্তাদি প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে পারিবেন।
- (৩) সহায়তাকারী-
 - (ক) আবেদনকারী এবং কর কমিশনার বা কমিশনারের প্রতিনিধিকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখে বিরোধ নিষ্পত্তির সভায় অংশ গ্রহণের জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিতে পারিবেন;
 - (খ) প্রয়োজন মনে করিলে, সময় সময়, সভা মূলতবি করিতে পারিবেন;
 - (গ) বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সভার পূর্বে বা সভায় উপ-কর কমিশনার বা আবেদনকারীর নিকট হইতে দলিল বা সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করিতে পারিবেন; এবং
 - (ঘ) উপযুক্ত মনে করিলে, আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুসন্ধান করাতে পারিবেন।
- (৪) সহায়তাকারী আবেদনকারী করদাতাকে এবং কমিশনারের প্রতিনিধিকে শলাপরামর্শ এবং সভার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সম্মত হওয়ার জন্য সহায়তা প্রদান করিবেন।

২৯০। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পল্লাধীন আপীল বা রেফারেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম সাময়িক স্থগিতকরণ।—

যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কোনো আয়বর্ষে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন এবং উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-কর কমিশনার আপীলাত ট্রাইব্যুনালে কোনো আপীল দায়ের করেন বা কর কমিশনার হাইকোর্ট বিভাগে কোনো রেফারেন্স প্রেরণ করেন, এবং আপীল ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হয়, সেইক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আপীল বা রেফারেন্স সম্পর্কিত কার্যক্রম আপাতত স্থগিত থাকবে।

২৯১। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত।—

- (১) যেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই আইনের আওতাধীন বিরোধ সংক্রান্ত কোনো ঘটনা বা আইনীভাবে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, সেক্ষেত্রে মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ বিষয়টি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে করদাতা এবং কর কমিশনারের প্রতিনিধি মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মতৈক্যের বিস্তারিত তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।
- (৩) উক্ত মতৈক্যের রেকর্ডে যেকোনো প্রদেয় বা প্রত্যার্পনযোগ্য কর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বিষয়াদিসহ মতৈক্যের শর্তাবলির বর্ণনা থাকবে, এবং মতৈক্যের ভিত্তিতে ন্যায্য পাওনা পরিশোধের পদ্ধতি এবং সহায়তাকারী যে রূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সে রূপ অন্যান্য বিষয়েরও উল্লেখ থাকবে।
- (৪) যদি পরবর্তীতে উদঘাটিত হয় যে, প্রতারণা ও অসত্য তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মতৈক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহলে তা বাতিল হইবে।
- (৫) করদাতা, কমিশনারের প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী মতৈক্যে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।
- (৬) যেক্ষেত্রে আবেদনকারী করদাতা এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে যেকোনো পক্ষের অসহযোগিতার কারণে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কোনো মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভবপর না হয়, বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী, কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করে, মতভেদ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারী, বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আদালত, ট্রাইব্যুনাল, আপীলাত কর্তৃপক্ষ এবং, ক্ষেত্রমত, আয়কর কর্তৃপক্ষকে উক্ত অসফল বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
- (৭) যেক্ষেত্রে পাওনা আদায় ও প্রত্যার্পনের পন্থা ও সময় নির্ধারণ করিয়া মতৈক্য হয় এবং তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী, এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালন করিয়া, মতৈক্য অনুসারে, তা করদাতা এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারকে অবহিত করিবেন।
- (৮) যদি সহায়তাকারী, যে মাসে আবেদন করা হয়েছিল সে মাস সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে, মতৈক্যে উপনীত হইতে ব্যর্থ হন, তাহইলে কোনো মতৈক্য হয়নি বলে গণ্য হইবে।
- (৯) যেক্ষেত্রে সফল মতৈক্য হয়, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী মতৈক্যের অনুলিপি উপ-ধারা (৬)-এ উল্লিখিত সকল পক্ষের নিকট, যে তারিখে সহায়তাকারী এবং পক্ষগণ মতৈক্যে স্বাক্ষর করেছেন সেই তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে, প্রেরণ করিবেন।

২৯২। মতৈক্যের ফলাফল।—

- (১) এই আইনের কোনো বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২৯১ এর উপ-ধারা (৯) এর অধীন সম্পাদিত সমঝোতা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং এর বিরুদ্ধে করদাতা বা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে না।

- (২) ধারা ২৯১ এর অধীন নিষ্পন্নকৃত মতৈক্য উহাতে মতৈক্যের ক্ষেত্রে এতে উল্লিখিত বিষয়ে বিষয় চূড়ান্ত হইবে এবং মতৈক্য বহির্ভূত কোনো বিষয়ে, এই আইনের অধীন যে কোনো কার্যধারায় পুনঃউন্মোচন করা যাইবে। শুরু করা যাইবে/উন্মুক্ত করা যাইবে।

২৯৩। মতৈক্য না হওয়ার ক্ষেত্রে আপীলের সীমাবদ্ধতা।—

- (১) এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল বিরোধের ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়নি, সে সকল ক্ষেত্রে করদাতা-
- (ক) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের আদেশ হইতে বিরোধ উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;
- (খ) যেক্ষেত্রে আপীলাত যুগ্ম-কর কমিশনার বা আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কর কমিশনার (আপীল) এর আদেশ হইতে বিরোধ উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;
- (গ) যেক্ষেত্রে আবেদনকারী করদাতা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ বা আদালত হইতে আপীল আবেদনের অনুমতি পান উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।
- (২) আপীল দাখিলের তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত বা আদেশ পাওয়ার জন্য ব্যয়িত সময় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

২৯৪। মতৈক্যের পর সত্যতার প্রতিপাদন।—

- (১) বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তির অগ্রগতি তদারক করিতে, এবং প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং সমন্বয় সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারিবে।
- (২) মতৈক্য বা মতানৈক্য সম্পর্কিত সকল প্রতিকপি বিষয়াদির অনুলিপি সহায়তাকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কমিশনার এবং বোর্ডের নিকট যাচাই এবং আইনগত বা ঘটনাগত সঠিকতা নিরূপণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।
- (৩) মতৈক্য বা মতানৈক্যের বিষয়াদির অনুলিপি প্রতিলিপি প্রাপ্তির পর, যদি বোর্ডের নিকট সেটা প্রতীয়মান হয় যে, দায়েরকৃত মতৈক্য প্রতারণা, ভুল উপস্থাপনা বা প্রকৃত তথ্য গোপনের মাধ্যমে রাজস্বের ক্ষতি করবে, তাহিলে উক্ত মতৈক্য বাতিল বলে গণ্য হইবে এবং উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

২৯৫। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় বাধা।—

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় জড়িত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থা বা মতৈক্যের বিরুদ্ধে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা করা যাবে না।

২৯৬। সংজ্ঞা।—

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে,-

- (ক) “ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি” অর্থ ধারা ৩৩২ এর উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;

- (খ) “বেঞ্চ” অর্থ কর আপীলাত ট্রাইবুনাালের বেঞ্চ;
- (গ) “কমিশনারের প্রতিনিধি” অর্থ এ অধ্যায়ের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে ধারা ৩২৪ এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্য হইতে কর কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঘ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্ট;
- (ঙ) “বিরোধ” অর্থ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কোন করদাতার কোন অভিযোগ-
- (অ) আয়কর রিটার্নে করদাতা কর্তৃক ঘোষিত আয়কর নিরূপণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বছরের আয় হইতে অধিক হইলে; অথবা
- (আ) অষ্টাদশ অংশের দ্বিতীয় অধ্যায় এর অধীন আপীলাত কর্তৃপক্ষের আদেশের ফলে আয়কর নিরূপণের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে করদাতা কর্তৃক ঘোষিত আয়কর নিরূপণের পরিমাণ হইতে অধিক হইলে।

অংশ ১৯

তথ্য সুরক্ষা

২৯৭। বিবৃতি, আয়, ইত্যাদি গোপনীয় হইবে।—

- (১) আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্বলিত সকল বিবরণ বা তথ্য গোপনীয় থাকিবে এবং তা প্রকাশ করা যাইবে না, যথা:-
 - (ক) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি;
 - (খ) বিংশ অংশের অধীন গৃহীত কার্যধারা ব্যতীত এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারা চলাকালীন প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্য, বা হলফনামা বা জমাকৃত দলিলাদি;
 - (গ) এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারায় কর নির্ধারণ বা প্রত্যাপন সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম।
- (২) Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো আদালত বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো রিটার্ন, হিসাব বা দলিলাদি, বা এতদ্ সংক্রান্ত কোনো অংশ, এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কোনো রেকর্ড, প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মচারী কর্তৃক উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান বা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষ্য- প্রমাণ তলব করিতে পারিবে না।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষেধাজ্ঞা নিম্নরূপ বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, -
 - (ক) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ, বা Penal Code (XLV of 1860) বা Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947) এর অধীন কোনো অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে জমাকৃত প্রয়োজনীয় কোনো কাগজাদি, বা কোনো বিবৃতি, রিটার্ন হিসাব, দলিলাদি, সাক্ষ্য, হলফনামা বা জমাকৃত বিষয়াদি;
 - (খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত কোনো বিবরণ বা তথ্য, বা সরকারের পক্ষে বা বাংলাদেশ সদস্যভুক্ত এইরূপ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় কার্যরত কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রদত্ত কোনো বিষয়াদি;
 - (গ) কোনো আইনগত প্রক্রিয়ায় কোনো বিবরণ বা তথ্য অর্জনের জন্য এই আইনের অধীন নোটিশ বা কোনো পাওনা পুনরুদ্ধারের দাবি;
 - (ঘ) বোর্ড বা তদকর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্মকর্তা, বা কমিশনার, সরকারের কোনো দপ্তর, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, কর্পোরেশন বা অন্যকোনো সংস্থার নিকট করদাতার কর বকেয়া দাবি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কোনো কাগজাদি বিবরণী;

- (ঙ) এই আইন হইতে উদ্ধৃত কোনো দেওয়ানি আদালত সংক্রান্ত কোনো কার্যধারার প্রয়োজনে উপস্থাপিত কোনো কাগজাদি বিবরণী এবং সরকার যার পক্ষভুক্ত;
- (চ) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কোনো বিষয়াদি;
- (ছ) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো কর্মকর্তা বা বোর্ড কর্তৃক কর গ্রহণ বা প্রত্যর্পণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- (জ) আয়কর বিভাগের কোনো কর্মকর্তার আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তকালীন সময়ে, তদন্ত পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সাংবিধানের অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি কর্ম কমিশন এরূপ তদন্ত হইতে সৃষ্ট কার্যাদি পালন করে তখন তার নিকট উপস্থাপিতব্য বিষয়াদি;
- (ঝ) আয়কর কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ সংক্রান্ত কার্যধারার তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়াদি যা উক্ত আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কোনো কস্ট ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিতব্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হইয়াছে;
- (ঞ) কোনো গণকর্মচারী কর্তৃক এরূপ কোনো বিষয়াদি, যেখানে Stamp Act, 1899 (Act II of 1899) এর অধীন অপরিাপ্ত স্ট্যাম্প ডিউটিসহ দলিলাদি দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে আইনগত কার্যসম্পাদন করিতে হয়;
- (ট) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের সরকারের মধ্যে দ্বৈত কর পরিহার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করেছে, উক্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তার সঙ্গে এবং যেক্ষেত্রে রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট তথ্য উক্ত চুক্তি অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য;
- (ঠ) সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তাকে কোনো প্রদেয় কর আদায় বা এর দ্বারা ধার্যকৃত কোনো কর আদায় সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে;
- (ড) Excise and Salt Act, 1944 (Act I of 1944), Gift-tax Act, 1963 (Act XIV of 1963), দান কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২২ নং আইন), the Wealth-tax Act, 1963 (Act XV of 1963), the Customs Act, 1969 (Act IV of 1969), the Sales tax Act, 1982, (Act XVIII of 1982) বা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) বা মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ কোনো ক্ষমতা;
- (ঢ) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়াদি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, যেক্ষেত্রে কোনো সময়ের জন্য কার্যকর কোনো আইনের কোনো বিধান মোতাবেক কোনো ব্যক্তির কোনো নির্দিষ্ট আয়বর্ষে বা আয়বর্ষসমূহে আয়কর নির্ধারণ করা হইয়াছে কিনা তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে;

- (গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনো আইনের কার্য সম্পাদন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনের নিমিত্ত বা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত আর্থিক পরিসংখ্যান সংকলন এবং বৈদেশিক বানিজ্য ভারসাম্য রক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়াদি বা তথ্যাদি;
- (ত) গণকর্মচারীর আচরণ ও এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি তদন্তের উদ্দেশ্যে সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য;
- (থ) মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রসিকিউশন অনুমোদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সংক্রান্ত তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য;
- (দ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act VII of 1947) এর ধারা ১৯(২) এর অধীন কোনো আদেশের প্রয়োজন অনুসারে উক্তরূপ কোনো বিবরণ/তথ্যাদি/বিষয়াদি; অথবা
- (ধ) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার অধীন প্রস্তুতকৃত সর্বোচ্চ করদাতার তালিকা;
- (নে) ধারা ২৪৯ এর অধীন ইস্যুকৃত সনদে উল্লিখিত করদাতার তথ্যাদি কোনো ব্যক্তির নিকট বা ধারা ২৫১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরের (টিআইএন) সঠিকতা যাচাই সংক্রান্ত তথ্যাদি ।
- (৪) এই ধারার কোনো বিধান কোনো আদালতে দলিলাদি, ঘোষণাপত্র বা হলফনামা দাখিল বা ধারা ১৭৯ এর অধীন সরকারি চাকরিজীবী কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বিবৃতি বা বিবৃতির জবানবন্দি প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
- (৫) এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তির নিকট সরবরাহকৃত কোনো তথ্য এবং কোনো ব্যক্তি বা তার নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারী উক্ত তথ্য সম্পর্কে, এরূপ দায় সাপেক্ষে, যেন তিনি সরকারি চাকরিজীবী হইলে কোনো অধিকার, বিশেষাধিকার, দায় এবং দায়িত্ব এই আইনের বিধানাবলীর আলোকে যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
- (৬) এই ধারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো তথ্য প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা উক্ত বিবৃতি প্রস্তুতকারি, রিটার্ন প্রস্তুতকারি, হিসাব বা প্রস্তুতকৃত দলিলাদি, প্রদত্ত সাক্ষ্য বা হলফনামা বা উপস্থাপিত তথ্য, যাই হোক না কেন, স্বেচ্ছা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

অংশ ২০
অপরাধ ও বিচার

২৯৮। এই অংশের বিধানসমূহ অন্যান্য বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।—

- (১) এই অংশের বিধানসমূহ অন্যান্য আইনের বিধানের হানি না ঘটিয়ে অপরাধজনক মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হইবে।
- (২) এই অংশের বিধানসমূহ এই আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীতব্য অন্যকোনো আদেশের হানি না ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে কার্যকর হইবে এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বা অন্যকোনো কারণে আদেশ জারি না করার বিষয়ে তা প্রতিরক্ষক হইবে না।

২৯৯। রিটার্ন এবং সম্পদের হিসাব দাখিলে ব্যর্থতার দণ্ড-

- (১) কোনো ব্যক্তি যদি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত দাখিল সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইলে এক বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, বা জরিমানা, বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যথা:
 - (ক) ধারা ১৫৪ এর অধীন দাখিলযোগ্য বা ধারা ১৬০ বা ২০০ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে আশ্রবায়িত আয়ের রিটার্ন; অথবা
 - (খ) ধারা ১৫৫ বা ১৫৬ এর অধীন প্রদেয় সম্পদ বিবরণী।
- (২) যদি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো আয়বর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয় নাই এরূপ প্রদেয় করের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকার নিম্নে হয় তাহলে উক্তরূপ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রথমবারের জন্য রিটার্ন দাখিল করেন তাকে যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল না করার কারণে তাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাবে না।
- (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত হিসাবটি এরূপ হারে গণনা করিতে হইবে যাতে ধারাবাহিক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য অর্থদণ্ড ন্যূনতম ১০০ টাকার কম বা ৫০০ টাকার অধিক না হয়।
- (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি কোনো যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, আদালত কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে আয়ের রিটার্ন বা সম্পদ বিবরণী সংশোধন না করেন, তবে তিনি পুনরায় দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা ২ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এরূপ সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০০। তথ্য প্রদানে ব্যর্থতা এবং কতিপয় কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার দণ্ড।—

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নিম্নরূপ তথ্য প্রদান বা কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হন তাহলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা ১ (এক) বছর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এরূপ সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যথা:-

- (ক) ধারা ১৮৭ বা ১৯২ এর অধীন নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন বা প্রত্যাখ্যান করেন;

- (খ) ধারা ১৮৮ এর বিধান মোতাবেক পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান না করেন বা কপি গ্রহণে সম্মতি প্রদান না করেন;
- (গ) ধারা ১৯২ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী আয়কর কর্তৃপক্ষকে এর কার্যসম্পাদনে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন;
- (ঘ) ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন;
- (ঙ) ধারা ২১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হন;
- (চ) কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে ধারা ১৯৩ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি প্রদান না করেন বা বাধা প্রদান করেন।

৩০১। ইচ্ছাকৃতভাবে/কৌশলে কর পরিহারের চেষ্টার দণ্ড।—

- (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কৌশলে এই আইনের অধীন প্রদেয় করদায় এড়ানোর চেষ্টা করেন তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, তবে ৬ মাসের নিম্নে নয়, বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
- (২) কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কৌশলে এই আইনের অধীন প্রদেয় করদায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন মর্মে গণ্য হইবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি-
 - (ক) আয়ের বিশেষ বিবরণ গোপন করেন; অথবা
 - (খ) আয়কর পরিশোধের দায়বদ্ধতা হ্রাস করিবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পত্তি, দায় এবং ব্যয় সম্পর্কে অসত্য বিবরণ প্রদান করেন;
 - (গ) তার আয়ত্বের বা নিয়ন্ত্রনাধীন কোনো হিসাব বা অন্যান্য দলিলাদি, যা এই আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সাথে সংশ্লিষ্ট, এরূপ বিষয়ে অসত্য তথ্য বা বিবৃতি দিয়ে থাকে; অথবা
 - (ঘ) হিসাব বা অন্যান্য বিবরণীতে কোনো মিথ্যা তথ্য, বা বিবৃতি, তৈরি করেন বা করান; অথবা
 - (ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে হিসাবসমূহের বা অন্যান্য বিবৃতির কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য বা বিবৃতি বিলুপ্ত করেন বা করান; অথবা
 - (চ) এই আইনের অধীন প্রদেয় আয়কর পরিশোধ না করার লক্ষ্যে অন্যকোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩০২। যাচাই সাপেক্ষে প্রমাণিত মিথ্যা বিবৃতির দণ্ড।—

কোনো ব্যক্তি অর্থদণ্ডসহ অনধিক ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, তবে ৬ মাসের নিম্নে নয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি এইরূপ কোনো হিসাব বা বিবৃতি প্রদান করেন যা মিথ্যা, এবং তিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে তা মিথ্যা অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

৩০৩। মিথ্যা সনদপত্রের দণ্ড।—

যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন এরূপ কোনো সনদপত্র স্বাক্ষর বা জারি করেন, যা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহলে কোনো সনদপত্র স্বাক্ষর বা জারি করার জন্য তিনি ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, তবে ৩ মাসের নিম্নে নয়, দণ্ডিত হইবেন।

৩০৪। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহে ব্যর্থতা এবং তা সরকারি কোষাগারে জমাদানে ব্যর্থতার দণ্ড।—

- (১) কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এরূপ ১ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, যদি তিনি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত,
 - (ক) অংশ ৫ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কর আদায় বা সংগ্রহ ও পরিশোধে ব্যর্থতা ব্যর্থ হন;
 - (খ) ধারা ২০৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রয়োজন অনুসারে কর আদায় করিতে এবং কর প্রদানে ব্যর্থ হন;
- (২) যদি কর্তনকৃত, সংগ্রহকৃত বা পরিশোধিত করের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকা অতিক্রম না করে তাহলে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনাক্ত হবার পূর্বে স্বেচ্ছায় উপ-ধারা (১) এর অধীন কর কর্তন করেন, নির্ধারিত সময়ে কর কর্তন, সংগ্রহ বা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না।
- (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জরিমানা এরূপ হারে গণনা করা হইবে যা ধারাবাহিক ব্যর্থতাকালীন সময়ে প্রতিদিনের জন্য অন্যান্য ১০০ টাকার কম বা ৫০০ টাকার অধিক হইবে না।

৩০৫। যাচাই সাপেক্ষে মিথ্যা নিরীক্ষিত বিবৃতি প্রদানের দণ্ড।—

যদি কোনো ব্যক্তি আয়কর রিটার্ন এর সাথে বা সেই অনুসারে কোনো নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী দাখিল করেন যা জাল বা মিথ্যা এবং তিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন তা জাল ও মিথ্যা, বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে, তবে ৬ মাসের নিম্নে নয়, দণ্ডিত হইবেন।

৩০৬। করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর অসঙ্গত ব্যবহারের দণ্ড।—

কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জাল বা অপর কোনো ব্যক্তির করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরের অসঙ্গত অনুচিত ব্যবহার করিলে সেটি হইবে একটি অপরাধ এবং তিনি সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা ১ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০৭। আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধা প্রদানের দণ্ড।—

কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কার্যাবলী নির্বাহকালে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধা প্রদান করিলে তিনি অন্যান্য ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০৮। ক্রোক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরের দণ্ড।—

কোনো সম্পত্তির মালিক, বা তার প্রতিনিধি বা তার পক্ষে দাবীকারী ব্যক্তি কর উদ্ধারকারী কর্তৃকর্তার নিকট হইতে নোটিশ প্রাপ্তির পর যদি ক্রোক প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো সম্পদ বিক্রয়, বন্ধক, বন্দোবস্ত, লিজ বা অন্যকোনোভাবে রফা করেন তা হইলে তিনি সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩০৯। ধারা ২০৯(৩) এর বিধান প্রতিপালন না করার দণ্ড।—

কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, ধারা ২০৯(৩) এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তন ও পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা ১ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এরূপ সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১০। প্ররোচনার দণ্ড।—

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন জ্ঞাতসারে অন্যকোনো ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটিত করার জন্য সহায়তা, প্ররোচিত করা বা উৎসাহিত, বা উদ্দীপনা প্রদান করিলে, প্রথমে উল্লিখিত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা ২ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে এরূপ সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১১। সুরক্ষিত তথ্য প্রকাশের দণ্ড।—

কোনো গণকর্মচারী, বা সহায়তাকারি কোনো ব্যক্তি, বা নিয়োজিত ব্যক্তি বা এই আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ২৯৭ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো সুরক্ষিত কাগজাদি/বিষয়াদি বিশেষ বিবরণী বা তথ্য প্রকাশ করিলে তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩১২। কোনো কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—

(১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক সংঘটিত হয়-

(ক) উক্ত কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘকে কেবল জরিমানা করা হইবে; এবং

(খ) কোম্পানি বা এ সংক্রান্ত ব্যবসা পরিচালনা, বা ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ পরিচালনার বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থদণ্ডসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘ এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে বিচারকার্য সম্পাদিত হইবে এবং সে মোতাবেক তারা দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ দণ্ডিত হইবেন না, যদি তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে-

(ক) অপরাধ তার জ্ঞান, সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতি ব্যতীত সংঘটিত হয়েছিল;

(খ) অপরাধটি তদকর্তৃক কোনো অবহেলার কারণে সংঘটিত হয় নাই; এবং

(গ) এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেছিলেন।

৩১৩। মামলা পরিচালনার অনুমোদন।—

কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই অংশের কোনো বিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না।

৩১৪। অপরাধ আপোষের ক্ষমতা।—

বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশনার এই অংশের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য কোনো কার্যক্রম বা মামলা দায়েরের পূর্বে বা পরে প্রসিকিউশন প্রক্রিয়া শুরুর আগে বা পরে, আপোষ করিতে পারবে।

৩১৫। বিশেষ জজ বিচারক কর্তৃক বিচার।—

- (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) বা অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এ অধ্যায়ের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ধারা ৩১১ এর অধীন অপরাধ ব্যতীত, Criminal Law Amendment Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর অধীন নিযুক্ত বিশেষ বিচারক কর্তৃক বিচার্য হইবে, যেন উক্ত অপরাধ আলোচ্য আইনের তফসিলভুক্ত কোনো অপরাধ।
- (২) ৩১৩ ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে, বিশেষ বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন তৎকর্তৃক বিচার্য কোনো অপরাধের বিচার আমলে নেয়ার এবং বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার -
 - (ক) যিনি এই আইনের অধীন কর নির্ধারণ সম্পর্কিত অভিযোগের ক্ষেত্রে, যার ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হইয়াছে তার কর নির্ধারণ করিতে সক্ষম; এবং
 - (খ) যার কার্যালয় বিশেষ জজের আঞ্চলিক সীমার অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত।

অংশ ২১
বিধি, আদেশ এবং বিজ্ঞপ্তি

৩১৬। বিধি প্রণয়ন এবং তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।—

- (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন এবং তফসিল পরিবর্তন করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ বিধিমালায় যদি কোন ফৌজদারী বাধ্যবাধকতা আরোপ না করা হয়ে থাকে বা বিধিমালার প্রয়োগকালে যদি ফৌজদারী দায় উদ্ভব না হয়ে থাকে তবে তা ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিতে পারে।
- (২) বিশেষত, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, উক্ত বিধি দ্বারা নিম্নলিখিত কোনো বা সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাবে, যথা:-
 - (ক) এই আইনের বিধানে স্পষ্ট নয় এরূপ কোনো আয় শ্রেণির শ্রেণিবিভাগ নির্ধারণ এবং আয় নিরূপণ;
 - (খ) যে পদ্ধতিতে এবং যে কার্যধারার মাধ্যমে নিম্নোক্ত মামলার ক্ষেত্রে, আয় এবং তার উপর প্রদেয় কর নিরূপণ করা হয়-
 - (অ) অনিবাসী, এবং
 - (আ) আয়ের একটি অংশ কৃষিকাজ হইতে এবং অন্য অংশ ব্যাবসা হইতে উদ্ভূত হয়।
 - (গ) কোনো আয় বা শ্রেণির আয় নির্ধারণ এবং করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করণ;
 - (ঘ) কোনো আয়ের খাত বা মোট আয়ের ক্ষেত্রে কোনো পারকুইজিট বা প্রদত্ত সুবিধা সমূহের এবং এই আইনের অধীন অনুমোদিত ভাতাসমূহের মূল্যমান নির্ধারণ;
 - (ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পর্যটন শিল্প হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের কার্যপদ্ধতি এবং এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়;
 - (চ) ক্ষেত্রমত কোনো করবর্ষে আয়কর স্ব-নির্ধারণী যে প্রকারে এবং পদ্ধতিতে করা যাতে পারে যে পদ্ধতিতে এবং যে কার্যধারার মাধ্যমে, স্ব-নির্ধারণী আদেশ প্রণয়ন করা যেতে পারে;
 - (ছ) কোনো কর অব্যাহতি পত্র বা কর প্রদান সংক্রান্ত ছাড়পত্র/ সনদপত্র জারী সম্পর্কিত এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়;
 - (জ) প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি নির্ধারণে;
 - (ঝ) এই আইনের অধীন অনুমোদিত ব্যক্তি হিসাবে আয়কর আইনজীবীদের নিবন্ধন, নিবন্ধনের যোগ্যতা, শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা, আচরণ বিধি এবং আয়কর আইনজীবীদের নিবন্ধন বাতিল বা অন্য কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ;

- (এ) এই আইনের অধীন প্রদেয় ফি বা চার্জ বা প্রদেয় কোনো শর্তে প্রদত্ত কোনো পরিষেবা বা কোনো বিষয়ে প্রদেয় ফি এবং অন্যান্য চার্জ প্রদান; এবং
- (ট) উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহের বিধানাবলির প্রয়োগ এবং বিধি দ্বারা নির্ধারণের জন্য অন্য যেকোনো বিষয়, বা এই আইনের অধীন বা এই আইনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বা নির্ধারিত হইতে পারে এরূপ কোনো বিষয়।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা এরূপ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাবে, যার মাধ্যমে উক্ত আয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যাবে এবং উক্ত অনুপাতটি কৃষি খাত হইতে অর্জিত আয় খাতের শ্রেণিভুক্ত হইবে বা ব্যবসা হইতে অর্জিত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে, এবং এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান বা অনুপাতের উপর ভিত্তিমূলক মূল্যায়ন এই আইনের বিধান মোতাবেক যথাযথভাবে সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।
- (৪) এই ধারার অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রথম সুযোগে প্রয়োগ ব্যতীত, প্রাক প্রকাশনা করিতে হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রস্তাবিত বিধি বা পূর্ববর্তী কোনো সংশোধনের পূর্ববর্তী প্রকাশনা এই উপ-ধারার বিধান মোতাবেক, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপত্তি এবং পরামর্শের জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং যদি কোনো আপত্তি বা পরামর্শ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গৃহীত না হয়, তাহলে খসড়াটির প্রাক প্রকাশনা চূড়ান্ত প্রকাশ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৩১৭। বিজ্ঞপ্তি, স্পষ্টীকরণ, ইত্যাদি জারির ক্ষমতা।—

বোর্ড, এই আইন, বিধি ও তদধীন প্রণীত আদেশসমূহের আওতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি, স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা এবং নির্দেশনা প্রদান করিতে পারবে।

অংশ ২২

প্রশাসন

৩১৮। আয়কর কর্তৃপক্ষ।—

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:-

- (ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (খ) সদস্য (কর);
- (গ) মূখ্য কর কমিশনার;
- (ঘ) মহাপরিচালক, পরিদর্শন;
- (ঙ) কর কমিশনার (আপীল);
- (চ) কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট);
- (ছ) মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ);
- (জ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল;
- (ঝ) কর কমিশনার;
- (ঞ) অতিরিক্ত কর কমিশনার যিনি আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিদর্শন) বা পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার;
- (ট) যুগ্ম কর কমিশনার যিনি আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, পরিচালক (পরিদর্শন) বা পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার;
- (ঠ) উপ-কর কমিশনার;
- (ড) কর কমিশনার কর্তৃক তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন উপ-কর কমিশনারগণের মধ্য হইতে মনোনীত ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার;
- (ঢ) সহকারী কর কমিশনার;
- (ণ) অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার; এবং
- (ত) কর পরিদর্শক।

৩১৯। আয়কর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।—

- (১) সরকারী সেবা ও পদে কর্মরত ব্যক্তিদের পরিষেবার শর্তাবলিনিয়ন্ত্রণকারি বিধি ও আদেশ সাপেক্ষে, আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ এ আইনের বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করিতে হইবে।
- (২) বোর্ড, সদস্য (কর), মূখ্য কর কমিশনার, মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ, মহাপরিচালক-পরিদর্শন, কমিশনার (আপীল), কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর কমিশনার, যুগ্ম কর কমিশনার, উপ-কর কমিশনার, ট্যাক্স রিকোভারি অফিসার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত কর সহকারী কমিশনার এবং কর পরিদর্শকগণকে আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

- (৩) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ তদধীনে কোনো কার্যনির্বাহ বা সম্পনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধীনস্থ নির্বাহী বা পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

৩২০। ক্ষমতা অর্পণ।—

বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এবং কোনো সীমাবদ্ধতা বা শর্ত সাপেক্ষে, যদি থাকে, নাম বা পদবীর অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে, -

- (ক) কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার;
- (খ) কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং
- (গ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা যুগ্ম মহাপরিচালক।

৩২১। আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্ততা ও নিয়ন্ত্রণ।—

- (১) মুখ্য কর কমিশনার, মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), মহাপরিচালক (পরিদর্শন), মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল), কমিশনার (আপীল) এবং কমিশনারগণ বোর্ডের অধীনস্ত হইবেন;
- ২) অতিরিক্ত কর কমিশনার, যুগ্ম কর কমিশনার, উপ-কর কমিশনার এবং পরিদর্শকগণ স্থায়ী কার্যধারা সম্পাদনের জন্য যে অধিক্ষেত্রভুক্ত হইবেন সেই সকল অধিক্ষেত্রের কর কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) এর অধীনস্ত হইবেন:
- তবে শর্ত থাকে যে, আপীলাত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আপীলাত যুগ্মঅতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) এর বিবেচনায় হস্তক্ষেপ হইতে পারে এরূপ কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করা যাবে না।
- (৩) উপ-কর কমিশনার এবং পরিদর্শকগণ যে অধিক্ষেত্রে স্থায়ী কার্যসম্পাদন করিবেন উক্ত অধিক্ষেত্রের পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের অধীনস্ত হইবেন।
- (৪) পরিদর্শকগণ যে অধিক্ষেত্রে স্থায়ী কার্যসম্পাদন করিবেন উক্ত অধিক্ষেত্রের উপ-কর কমিশনারগণের অধীনস্ত হইবেন।

৩২২। আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র।—

- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, -
- (ক) এই আইনের অধীন বোর্ডের ক্ষমতা, কার্যাবলি এবং কর্তৃত্ব সদস্য, কর কে অর্পণ করা যাবে;
- (খ) মহাপরিচালক, পরিদর্শন নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:
- (অ) এই আইনের অধীন, আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কার্যধারার বাস্তবায়ন পরিদর্শন;
- (আ) পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে করনীতি সংস্কারের প্রস্তাব এবং কর প্রশাসন উন্নয়নের ক্ষেত্র সনাক্তকরণ;
- (ই) বোর্ডের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে মতামত এবং সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা প্রতিবেদন আকারে পেশকরণ;

- (ঈ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যকোনো কার্য সম্পাদন;
- (গ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করিবেন, যথা:-
- (অ) করদাতাদের তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দা কার্য সম্পাদন;
- (আ) গোয়েন্দা কার্যক্রম এর ভিত্তিতে সংগৃহিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আয়কর রেকর্ড পারস্পরিক বিশ্লেষণ;
- (ই) এই আইনের অংশ ২০ এ উল্লিখিত কর পরিহার, গোপনকৃত আয় ও অনিয়ম সনাক্তকরণ
- (ঈ) কর ফাঁকি বা গোপনকৃত আয় উদঘাটন বা কর সংক্রান্ত অন্যকোনো অনিয়ম প্রমাণ করার জন্য এবং জরিমানা প্রদান পূর্বক কর পুনরুদ্ধারের জন্য কর জালিয়াতি বা কর জালিয়াতির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ এবং প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে উপযুক্তরূপে মামলা পরিচালনার সুপারিশ প্রদানের জন্য তদন্ত পরিচালনা;
- (উ) অন্যকোনো আইন দ্বারা অনুমোদিত বা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যকোনো কার্য সম্পাদন।
- (ঘ) আয়কর কর্তৃপক্ষগণ বোর্ড কর্তৃক বা যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হইবেন, সে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইতে পারে এরূপ এলাকা সমূহে, অথবা কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিবদ্ধ ব্যক্তি, অথবা এরূপ মামলা বা শ্রেণিবদ্ধ মামলা সমূহ, অথবা ক্ষেত্রমতে আয় বা শ্রেণিবদ্ধ আয় সমূহের জন্য প্রযোজ্য কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।
- (২) (ক) নির্ধারিত এলাকা সমূহ, অথবা কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিবদ্ধ ব্যক্তি, অথবা মামলা বা শ্রেণিবদ্ধ মামলা সমূহ, অথবা কার্যপদ্ধতি বা শ্রেণিবদ্ধ মামলার কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত যে কোনো এলাকা বা অন্য কোনো আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র বা কার্যাবলি পরিবর্তন ও বৈচিত্রময়করণ করিতে পারবেন বা অন্যকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন।
- (খ) ধারা (ক) তে উল্লিখিত এরূপ হস্তান্তর স্বাভাবিক কার্যধারার যেকোনো পর্যায়ে সংঘটিত করা যাইবে এবং যে পর্যায়ে হস্তান্তরটি সংঘটিত হয়েছিল সে পর্যায় হইতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে একাধিক আয়কর কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান, যাদের কোনো এলাকা অথবা ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী অথবা মামলা বা কোনো শ্রেণীর মামলা অথবা আয় বা কোনো শ্রেণীর আয় সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কার্যসম্পাদন করিতে হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষগণ সেই অনুসারে ঐ সকল কার্যসম্পাদন করিবেন যে অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা নির্ধারণ করা হইবে এবং বন্টন করা হইবে বা হয়।
- (৪) বোর্ড, কমিশনার এবং উপ-কর কমিশনার কোনো মামলা যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করিতে পারিবে, অথবা কোনো মামলা এক কর্তৃপক্ষ হইতে অন্য কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর করিতে পারিবে, অথবা অত্র ধারার অধীন কোনো কার্য বা কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে, এক্ষেত্রে অনুরূপ মামলার কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত ক্ষমতাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং উপ-ধারা (৫) এর বিষয় ব্যতীত অনুরূপ কোনো কার্যাদি, হস্তান্তর বা কার্যসম্পাদন সম্পর্কে কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

(৫) এ ধারার অধীন গৃহীত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, উক্ত আদেশ জারীর ৩০ দিনের মধ্যে তিনি, তা উপস্থাপন করিতে পারবেন –

(ক) পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনারের নিকট, যদি আদেশটি উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

(খ) কমিশনারের নিকট, কমিশনারগণ (আপীল), যদি আদেশটি পরিদর্শী অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হয়; এবং

(গ) বোর্ডের নিকট, যদি আদেশটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত হয়;

এবং এরূপে উপস্থাপিত (বোর্ড কর্তৃক) আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩২৩। **উত্তরাধিকারি কর্তৃক (স্থলাভিষিক্ততার) কর্তৃত্ব প্রয়োগ।—**

যেখানে, এ আইনের অধীন কোনো কার্যধারার ক্ষেত্রে, যদি কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ অন্যের দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়, তা হইলে উক্তরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষ পূর্বসূরি কোনো কার্য যে পর্যায়ে অসমাপ্ত রেখে গিয়েছেন উক্ত পর্যায় হইতে আরম্ভ করিবেন।

৩২৪। **কর্মকর্তাগণ, ইত্যাদি কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ।—**

এই আইনের অধীন কোনো কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তি, উক্তরূপ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুসরণ করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপীলাত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আপীলাত যুগ্মঅতিরিক্ত কমিশনার বা কমিশনার (আপীল) এর বিবেচনায় হস্তক্ষেপ হইতে পারে এরূপ কোনো আদেশ, নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

৩২৫। **উপ-কর কমিশনারের প্রতি নির্দেশনা।—**

এই আইনের অধীন কোন কার্যক্রম পরিচালনাকালে উপ-কর কমিশনার যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ থাকিবেন সেই কর্তৃপক্ষ অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদবিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্যকোনো ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারকে সহযোগিতা, পথ প্রদর্শন অথবা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩২৬। **কর নির্ধারণী কার্যক্রমে পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এর ক্ষমতা প্রয়োগ।—**

(১) কমিশনার, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তার অধীক্ষেত্রাধীন নির্দিষ্ট কোন মামলা বা মামলা শ্রেণী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী সম্পর্কিত সকল বা কোনো কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের অধীন কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যক্রম উক্ত কর্তৃপক্ষের অব্যাবহিত উর্দ্ধতন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন জারিকৃত কোনো আদেশ, এ আইন বা এর অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষের কোনো রেফারেন্স অব্যাবহিত উর্দ্ধতন আয়কর কর্তৃপক্ষ বরাবর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

অংশ ২৩
কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

৩২৭। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা।—

- (১) এই আইনের অধীন আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন সভাপতি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে সরকার, সময় সময়, কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।
- (২) কোনো ব্যক্তি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবে না, যদি না-
 - (ক) তিনি কোনো সময়ে বোর্ডের সদস্য থেকে থাকেন বা বর্তমানে বোর্ডের সদস্যের দায়িত্বে থাকেন;
 - (খ) কর কমিশনার;
 - (গ) তিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং পেশাগতভাবে অনূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন;
 - (ঘ) তিনি (কস্ট) এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট এবং পেশাগতভাবে অনূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন;
 - (ঙ) তিনি ধারা ৩৩২(২)(চ) এর অধীন আয়কর আইনজীবী এবং পেশাগতভাবে অনূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন;
 - (চ) তিনি পেশাগতভাবে আর্থিক ও কর সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়ন কার্যে বিশেষজ্ঞ এবং অনূন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন;
 - (ছ) তিনি একজন আইনজীবী এবং পেশাগতভাবে আয়কর কার্যালয়ে অনূন ১০ বছর কার্যসম্পাদন করেন/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন; অথবা
 - (জ) তিনি জেলা জজ আছেন বা ছিলেন।
- (৩) সরকার আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে; যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন, সভাপতি নিয়োগ করবে।
- (৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে পেশা পরিচালনাকালে Chartered Accountants Ordinance, 1961 (X of 1961) বা Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) বা Auditor's Certificate Rules, 1950 এর অধীন নিবন্ধনকৃত হন।

৩২৮। বেঞ্চ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ।—

- (১) সভাপতি কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বা শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমি সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হইলে, আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যসমূহ ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চসমূহ, অতঃপর বেঞ্চ বলে উল্লিখিত, কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বেঞ্চে অনূন দুই জন সদস্য থাকবেন।

৩২৯। বেঞ্চের সিদ্ধান্ত।—

- (১) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো মামলার ক্ষেত্রে বা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।
- (২) কোনো বিষয়ে বেঞ্চের সদস্যগণ সমানভাবে বিভক্ত হইলে তা লিখিতভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং সেটি সভাপতি কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালের এক বা একাধিক সদস্যের নিকট শুনানির জন্য প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের, যারা প্রথমবার শুনানী করেছেন তারাসহ, মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।
- (৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনালের মাত্র দুই জন সদস্য থাকলে এবং মতামত ভিন্ন হইলে, উক্ত মামলাটি শুনানির উদ্দেশ্যে সরকার আপীলাত ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং মামলার সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

৩৩০। একজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ।—

ধারা ৩২৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলি এর কোনো সদস্য কর্তৃক বা দুই বা ততোধিক সদস্য কর্তৃক যৌথভাবে বা পৃথকভাবে ব্যবহার প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩১। কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ।—

এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর নিজস্ব ও বেঞ্চসমূহ কোন্ স্থানে কার্যনিষ্পত্তি করবে সেটিসহ অন্যান্য কার্যনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিষয়সমূহ নিরসন সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

অংশ ২৪
অনুমোদিত প্রতিনিধি

৩৩২। হাজিরার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি।—

- (১) কোনো করদাতা, যিনি এ আইনের অধীন কোনো কার্যধারার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হবার উপযুক্ত বা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে, কেবল ধারা ১৯৮ এর অধীন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইতে পারিবেন।
- (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “অনুমোদিত প্রতিনিধি” অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি করদাতার পক্ষে উপস্থিত হবার জন্য লিখিতভাবে, অনুমোদিত-
 - (ক) করদাতার কোনো আত্মীয় যিনি তাঁর পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই বা বোন;
 - (খ) করদাতার কোনো পূর্ণকালীন নিয়মিত কর্মচারী;
 - (গ) কোনো দেওয়ানি মামলার আইনজীবী, যিনি বাংলাদেশের কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা পরিচালনার উপযুক্ত;
 - (ঘ) চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট বা কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট বা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত এ্যাকাউন্টেন্টস এসোসিয়েশনের সদস্য; অথবা
 - (ঙ) একজন ব্যক্তি যিনি উপ-কর কমিশনারের নিম্নে নয় এরূপ পদে কমপক্ষে ৫ বছরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন;
 - (চ) এই আইনের বিধান মোতাবেক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার অধীন উক্ত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তে বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো আয়কর আইনজীবী;
- (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারা অনুসারে করদাতাকে প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, যথা:-
 - (ক) সরকারি চাকরি হইতে বরখাস্তকৃত কোনো ব্যক্তি;
 - (খ) কোনো দেউলিয়া ব্যক্তির অস্বচ্ছলতা যতদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে;
 - (গ) কোনো ব্যক্তি যিনি এ আইনের অধীন কোনো আয়কর সংক্রান্ত কার্যধারার সাথে যুক্ত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কমিশনার কর্তৃক এই উপ-ধারার অধীন আদেশযোগে উক্তরূপ অযোগ্যতা নিরসন না করা হইলে; এবং
 - (ঘ) আয়কর বিভাগের যে কোনো সরকারি কর্মচারী, যিনি চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করেছেন, ক্ষেত্রমতে, তাঁর পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বছরের জন্য।

- (ঙ) কোনো আইনজীবী বা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট, বা উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) তে উল্লিখিত অন্য এ্যাকাউন্টেন্ট, বা আয়কর আইনজীবী, যিনি নিম্নরূপ কারণে পেশাগতভাবে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন-
- (অ) কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- (আ) বোর্ড কর্তৃক, কোনো আয়কর সংক্রান্ত কার্যধারার সাথে সম্পর্কিত, এবং কোনো অনুসন্ধানি তথ্যের কারণে, তিনি তার পেশা পরিচালনা হইতে অযোগ্য হন, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ অযোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।
- (৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এর উপ-দফা (আ) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে অযোগ্য ঘোষণা করা হইবে না, যদি না তাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করা হয়;
- (৫) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এর উপ-দফা (আ) এর অধীন অযোগ্য ব্যক্তি, তার অযোগ্যতার ১ মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট অযোগ্যতা নিরসনের জন্য আপীল করিতে পারিবেন।
- (৬) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এর উপ-দফা (আ) এর অধীন কোনো অযোগ্যতার তারিখ হইতে এক মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বা যেক্ষেত্রে আপীল দায়ের করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অযোগ্যতা কার্যকর হইবে না;
- (৭) প্রত্যেক আয়কর আইনজীবীকে কোনো নিবন্ধিত কর আইনজীবী সমিতির সদস্য হইতে হইবে।

অংশ ২৫

ইলেকট্রনিক কর ব্যবস্থাপনা

৩৩৩। সিস্টেমের মাধ্যমে প্রেরিত নোটিশ, আদেশ, ইত্যাদি।—

বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা ইলেকট্রনিক সিস্টেমে প্রেরিত কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদপত্র, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এই আইনের অধীন কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সনদপত্র, যোগাযোগ, পত্র বা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৩৩৪। ইলেকট্রনিক দাখিল, ইত্যাদি।—

এই আইনের কোনো বিধানের অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাতে কোনো রিটার্ন, বিবৃতি, আবেদন বা দলিল দাখিল করিতে হয়, সেখানে রিটার্ন, বিবৃতি, আবেদন বা দলিল বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ইলেকট্রনিক, কম্পিউটারে পাঠযোগ্য বা যন্ত্রে পাঠযোগ্য মাধ্যমে দাখিল করা যাইবে।

অংশ ২৬

বিবিধ

৩৩৫। আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।—

সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষকে তাদের কর্তব্য পালনে সহায়তা প্রদান করিবে।

৩৩৬। ত্রুটি সংশোধন।—

(১) যেক্ষেত্রে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ অথবা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল নিজস্ব পদ্ধতিতে বা করদাতার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে বা অন্যকোনো উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে জারিকৃত কোনো আদেশে রেকর্ড সাপেক্ষে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ অথবা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল লিখিত আদেশ দ্বারা উক্তরূপ ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিবেনা:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশোধনের জন্য প্রার্থীত আদেশ জারির তারিখ হইতে চার বছর মেয়াদ শেষ হইবার পর এই উপ-ধারার অধীন কোনো সংশোধন করা হইবে না।

(২) কোনো করদাতা, কোনো করবর্ষের ক্ষেত্রে লিখিত আবেদন দ্বারা, উপ-কর কমিশনার এর নিকট এই মর্মে দাবী উত্থাপন করেন যে-

(ক) এই আইনের অধীন প্রদেয় অর্থের পরিমাণের চাইতে বেশি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে, বা

(খ) এই আইনের অধীন প্রদেয় অর্থ যা প্রদান করা হয় নাই, যদি যথাযথ যাচাইয়ের পর করদাতার দাবী বৈধ এবং সঠিক পাওয়া যায় তাহলে উপ-কর কমিশনার যে কর বর্ষে উক্ত ক্রেডিট প্রদেয় হইয়াছিল সে করবর্ষে উক্তরূপ অর্থ ক্রেডিট প্রদান করিবেন।

(৩) কর নির্ধারণ বৃদ্ধি বা প্রত্যর্পণ হ্রাস বা অন্যকোনোভাবে করদাতার দায় বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসমূহকে যুক্তিসঙ্গতভাবে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো দায় সংশোধন করা যাইবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ত্রুটি করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হইয়াছে এবং উক্ত ত্রুটি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার পরবর্তী অর্থ বছরের মধ্যে সংশোধন করা না হয়, সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার অধীন ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুসারে এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের অংশীদারের কর নির্ধারণের পর উক্ত ফার্মের কর নির্ধারণ অনুসারে বা ধারা ২০১, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৮২, ২৮৩ বা ২৯১ এর অধীনে ফার্মের আয় হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, ফার্মের লাভ বা লোকসানের অংশ উহার অংশীদারের আয় নির্ধারণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বা অন্তর্ভুক্ত হইলেও তা সঠিকভাবে হয় নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত কর নির্ধারণে অংশীদারের শেয়ারের, ক্ষেত্রমত, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনী এরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন তা

এই ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী তদনুসারে কার্যকর হইবে।

- (৬) যেক্ষেত্রে ধারা ২০৫ এর অধীন গৃহীত কার্যধারার ফলস্বরূপ, কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের বিবেচনায়, ক্ষেত্রমতে, ফার্মের অংশীদারের বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যের মোট আয় পরিগণনা করা প্রয়োজন, উপ-কর কমিশনার এরূপ ক্ষেত্রে মোট আয় পরিগণনা করিতে পারিবেন এবং উক্ত পরিগণনার ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন যেন উক্ত পরিগণনা এ ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী তদনুসারে কার্যকর হইবে।
- (৭) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে এ ধারার অধীন কোনো সংশোধন আণয়ন করা হয়, সেক্ষেত্রে আদেশটি, ক্ষেত্রমতে, আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক লিখিতভাবে জারি করিতে হইবে।

৩৩৭। কর নির্ধারণ স্থান।—

- (১) কোনো স্থানে করদাতার কোনো ব্যবসা, পেশা বা কারবার থাকলে উক্ত স্থানের উপ-কর কমিশনার কর্তৃক তাঁর কর নির্ধারণ হইবে, অথবা ব্যবসা, পেশা বা কারবার একাধিক স্থানে থাকলে উক্ত ব্যবসা, পেশা বা কারবারের প্রধান কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত উক্ত স্থানের উপ-কর কমিশনার কর্তৃক তাঁর কর নির্ধারণ করা হইবে।
- (২) অন্য সকল ক্ষেত্রে, করদাতা যে এলাকায় বসবাস করেন উক্ত এলাকার উপ-কর কমিশনার কর্তৃক করদাতার কর নির্ধারণ করা হইবে।
- (৩) যেখানে এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের স্থান হিসাবে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, উহা কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, অথবা যেখানে একাধিক কমিশনারের অধিক্ষেত্রের মধ্যকার এলাকাসমূহের প্রশ্ন জড়িত থাকে, উহা সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে বা, তাহারা সম্মত না থাকলে, উহা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের কোনো প্রশ্ন নির্ধারিত হইবার পূর্বে করদাতা তাঁর মতামত উপস্থাপন করবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

- (৪) কোনো ব্যক্তি মোট আয়ের রিটার্ন দাখিলের পর বা রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশে প্রদত্ত অনুমোদিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পরেও এইরূপ রিটার্ন দাখিল করেননি, এরূপ ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের যোগ্য হইবেন না।

৩৩৮। নিকটতম টাকায় কর গণনা।—

এই আইনের অধীন প্রদেয় অর্থ বা প্রত্যর্পণের পরিমাণ নির্ধারণে, টাকার কোনো ভগ্নাংশ ৫০ পয়সার সমান বা অধিক হইলে তা ১ টাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৩৯। পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য প্রদত্ত প্রমাণ।—

এই আইনের অধীন পরিশোধিত বা পুনরুদ্ধারকৃত অর্থের জন্য রশিদ প্রদান করিতে হইবে।

৩৪০। তামাদির মেয়াদ গণনা।—

- (১) এই আইনের অধীন আপীল বা আবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, যে তারিখে অভিযোগীয় বিষয়ে আদেশ জারি করা হইয়াছিল সেদিন, বা করদাতাকে নোটিশ জারিকালে যদি আদেশের কপি সরবরাহ করা না হয়, তা হইলে তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক আদেশের কপি প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সময় বাদ দেয়া হইবে।
- (২) এই আইনের অধীন আপীল বা আবেদন দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির দিন যদি ছুটির দিন হয় তা হইলে আপীল বা আবেদন উক্ত ছুটির দিনের অব্যবহিত পরবর্তী দিন দাখিল করা যাইবে।

৩৪১। নোটিশ জারি।—

- (১) কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণ আদেশ, কর বা প্রত্যর্পণ পরিগণনার ফরম, বা অন্যকোনো দলিল তদোল্লিখিত নামীয় ব্যক্তিকে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে বা প্রেরকের অফিসিয়াল ইলেক্ট্রনিক মেইল হইতে ঐ ব্যক্তির নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেসে বা কোনো আদালত কর্তৃক Code of civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন সমন জারির পদ্ধতিতে জারি করা যাইবে।
- (২) ধারা ৩৩২ এ উল্লিখিত অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণ আদেশ, কর বা প্রত্যর্পণ পরিগণনার ফরম, অথবা অন্যকোনো দলিল গ্রহণ করা হইলে উক্ত অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক এরূপ গ্রহণ উক্ত ব্যক্তির নিকট বৈধ প্রেরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।
- (২) নিম্নরূপে নোটিশ প্রেরণ করা যেতে পারে:-
- (ক) কোনো ফার্ম বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, ফার্মের কোনো সদস্য, বা ব্যবস্থাপক বা পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যের নিকট;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, ইহার প্রধান কর্মকর্তার নিকট;
- (গ) অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে, প্রধান কর্মকর্তা বা ইহার কোনো সদস্যের নিকট;
- (ঘ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বিলোপিত হয়ে গেলে অনুরূপ বিলোপিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, ক্ষেত্রমত, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের সদস্য ছিলেন এরূপ যে কোনো ব্যক্তির নিকট;
- (ঙ) ধারা ১৭৮ প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো ব্যবসা বন্ধ হইবার ক্ষেত্রে, যদি ব্যবসা বন্ধ থাকে তবে-
- (অ) এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার আয় নির্ধারণ করা হইবে;
- (আ) এমন কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তার নিকট; এবং
- (ই) এমন কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কার্যক্রম বন্ধ হইবার সময় অংশীদার ছিলেন এরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট;
- (চ) যেক্ষেত্রে ধারা ১৭৯ এর অধীন কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভক্ত হইবার তথ্য পাওয়া যায়, উক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের সর্বশেষ ব্যবস্থাপক ছিলেন এরূপ ব্যক্তির নিকট অথবা যদি উক্তরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহলে বিভক্তির পূর্বে উক্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন এরূপ সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যের নিকট; এবং
- (ছ) অন্যকোনো ক্ষেত্রে, যা কোনো ব্যক্তি নয়, যিনি উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করিতেন এরূপ ব্যক্তির নিকট।

- (৩) কোনো নোটিশের অধীন রিটার্ন দাখিল বা নোটিশ পরিপালন করবার পর উক্তরূপ নোটিশের বৈধতা বা উহা জারির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।
- (৪) এই ধারায়-
- (ক) “নোটিশ” অর্থে এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ বা চাহিদাপত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (খ) “ইলেক্ট্রনিক মেইল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ইলেক্ট্রনিক মেইল”;
- (গ) “প্রেসকের অফিসিয়াল ইলেক্ট্রনিক মেইল” অর্থ নোটিশ প্রেরণের নিমিত্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল;
- (ঘ) “ব্যক্তির নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস” অর্থ ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস-
- (অ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য দাখিলকৃত ঐ ব্যক্তির আয়কর রিটার্নে যেরূপে প্রদত্ত হইয়াছে;
- (আ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট যেরূপে ঐরূপ ব্যক্তির ইলেক্ট্রনিক মেইল এড্রেস উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৪২। **কতিপয় ত্রুটির জন্য কর নির্ধারণ, ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত না করা।—**

এই আইনের অধীন প্রণীত, জারিকৃত বা নিষ্পন্নকৃত অথবা প্রণীত, জারিকৃত বা নিষ্পন্নকৃত মর্মে গণ্য হয় এরূপ কোনো কর নির্ধারণ, আদেশ, নোটিশ, ওয়ারেন্ট বা অন্যান্য দলিল, কেবলমাত্র নির্ধারিত কোনো ফর্মের অভাবে বা উহাতে কোনো ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি কারণে বাতিল বা অন্যভাবে অকার্যকর হইবে না যদি না উক্তরূপ ফর্মের অভাব, ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতি করদাতাকে প্রকৃত অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩৪৩। **কোনো কোম্পানী অবসায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি।—**

কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ১৬৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবলোপনের আদেশপ্রাপ্ত বা সাময়িকভাবে অবসায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো কার্যক্রম চলমান রাখিতে বা কোনো কার্যক্রম আরম্ভের জন্য “লিভ অব দি কোর্ট” প্রয়োজন হইবে না।

৩৪৪। **দায়মুক্তি।—**

এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোনো ব্যক্তির আয় হইতে কর্তিত, সংরক্ষিত বা পরিশোধিত কোনো কর এতদ্বারা কর্তন, সংরক্ষণ বা পরিশোধ হইতে দায়মুক্ত থাকিবে।

৩৪৫। **মোকদ্দমা এবং মামলা পরিচালনা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধা।—**

- (১) এই আইনের অধীনকৃত কোনো কর নির্ধারণ নাকচ বা সংশোধনের জন্য বা অন্যকোনো আদেশের জন্য কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।
- (২) এই আইনের অধীন সদবিশ্বাসে কৃত কোনো কার্য বা কার্য করিবার উদ্যোগের জন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অন্যকোনো আইনে মামলা দায়ের বা অন্যকোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৪৬। কর আরোপের জন্য নিষ্পত্তাধীন আইনি বিধান কার্যকরকরণ।—

যদি কোনো বছরের জুলাই মাসের প্রথম দিন সংসদের আইন দ্বারা উক্ত বছরের জন্য কর আরোপের লক্ষ্যে বিধান গৃহীত না হয়, তবে সংসদে পেশকৃত বিলে প্রস্তাবিত বিধান বা পূর্ববর্তী বছরে কার্যকরকৃত বিধান-এই দুইয়ের মধ্যে যেটি করদাতার জন্য অধিক উপযোগী সেটি এই আইনের অধীন কার্যকর থাকিবে।

৩৪৭। বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ইহার অধঃস্তন আয়কর দপ্তরসমূহের জন্য পুরস্কার।—

(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড অনুরূপ পরিস্থিতিতে, অনুরূপ পদ্ধতিতে বা অনুরূপ পরিসরে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিতভাবে নিম্নরূপ ব্যক্তিগণকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বোর্ড এবং আয়কর বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অসামান্য কর্মদক্ষতা, কর আদায় এবং কর ফাঁকি সনাক্তকরণের জন্য;

(খ) কর ফাঁকি সনাক্তকরণের লক্ষ্যে তথ্য সরবরাহকারি অন্যকোনো ব্যক্তিকে;

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পুরস্কারের পাশাপাশি কোনো অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিক রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বোর্ড আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪৮। তামাদি প্রমার্জন বা সময়সীমা বৃদ্ধি, ইত্যাদির ক্ষমতা।—

(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড জনস্বার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আদেশ জারীর মাধ্যমে-

(ক) এই আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের সময়সীমা পরিগণনার ক্ষেত্রে মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় প্রমার্জন করিতে পারিবে; বা

(খ) মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময়ে বোর্ডের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই আইনের বিভিন্ন বিধান পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা দিয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত আদেশ জারী করিতে পারিবে।

৩৪৯। আইনের প্রাধান্য।—

(১) আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর আরোপ ও আদায়, কোনো আয়ের উপর কর অব্যাহতি, করহার হ্রাস, কোনো তথ্য তলব এবং এই আইনের অধীন তথ্য সুরক্ষার বা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী বা তদধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা অন্য যেকোনো আইনের উপর প্রাধান্য পাইবে।

(২) এই ধারার প্রয়োগ নিশ্চিত এই মর্মে অধিকতর স্পষ্টীকরণ করা হইল যে, যেক্ষেত্রে এই আইনের কোন বিধানের সহিত অন্যকোনো আইনের কোনো বিধান বা নন-অবস্ট্যান্টে বিধান সংঘর্ষিক প্রতীয়মান হইলে এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৩৫০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—

- (১) Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্বেও, Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এমনভাবে কার্যকর থাকবে যেন, উহা রহিত হয়নি,-
 - (ক) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বের কোনো আয় বা এতদসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়; এবং
 - (খ) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশ, বা কোনো কর নির্ধারণ, আদেশ, আবেদন বা কৃত আপীল, গৃহীত কার্যধারা বা গৃহীত কোনো ফৌজদারী কার্যক্রম;
- (৩) উপ-ধারা (৪) সাপেক্ষে, Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এবং Income-tax Act, 1922 (XL of 1922) এর অধীন জারিকৃত, প্রদত্ত বা অনুমোদিত প্রজ্ঞাপনসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হেফাজত সত্বেও, উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ ও এ আইন প্রবর্তন General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নকৃত বলে বিবেচিত হইবে।
- (৪) Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর কোনো ফরম, আদেশ বা অন্যকোনো দলিলে প্রদত্ত উদ্ধৃতি এই আইনের উদ্ধৃতি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৫১। অসুবিধা দূরীকরণ।—

- (১) এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
- (২) এই ধারার অধীন কোনো প্রজ্ঞাপন ৩০ জুন, ২০২৪ এর পর জারি করা যাইবে না।

৩৫২। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।—

- (১) এই আইন প্রবর্তনের ৯০ দিনের মধ্যে বোর্ড, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।
- (২) বোর্ড গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন সংশোধনের উদ্দেশ্যে বা এই আইনের অধীন জারিকৃত সকল আইন, প্রজ্ঞাপন ও বিধিমালার ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text), ক্ষেত্রমত, উক্ত আইন, প্রজ্ঞাপন বা বিধিমালা জারির ৩০ দিনের মধ্যে, প্রকাশ করিবে।

(৩) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

অংশ - ২৮
সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

৩৫৩। সংজ্ঞা।—

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে —

- (১) “অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
- (২) “অনিবাসি” অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি নিবাসী নয়;
- (৩) “অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের বিভাগ ২ এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কোনো আনুতোষিক তহবিল;
- (৪) “অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল” অর্থ দ্বিতীয় তফসিলের বিভাগ ১ এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কোনো বার্ষিক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল;
- (৫) “অবলোপিত মূল্য” অর্থ তৃতীয় তফসিলে সংজ্ঞায়িত অর্থে অবলোপিত মূল্য;
- (৬) “অংশীদার” অর্থ Partnership Act, 1932 (IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো অংশীদার এবং লভ্যাংশ গ্রহণের মাধ্যমে অংশীদার হিসাবে বিবেচিত কোনো নাবালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৭) “অংশীদারিত্ব” অর্থ Partnership Act, 1932 (IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অংশীদারিত্ব;
- (৮) “আইনগত প্রতিনিধি” অর্থ Code of civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর ধারা ২(১১) এ সংজ্ঞায়িত কোনো “আইনগত প্রতিনিধি”;
- (৯) “আত্মীয়” অর্থ কোনো সাধারণ ব্যক্তির স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন বা উক্ত ব্যক্তির বংশানুক্রমিক পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী;
- (১০) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অর্থ “আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন” এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (১১) “আপীলাত অতিরিক্ত কমিশনার” অর্থ ধারা ৩২৪ এর অধীন আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এবং আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১২) “আপীলাত ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ৩২৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল;
- (১৩) “আয়” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপনযোগ্য যেকোনো উৎস হইতে উদ্ধৃত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;
- (খ) এই আইনের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর্তন বা সংগ্রহযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- (গ) উক্ত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;
- (ঘ) পঞ্চম তফসিলের বিভাগ ১ এর ৮নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা প্রাপ্তি;
- (ঙ) এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে গণ্য যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ধৃত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ধৃত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;
- (চ) কর আরোপ করা হয় এরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ;
- (ছ) এই আইনের যেকোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;
- (১৪) “আয়কর” অর্থ এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোন প্রকারের কর বা সারচার্জ;
- (১৫) “আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বছর এবং অন্তর্ভুক্ত হইবে -

- (ক) কোনো ব্যবসা প্রথম শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী জুন মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
- (খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটলে যে তারিখ হইতে তা শুরু হইয়াছে সে তারিখ হইতে শুরু করে পরবর্তী জুন মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
- (গ) জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করে কোনো ব্যবসা সমাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, অনিগমিত কোনো সংস্থার বিলুপ্তি বা কোনো কোম্পানীর অবসানের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
- (ঘ) জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করে অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;
- (ঙ) অনিগমিত কোনো সংস্থার অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী তারিখ হইতে উক্ত অনিগমিত সংস্থার অপর কোনো অংশীদারের অবসর বা মৃত্যুর তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত অবসর বা মৃত্যুর তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী জুন মাসের ত্রিশ তারিখ;
- (চ) কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উহার কোনো সহযোগী সংগঠনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করে পরবর্তী বারো মাস;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের বাইরে নিগমিত কোনো মূল কোম্পানীর সহযোগী কোম্পানী, সহযোগী কোম্পানীর সহযোগী কোম্পানীসহ, বা উহার কোনো হোল্ডিং কোম্পানী বা উহার কোনো শাখা বা লিয়াজো অফিসের ক্ষেত্রে, যদি উক্তরূপ কোম্পানী উহার হিসাব মূল কোম্পানীর হিসাবের সাথে সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন কোনো আয়বর্ষ অনুসরণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, তাহলে, উপ-কর কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, পৃথক কোনো বারো মাস আয়বর্ষ হিসাবে গণ্য হইতে পারিবে;

- (১৬) “আয়ের উপর প্রদেয় কর” অর্থ এই আইনের অধীন আয়ের ভিত্তিতে আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থ;
- (১৭) “উপ-কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন উপ-কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং অফিসার, সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও ট্যাক্স রিকোভারি কর্মকর্তাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৮) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন কর কমিশনার বা কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এবং কর কমিশনার বা কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট) হিসাবে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৯) “কমিশনার (আপীল)” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন কর কমিশনার (আপীল) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং কর কমিশনার (আপীল) পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২০) “কর” অর্থ এই আইনের অধীন আয়ের উপর প্রদেয় কর, এবং যেকোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, দন্ড কর, সুপার কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই আইনের অধীন অন্যবিধ আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২১) “করদাতা” অর্থ এই আইনের অধীন কর আরোপযোগ্য অর্থ উপার্জনকারী কোনো ব্যক্তি এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) এই আইনের অধীন কোনো কর বা অন্যকোনো অর্থ পরিশোধে বাধ্য কোনো ব্যক্তি;
- (খ) এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি-
- (অ) যার আয়, অথবা যার আয়ের সাথে নির্ধারণযোগ্য অন্যকোনো ব্যক্তির আয়; অথবা
- (আ) যার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনা নির্ধারণের জন্য এই আইনের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;
- (গ) যাকে এই আইনের অধীন ন্যূনতম কর পরিশোধ করিতে হইবে;
- (ঘ) যিনি ধারা ১৫৪, ১৭৮, বা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলে বাধ্য;
- (ঙ) যিনি কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং যিনি এই আইনের অধীন স্বীয় আয়ের রিটার্ন দাখিল করেন;
- (চ) যিনি এই আইনের কোনো বিধানের অধীন করদাতা হিসাবে গণ্য অথবা কর পরিশোধে ব্যর্থ;
- (২২) “করদিবস” অর্থ-
- (ক) কোম্পানী ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ত্রিশতম দিবস;
- (খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের পনেরতম দিবস অথবা যেক্ষেত্রে উক্ত পনেরতম দিবস সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবসের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবস;

- (গ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত দিবস সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহলে উক্ত দিবসের পরবর্তী কর্মদিবস;
- (২৩) “করবর্ষ” অর্থ প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করে বার মাস মেয়াদকাল এবং এই আইনের বিধানাবলীর অধীন করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদকালও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৪) “কর্মচারী”, কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অর্থে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যেকোনো পরিচালক বা অন্যকোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি তাহার পদবী নির্বিশেষে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন;
- (২৫) “চাকুরী” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) কোনো পদ যাতে নিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা, সময় সময়, নির্ধারণতব্য পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী;
- (খ) কোনো পরিচালক পদ বা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো পদ;
- (গ) সরকারি অফিসের কোনো পদের দায়িত্বে থাকা বা কার্য করা;
- (২৬) “করারোপিত লভ্যাংশ” বলতে সে লভ্যাংশ আয়কে বুঝাবে যার উপর ইতোমধ্যে এই আইনের আওতায় আয়কর পরিশোধ করা হইয়াছে;
- (২৭) “কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট;
- (২৮) “কারিগরি সেবার ফি” অর্থ ব্যবস্থাপনা, কারিগরি বা পরামর্শক সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিদান (এককালীন প্রাপ্ত প্রতিদানসহ) এবং কোনো কারিগরি বা অন্যকোনো পেশাজীবীর সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না-
- (ক) প্রতিদান গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত কোনো নির্মাণকার্য, যন্ত্রাদি জোড়া প্রদানের কার্য খনি বিষয়ক কার্য বা অনুরূপ বিষয় সংক্রান্ত প্রকল্প হইতে প্রাপ্য প্রতিদান; অথবা
- (খ) প্রতিদান গ্রহীতার “বেতন” খাতের আয় হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস যোগ্য কোনো প্রতিদান;
- (২৯) “কোম্পানী” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানী, এবং এর অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা;
- (খ) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কোনো ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প বা বাণিজ্য সংগঠন;
- (গ) কোনো ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ বা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন, যে নামেই অভিহিত হউক, যদি উক্তরূপ ব্যক্তিবর্গের কেহ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানী হয়;
- (ঘ) বাংলাদেশের বাইরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সংঘ বা সংস্থা; এবং

- (ঙ) কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত নয়, এরূপ কোনো বিদেশি সংঘ বা সংস্থা যা বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানী হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে;
- (চ) যেকোনো বিদেশি সত্তা বা ব্যক্তির স্থায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান;
- (৩০) “গণকর্মচারী” অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো গণকর্মচারী;
- (৩১) “চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট” অর্থ Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No.2 of 1973) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট;
- (৩২) “ড্রেডিং একাউন্ট” বা “প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট” অর্থে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর আওতায় প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণী এবং হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৩৩) “ট্যাক্স রিকোভারি কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন ট্যাক্স রিকোভারি কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৩৪) “তফসিলী ব্যাংক” Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো তফসিলী ব্যাংক;
- (৩৫) “দাতব্য উদ্দেশ্য” অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, চিকিৎসা সুবিধা এবং জনসাধারণের হিতকর কোনো কার্য অন্তর্ভুক্ত হইবে:
- তবে শর্ত থাকে যে, জনসাধারণের হিতকর এরূপ কোনো কার্য দাতব্য উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি উহা ফি বা চাঁদার বিনিময়ে ট্রেড, বাণিজ্য বা ব্যবসা প্রকৃতির কোনো কার্য অথবা ট্রেড, বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক সেবা প্রদান সম্পর্কিত কোনো কার্য পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকে, যদি না-
- (অ) প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের হিতকর কোনো কার্য সাধনের লক্ষ্যে অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে; এবং
- (আ) অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ কার্যক্রম হইতে কোনো আয় বর্ষে সাকুল্যে উহার মোট প্রাপ্তির/আয়ের অনধিক বিশ শতাংশ অর্জন করে থাকে;
- (৩৬) “ধারণকৃত অর্থ” অর্থে, ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, জমার মাধ্যমে গৃহীত অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৩৭) “নিবাসি” অর্থ কোনো আয়বর্ষে-
- (ক) এরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিম্নবর্ণিত সময়কাল বাংলাদেশে অবস্থান করছেন:
- (অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম একশত তিরিশী বা ততোধিক দিন; বা
- (আ) উক্ত বর্ষে ধারাবাহিকভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট নব্বইদিন বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট তিনশত পয়ষট্টি অথবা ততোধিক দিন;

- (খ) কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ যাদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে; এবং
- (গ) কোনো বাংলাদেশী কোম্পানী বা অন্যকোনো কোম্পানী যার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হইতে সংঘটিত হইয়াছে;
- (ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, সত্তা বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা যাদের সৃষ্টি বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীন হইয়াছে বা যাদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে উক্ত বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;
- (৩৮) “নির্ধারিত” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;
- (৩৯) “নিয়োগকর্তা” অর্থে প্রাক্তন নিয়োগকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪০) “ন্যায্য বাজার মূল্য”, কোনো সম্পত্তি, ভাড়া, পরিসম্পদ, সেবা, মুনাফা বা পারকুইজিট এর ক্ষেত্রে, অর্থ-
- (ক) সংশ্লিষ্ট দিনে খোলা বাজারে উক্ত সম্পত্তি, ভাড়া, সম্পদ, সেবা, মুনাফা বা পারকুইজিট বিক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রাপ্য মূল্য, এবং এভাবে মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে, পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার এর লিখিত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইজারা নেয়া সম্পদের ক্ষেত্রে, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ইজারা চুক্তির সমাপ্তির প্রেক্ষিতে বা অন্যকোনো শর্তের আওতায় ইজারাদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট মূল্য:
- তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ অবশিষ্ট মূল্যসহ ইজারা চুক্তি বলবৎ থাকা কালে সম্পত্তির খরচ হিসাবে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ইজারা গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্জিত মূল্যের কম হইবে না;
- (৪১) “পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এবং পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার পদে বা, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪২) “পরিদর্শক” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এবং পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৩) “পরিচালক” ও “ব্যবস্থাপক”, কোনো কোম্পানী সম্পর্কিত, অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপক;
- (৪৪) “প্রধান কর্মকর্তা”, কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, কোনো সরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, এজেন্ট বা এ্যাকাউন্টেন্ট (যে নামেই পরিচিত হউক) অথবা উক্ত কর্তৃপক্ষ,

কোম্পানী, সংস্থা বা সংঘের কার্যাদি পরিচালনা বা হিসাব সম্পাদনের জন্য দায়ী কোনো কর্মকর্তা; এবং

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সংস্থা বা সংঘের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি যাহাকে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা গণ্যে নোটিশ করা হইয়াছে;

(৪৫) “পারকুইজিট ” বলিতে ধারা ১৫ তে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বুঝাইবে;

(৪৬) “স্থায়ী স্থাপনা” অর্থ ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসার সরুপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রমকে বুঝাবে যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ঐরুপ ব্যবসা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, এবং অন্তর্ভুক্ত করে-

(ক) ব্যবস্থাপনার কোনো স্থান;

(খ) কোনো শাখা;

(গ) কোনো এজেন্সি;

(ঘ) কোনো অফিস;

(ঙ) কোনো গুদাম;

(চ) কোনো কারখানা;

(ছ) কোনো কর্মশিবির;

(জ) কোনো খনি, তৈল অথবা গ্যাসকূপ, ভূ-গর্ভস্থ খাদ অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন বা আহরণ এর জন্য অন্যকোনো স্থান;

(ঝ) কোনো খামার বা বৃক্ষায়ন;

(ঞ) কোনো নির্মাণ স্থান, কোনো নির্মাণ, স্থাপন বা সংযোজন প্রকল্প বা তদন্তশ্লিষ্ট কোনো তদারকী কার্যক্রম;

(ট) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত ব্যক্তির দ্বারা এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোনো জনবল কর্তৃক কনসালটেন্সি সেবাসহ কোনো সেবা প্রদান, যদি ঐ ধরনের কার্যক্রম বাংলাদেশে (একই কাজে বা ঐ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যকোনো কাজে) অব্যাহতভাবে চলে; এবং

(ঠ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির সহযোগী সত্তা বা উক্ত অনিবাসী ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তি (অতঃপর “ব্যক্তি-এ” হিসেবে উল্লিখিত), যদি উক্ত সহযোগী সত্তা বা ব্যক্তি-এ বর্ণিত অনিবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশে সম্পাদিত কোনো বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেন;

(৪৭) “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;

(৪৮) “ফটকা কারবার” অর্থ এরুপ কোনো ব্যবসা যেক্ষেত্রে স্টক ও শেয়ারসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি এমনভাবে সম্পন্ন করা হয়, যার ফলে পণ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরিত বা সরবরাহ না করে ও অন্যভাবে নিষ্পত্তি হইতে পারে, তবে এরুপ কোনো ব্যবসা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাতে-

- (ক) কোনো কাচাঁমাল অথবা পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করিবার সময় ভবিষ্যৎ দরদাম উঠা-নামা জনিত লোকসানের হাত হইতে অব্যাহতি পাবার জন্য উহার নিশ্চিত মূল্য প্রাপ্তির স্বার্থে কোনো উৎপাদক যথাযথভাবে বিলি বন্টন/সরবরাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়;
- (খ) দরদাম উঠানামার কারণে স্বীয় দখলীকৃত স্টক ও শেয়ারের লোকসানের আশংকা হইতে অব্যাহতি পাবার লক্ষ্যে ডিলার বা বিনিয়োগকারীর সাথে স্টক ও শেয়ারের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করা হয়; এবং
- (গ) অগ্রিম বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য তার পাইকার ও মধ্যস্থত্ব প্রকৃতির ব্যবসার লোকসানে, যা উক্ত সদস্যের ব্যবসার স্বাভাবিকতায় দেখা দিতে পারে, এরূপ আশঙ্কার প্রতিকারার্থে কোনো চুক্তি সম্পাদন করেন;
- ব্যাখ্যা: এই দফায়, পণ্য অর্থে শেয়ার বা স্টকও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৯) “ফার্ম” অর্থ Partnership Act, 1932 (IX of 1932) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ফার্ম;
- (৫০) “বছর” অর্থ “অর্থবছর”।
- (৫১) “বাজারমূল্য” কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে, অর্থ-
- (ক) যেক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য কাঁচা অবস্থায় সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় বা উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত কৃষকের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে প্রক্রিয়াজাত পূর্বক বিক্রয় উপযুক্ত করা হয়, সেক্ষেত্রে পণ্যটি হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর সর্ব প্রথম যে বৎসর কর নির্ধারণ করা হইবে উহার পূর্ববর্তী সমগ্র বৎসরব্যাপি উহা যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে উহার গড়মূল্য; এবং
- (খ) যেক্ষেত্রে উক্ত কৃষিজাত পণ্য সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করা না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অর্থের সমষ্টি-
- (অ) চাষাবাদের ব্যয়;
- (আ) উৎপাদিত ফসল যে ভূমিতে জন্মায় উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া; এবং
- (ই) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কৃষিপণ্য হিসাবে বিবেচিত ও তর্কিত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত মুনাফার হার;
- (৫২) “বাংলাদেশী কোম্পানী” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত ও নিগমিত কোনো কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত কার্যালয় রয়েছে এরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫৩) “বিক্রয়লব্ধ অর্থ”, অর্থ-
- (ক) পরিসম্পদ বিক্রয় করা হইলে উক্ত পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা ন্যায্য বাজার মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক;
- (খ) বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসম্পদ হস্তান্তর হইলে উক্ত হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

- (গ) বিক্রয় বা বিনিময় ব্যতীত অন্যকোনোভাবে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণমূল্য;
- (ঘ) কোন পরিসম্পদ পরিত্যক্ত, নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস বা হারিয়ে গেলে উক্ত পরিসম্পদের ক্ষয়প মূল্য, বা পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থসহ উহা বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থ;
- (ঙ) বাংলাদেশে বলবৎ কোন আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করা হইলে, অধিগ্রহণকৃত বাবদ পরিশোধিত ক্ষতিপূরণ;
- (চ) করদাতার কৃষিকাজে পরিসম্পদের ব্যবহার সমাপ্ত হইলে সমাপ্ত হইবার সময় উক্ত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ছ) কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ব্যবহারের পর তা বাংলাদেশের বাইরে রপ্তানি বা হস্তান্তর হইলে প্রাপ্ত রপ্তানী মূল্য;
- (জ) কোন যাত্রীবাহি যানের মূল্য তৃতীয় তফসিলের অধীন সর্বোচ্চসীমা সাপেক্ষ হইলে তার পরিমাণ হইবে –

ক X (খ/গ), যেখানে-

ক= যানটি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ;

খ= তৃতীয় তফসিলে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে;

গ= যানটি অর্জনের জন্য নির্বাহকৃত প্রকৃত ব্যয়।

ব্যাখ্যা: “বিক্রয়” অভিব্যক্তিটি অর্থে বিনিময় বা অন্যকোনোভাবে হস্তান্তর বা বলবৎ কোনো আইনের অধীন আবশ্যিকভাবে অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

- (৫৪) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (৫৫) “বৈজ্ঞানিক গবেষণা” বলিতে জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক বা ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে পরিচালিত কোনো কার্যক্রমকে বুঝাবে;
- (৫৬) “বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ব্যয়” বলিতে এ দফার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি বিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দান অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা: -
- (অ) অবচয় বা এ্যার্মোটাইজেশন ভাতা প্রযোজ্য এরূপ কোনো সম্পদ বা ইনট্যানজিবল সম্পদ অধিগ্রহণ;
- (আ) স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ; বা
- (ই) কোনো প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব, অবস্থান, ব্যাপ্তি বা মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;
- (৫৫) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

- (৫৬) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো সাধারণ ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, কোনো ট্রাস্ট, তহবিল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সত্তা ও অন্য যেকোনো কৃত্রিম আইনী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫৭) “ব্যবসা” অর্থে-
- (অ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;
- (আ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা; বা
- (ই) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫৮) “ব্যাংক কোম্পানী” অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে এরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫৯) “মহা পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” অর্থ মহা পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলে কর্মরত নিম্ন বর্ণিত পদধারী বা ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক, উপ পরিচালক বা সহকারী পরিচালক; এবং
- (খ) মহা পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল কর্তৃক এই আইনের অধীন মহা পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল এর দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৬০) “মহা পরিচালক, পরিদর্শন” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন মহা পরিচালক, পরিদর্শন (কর) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি এবং, ধারা ১৯৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যতীত, অতিরিক্ত মহা পরিচালক পরিদর্শন (কর), উপ মহা পরিচালক পরিদর্শন (কর), অথবা সহকারী মহা পরিচালক পরিদর্শন (কর) হিসাবে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৬১) “মহা পরিচালক (প্রশিক্ষণ)” অর্থ মহা পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৬২) “মূলধনি পরিসম্পদ” অর্থ কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির ও ধরনের সম্পত্তি, তাঁর ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হউক বা না হউক, তবে এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না-
- (ক) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ পণ্য সামগ্রী (স্টক/মজুদ ও শেয়ার ব্যতীত), ভোগ্য পণ্য বা কাচামাল;
- (খ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তি (পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, ফিল্মার/কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন এর অন্তর্ভুক্ত) যা করদাতা কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, এবং তাঁর ব্যবসার উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক ব্যবহার করা হয় না;
- (৬৩) “মোট আয়” অর্থ এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ৮ বা ৯ এ উল্লিখিত মোট আয়, এবং তৎসহ এই আইনের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সাথে সংযুক্ত হইতে পারে এরূপ অন্য যেকোনো ধরনের আয়;

- (৬৪) “রয়্যালটি” অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জিত হইতে পারে এরূপ কোনো প্রতিদান (“মূলধনি লাভ” খাতে প্রাপকের আয় হিসাবে গণ্য প্রতিদান ব্যতীত এককালীন কোনো প্রতিদান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে), যথা:
- (ক) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, গোপন প্রক্রিয়া বা ফর্মুলা বা ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ কোনো সম্পত্তির অনুমোদিত লাইসেন্সসহ সকল বা যেকোনো স্বত্ব হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে;
- (খ) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, গোপন প্রক্রিয়া বা ফর্মুলা অথবা ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ সম্পত্তির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;
- (গ) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, গোপন প্রক্রিয়া বা ফর্মুলা বা ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবহার করিবার মাধ্যমে;
- (ঘ) প্রযুক্তিগত, শৈল্পিক, বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা কলা-কৌশল সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;
- (ঙ) যেকোনো গ্রন্থস্বত্ব, সাহিত্য বিষয়ক, শৈল্পিক বা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকার্য তৎসহ টেলিভিশনে প্রচারযোগ্য চলচ্চিত্র ও ভিডিও টেপ বা বেতারে প্রচারযোগ্য অডিও টেপ এর অনুজ্ঞা পত্র প্রদানসহ স্বত্বাধিকার, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, হস্তান্তরের মাধ্যমে; তবে এক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ফিল্ম বিক্রয়, বিতরণ বা প্রদর্শন হইতে প্রাপ্ত অর্থ পূর্বোক্ত অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে না; অথবা
- (চ) পূর্বে উল্লিখিত কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত কোনো সেবা প্রদানের মাধ্যমে;
- (৬৫) “লভ্যাংশ” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পূঞ্জিত মুনাফার কোনো বিতরণ, যদি অনুরূপ বন্টনের ফলে কোম্পানীর পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায়;
- (খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যেকোনো প্রকারের ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে পূঞ্জিত মুনাফার কোনো বিতরণ;
- (গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক. কোনো কোম্পানীর অবসায়নকালে উক্তরূপ অবসায়নের অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানীর পূঞ্জিত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;
- (ঘ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানী কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পূঞ্জিত মুনাফা কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ;
- (ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নয় এরূপ কোনো কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;
- (চ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ;
- (ছ) কোনো প্রাইভেট কোম্পানী উহার মালিকানাধীন পূঞ্জিত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগকে অগ্রীম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ (কোম্পানীর পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক) অথবা অনুরূপ কোনো

শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অনুরূপ কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

তবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না-

- (অ) যেক্ষেত্রে কোম্পানীর অবসায়নকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিবেঞ্চারহোল্ডার কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নয় সেক্ষেত্রে উপ-দফা (গ) বা (ঘ) অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ারসহ যেকোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ, অথবা ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-স্টকের দায়মোচন;
- (আ) যেক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোনো কোম্পানীর মূল ব্যবসা সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোনো শেয়ারহোল্ডারকে প্রদত্ত অগ্রীম বা ঋণ;
- (ই) কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যা ইতোপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানী কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং উপ-দফা (ঙ) এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে সেইটুকু;
- (ঈ) কোনো কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার;

ব্যাখ্যা।- “পূঞ্জিত মুনাফা” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে,-

- (ক) এই দফায়, এই আইনের বা Income Tax Ordinance, 1984 (Act no. 36 of 1984) এর অধীন অনুমোদনযোগ্য কোনো ভাতা, কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে সৃষ্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ;
 - (খ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে, অনুরূপ বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর সকল মুনাফা; এবং
 - (গ) উপ-দফা (গ) এর ক্ষেত্রে, কোম্পানীটি অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উহার সকল মুনাফা;
- (৬৬) “শেয়ারহোল্ডার” অর্থে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৬৭) “সদস্য (কর)” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ‘সদস্য (কর)’ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৬৮) “সন্তান” অর্থে, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তির সৎ সন্তান ও পোষ্য সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৬৯) “সমবায় সমিতি” অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন), বা সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমবায় সমিতি;
- (৭০) “সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩১৮ এর অধীন সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (৭১) “সুদ” বলিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(অ) যেকোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা যেমন ঋণ, ধার, ড্রেড ক্রেডিট, অগ্রীম, সিকিউরিটি বা গ্যারান্টির বিপরীতে পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সুদ বা আর্থিক দায়; বা

(আ) এমন কোনো প্রকারের পরিশোধ যা আর্থিক সমতুল্যে সুদ হিসেবে গণ্য হইবে, তা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে, অর্থ বা মূলধন সংগ্রহের সাথে জড়িত ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৭২) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এরূপ ভবিষ্য তহবিল যা দ্বিতীয় তফসিলের বিভাগ ৩ এর বিধানাবলীর অধীন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত অথবা অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

(৭৩) “হস্তান্তর” অর্থে, মূলধনি পরিসম্পদের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা পরিসম্পদ দখলমুক্ত হওয়া বা পরিসম্পদের কোনো স্বত্ব বিলোপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উহার বহির্ভূত থাকবে-

(ক) মূলধনি পরিসম্পদের হস্তান্তর যদি দানমূলে, উইলমূলে, অছিয়তমূলে বা অবাতিলযোগ্য কোনো ট্রাস্টমূলে সংঘটিত হয়;

(খ) কোম্পানীর অবসায়নকালে শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট যদি উহার পরিসম্পদ যেকোনো উপায়ে বিতরণ করা হয়; এবং

(গ) ফার্ম বা অন্যবিধ ব্যক্তিসংঘের বিলুপ্তির মুহূর্তে অথবা, যৌথ হিন্দু পরিবার বিভক্তিকালে যদি কোনো মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণ করা হয়;

প্রথম তফসিল
বিশেষ করহার

বিভাগ - ১

বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন

১। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট, বা ভূমিতে বিনিয়োগ প্রদর্শন।—

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ বা ক্রয় অথবা ভূমি ক্রয়ে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করিলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে বলে গণ্য হইবে, যদি উক্ত বিনিয়োগ সম্পন্ন হওয়া সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণীর পূর্বে করদাতা নিম্নবর্ণিত হারে কর পরিশোধ করেন, যথা:-

(ক) ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানি, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমির ক্ষেত্রে,-

১. অনধিক দুইশত বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে চার হাজার টাকা;
২. দুইশত বর্গমিটারের অধিক মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচ হাজার টাকা;
৩. ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পনের হাজার টাকা;

(খ) ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কাওরান বাজার, বিজয় নগর, ওয়ারি, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইস, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমির ক্ষেত্রে,-

১. অনধিক দুইশত বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে তিন হাজার টাকা;
২. দুইশত বর্গমিটারের অধিক মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে তিন হাজার পাঁচ শত টাকা;
৩. ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে দশ হাজার টাকা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমির ক্ষেত্রে,-

১. অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে আটশত টাকা;

২. একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে এক হাজার টাকা;
 ৩. দুইশত বর্গমিটারের অধিক মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে এক হাজার পাঁচ শত টাকা;
 ৪. ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পাচ হাজার টাকা;
- (ঘ) কোনো পৌরসভা বা জেলা সদর এলাকায় অবস্থিত ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমির ক্ষেত্রে,-
১. অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে তিনশত টাকা;
 ২. একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচশত টাকা;
 ৩. দুইশত বর্গমিটারের অধিক মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে সাত শত টাকা;
 ৪. ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে এক হাজার টাকা;
- (ঙ) দফা (ক) হইতে (ঘ) এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমির ক্ষেত্রে,-
১. অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে দুইশত টাকা;
 ২. একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে তিনশত টাকা;
 ৩. দুইশত বর্গমিটারের অধিক মোট আয়তন বিশিষ্ট ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচশত টাকা;
 ৪. ভূমির ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে পাঁচশত টাকা;
- (২) এইরূপ বিনিয়োগ সম্পন্নের পূর্বে করদাতা কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইতোমধ্যে কোনো ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর মালিক হয়ে থাকলে অথবা করদাতা দুই বা ততোধিক ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট এর বা ভূমির প্লটে বিনিয়োগ করিলে, উপধারা (১) এ উল্লিখিত কর হার বিশ শতাংশ বেশি হইবে।
- (৩) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কর হার শতকরা একশত ভাগ বেশি হইবে যেক্ষেত্রে-
- (ক) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করার বা কোনো আয় বা তার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (খ) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৮৭ এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়; বা

- (গ) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২৬০ বা ২৯৯-৩০২ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- (৪) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে এরূপ ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ-
- (ক) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত হয়; বা
- (খ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ধৃত না হয়।

২। **অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা।—**

এই আইনে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত যেকোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলে অথবা বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২২ এর অধীন ঘোষিত হাইটেক পার্কে কোনো কোম্পানী কর্তৃক ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প স্থাপনা নির্মাণে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করা হইলে, উক্তরূপ বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য রিটার্ন দাখিল করার পূর্বে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর দশ শতাংশ হারে কর পরিশোধ করা হয়।

বিভাগ - ২
আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

১। আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।—

- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি-
- (ক) যার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হয়নি এবং যিনি উক্ত এক বা একাধিক বছরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি, তিনি তার আয়কর রিটার্নে চলতি করবর্ষের আয়ের সাথে তার উক্ত আয় খাতওয়ারি প্রদর্শন করিতে পারবেন; বা
- (খ) যার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হইয়াছে; তবে এরূপ আয় নির্ধারণের সময় কোনো আয় বাদ পড়েছে অথবা নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণ প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি তার আয়কর রিটার্নে চলতি কর নির্ধারণী বছরের আয়ের সাথে উক্ত অপ্রদর্শিত আয় খাতওয়ারি প্রদর্শন করিতে পারবেন।
- (২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত আয়কর রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-
- (ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে-
১. এরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং
 ২. অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের দশ শতাংশ হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;
- (খ) ধারা ১৫৯ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং
- (গ) রিটার্নের সাথে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়:
১. ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;
 ২. ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং
 ৩. ঘোষিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।
- (৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না যদি-
- (ক) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করার বা কোনো আয় বা তার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (খ) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৮৭ এর উপধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানীর উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;
- (গ) এরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২৬০ বা ২৯৯-৩০২ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- (ঘ) এই ধারার অধীন ঘোষিত কোনো আয়-
১. কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

২. আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত হয়; বা
- (৬) এই ধারার অধীন ঘোষিত কোনো আয়-
১. সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়; বা
 ২. হ্রাসকৃত হারে কর আরোপযোগ্য হয়।
- (৪) এই ধারার অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যে কোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাবে, যথা:-
- (ক) শিল্পোদ্যোগ ও তার সম্প্রসারণ;
 - (খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
 - (গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;
 - (ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা
 - (ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।

দ্বিতীয় তফসিল
অনুমোদিত তহবিলসমূহ

বিভাগ ১

অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল

১। **অনুমোদিত তহবিল-এর অর্থ**

কোনো সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদিত হিসাবে বিবেচিত হইবে যদি সংশ্লিষ্ট বৎসরে তার অনুমোদন বলবৎ থাকে।

২। **অনুমোদনের শর্তাবলি**

নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত তহবিল অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে-

(ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্ট এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইতে হইবে;

(খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেউ নির্ধারিত বয়সে বা তার পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা অনুরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা অনুরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে, তবে তাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলে একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;

(গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে; এবং

(ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল বার্ষিক অনুদান, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(ঙ) তহবিলটিবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর কমিশনার (অতঃপর এই বিভাগে “কমিশনার” হিসাবে উল্লিখিত) অনুমোদনের লক্ষ্যে অন্যকোনো শর্ত প্রয়োগ যথার্থ বিবেচনা করিলে, উক্ত শর্ত পালন সাপেক্ষে, উক্তরূপ তহবিল বা তার অংশবিশেষের অনুমোদন প্রদান করিবেন-

১. তহবিলের বিধান থাকা সত্ত্বেও, তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা নির্ধারিত কতিপয় আকস্মিক খরচ নির্বাহের জন্য ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে; অথবা

২. পূর্বে উল্লিখিত এককালীন অর্থ প্রদান তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও, যদি অনুরূপ কোনো ক্ষেত্রে তা একমাত্র উদ্দেশ্য না হইয়া থাকে; অথবা

৩. যে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সাথে উল্লিখিত তহবিল সম্পর্কিত সেই ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনা শুধু আংশিকভাবে বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও।

৩। অনুমোদনের পদ্ধতি

- (১) সুপার্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের যে-কোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।
- (২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবেন।
- (৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাইতে পারবেন।
- (৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তার নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন।
- (৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তার ব্যর্থতায়, অনুরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলে বিবেচিত হইবে।
- (৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে:
 - (ক) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
 - (খ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;
 - (গ) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।
- (৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।
- (৮) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারবেন না।

৪। অনুমোদন প্রত্যাহার

- (১) যদি কমিশনার মনে করেন যে, যে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুপার্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ নির্ধারিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ হয় নি, সেক্ষেত্রে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যে-কোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেক্ষেত্রে যে তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে তা কার্যকর হইবে।
- (৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারবেন না।

- (৪) যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে সে বিষয়ে অবহিত করিতে হবে:
- (ক) অনুরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং
- (খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সমাপ্তি ঘটবে, এবং ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়।

৫। **তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা**

- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিলের বিনিয়োগ অথবা আমানত হইতে উপার্জিত আয় এবং অনুরূপ তহবিলের মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি লাভ আয়কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাবে।
- (২) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তার কর নির্ধারণীর উদ্দেশ্যে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাবে।

৬। **তহবিলের অনুমোদন বিলুপ্তিতে ট্রাস্টির দায়দায়িত্ব**

যদি কোনো কারণে কোনো অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল এর অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়, তা হইলে তহবিলের ট্রাস্টির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরিশোধের জন্য করদায় বর্তাবে-

- (ক) ফেরত প্রদত্ত চাঁদার ক্ষেত্রে (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, এর অন্তর্ভুক্ত হইবে); এবং
- (খ) বার্ষিক এককালীন ভাতার বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে;

এই অংশের বিধানাবলির অধীন অনুমোদিত তহবিলের বিলুপ্তি হইবার পূর্বে তহবিল বা তহবিলের অংশবিশেষের জন্য পরিশোধকৃত পরিমাণ অর্থ।

৭। **সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল সম্পর্কিত যে সকল বিবরণ দাখিল করিতে হইবে**

উপ-কর কমিশনার, নোটিশ দ্বারা, কোনো অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল এর ট্রাস্টি বা সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল-এ চাঁদা প্রদানকারী নিয়োগকর্তাকে নিম্নবর্ণিত বিবরণ দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) নিম্নোক্ত তথ্যাদিযোগে একটি রিটার্ন-
১. তহবিল হইতে বার্ষিক অনুদান পেয়েছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও আবাসিক ঠিকানা;
 ২. প্রত্যেক প্রাপককে পরিশোধযোগ্য বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ;
 ৩. নিয়োগকর্তাকে অথবা কর্মচারীকে ফেরত প্রদত্ত চাঁদার (সুদসহ চাঁদা, যদি থাকে) বিবরণাদি; এবং

8. বার্ষিক অনুদানের বিনিময়ে বা পরিবর্তে পরিশোধিত অর্থের বিবরণাদি; এবং
- (খ) তহবিলের হিসাব বিবরণী প্রেরণের নোটিশ সরবরাহের পূর্বের শেষ দিন পর্যন্ত তহবিলের জন্য প্রণীত হিসাব বিবরণী এবং এর সাথে বোর্ড যেরূপ প্রয়োজন মনে করবে সেদুপ অন্যন্য তথ্য ও বিবরণ।

৮। **সংজ্ঞা।—**

এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে -

- (ক) ‘নিয়োগকর্তা’, ‘কর্মচারী’, ‘চাঁদা’ এবং ‘বেতন’ অভিব্যক্তিসমূহ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল-এর ক্ষেত্রেও সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে; এবং
- (খ) ‘বার্ষিক সাধারণ চাঁদা’ অর্থ নির্ধারিত পরিমাণের বার্ষিক চাঁদা অথবা তহবিলের সদস্যগণের উপার্জন, চাঁদার পরিমাণ অথবা সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর পরিমাণকৃত নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা।

বিভাগ ২

অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল

১। অনুমোদিত তহবিল এর অর্থ

কোনো আনুতোষিক তহবিল অনুমোদিত হিসাবে বিবেচিত হইবে যদি সংশ্লিষ্ট বছরে তার অনুমোদন বলবৎ থাকে।

২। অনুমোদনের শর্তাবলি

(১) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আনুতোষিক তহবিল অনুমোদন পাবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকবে-

(ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে, সংশ্লিষ্ট তহবিলটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্ট এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত তহবিল হইবে এবং উক্ত ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার অন্যান্য নব্বই শতাংশ কর্মচারী বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে হইবে;

(খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেউ নির্ধারিত বয়সে বা তৎপরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা অনুরূপ অবসর গ্রহণের আগেই কাজ করিতে অক্ষম হইলে উক্ত কর্মচারীকে অথবা অনুরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকে তাদের কল্যাণার্থে, বার্ষিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান বর্ণিত তহবিলের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;

(গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে তহবিলটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে; এবং

(ঘ) তহবিল হইতে মঞ্জুরকৃত সকল সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে;

(২) বোর্ড যে তারিখে লিখিতভাবে তহবিলের ট্রাস্টিকে কোনো অনুমোদন প্রদান বা তা প্রত্যাহারের আদেশ অবহিত করবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে।

(৩) বোর্ড কোনো আনুতোষিক তহবিল এর ট্রাস্টিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে তহবিলের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার করিতে পারবে না।

৩। অনুমোদনের পদ্ধতি

(১) আনুতোষিক তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট তহবিলের কোনো একজন ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কমিশনারের অধীন করদাতার কর নির্ধারণ হয় সেই কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের তারিখের পর তহবিলের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করবে।

(৩) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাইতে পারবে।

- (৪) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন।
- (৫) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক শত আশি দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তার ব্যর্থতায়, অনুরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলে বিবেচিত হইবে।
- (৬) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-
 - (অ) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
 - (আ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;
 - (ই) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।
- (৭) যেক্ষেত্রে অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেক্ষেত্রে যে তারিখে অনুমোদনের আদেশ প্রদান করা হইবে সে তারিখ হইতে উহা কার্যকর হইবে।
- (৮) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে ট্রাস্টি কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।
- (৯) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারবে না।

৪। অনুমোদন প্রত্যাহার

- (১) যদি কমিশনার মনে করেন সংশ্লিষ্ট আনুতোষিক তহবিল কর্তৃক বিভাগের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ নির্ধারিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা পূরণ করা হয় নি, তাহলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যে-কোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারবেন।
- (২) যেক্ষেত্রে প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ করা না হয়, সেক্ষেত্রে যে তারিখে অনুমোদন প্রত্যাহারের আদেশ প্রদান করা হইবে সেই তারিখ হইতে তা কার্যকর হইবে।
- (৩) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারবে না।
- (৪) যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে তহবিলের কোনো ট্রাস্টিকে লিখিতভাবে তা অবহিত করিতে হইবে-
 - (ক) অনুরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং
 - (খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।
- (৫) যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সমাপ্তি ঘটবে, এবং পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হইলে, ট্রাস্টি কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে।

৫। তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা

- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের বিনিয়োগ অথবা আমানত হইতে উপার্জিত আয় এবং অনুরূপ তহবিলের মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি লাভ আয়কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাবে।
- (২) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাবে।

৬। **পুনঃপরিশোধিত চাঁদার ব্যবস্থাপনা**

যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তার পরিশোধিত চাঁদা (চাঁদার সুদ, যদি থাকে, অন্তর্ভুক্ত হইবে) উক্ত নিয়োগকর্তাকে পুনরায় পরিশোধ করা হয়, সেক্ষেত্রে যে কর নির্ধারণী বছরে নিয়োগকর্তা উক্তরূপ ফেরত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে বছরে উক্ত ফেরত প্রাপ্ত অর্থ তার কর নির্ধারণীতে তার আয় হিসেবে পরিগণনা করা হইবে।

৭। **আনুতোষিক তহবিলের জন্য যে সকল তথ্য দাখিল করিতে হইবে**

উপ-কর কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের ট্রাস্টি এবং কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের চাঁদা প্রদান করেছেন এরূপ নিয়োগকর্তাকে নোটিশের মাধ্যমে কোনো রিটার্ন, বিবরণী, বিবৃতি অথবা তথ্যসমূহ দাখিল করবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত ট্রাস্টি বা নিয়োগকর্তা নোটিশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে তা উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করবে।

৮। **এই অংশের বিধানাবলি তহবিলের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাবে**

যেক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের কোনো প্রবিধানের সাথে এবং এই অংশের কোনো বিধানাবলি বা এই অংশের অধীন কোনো বিধিমালার বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু অকার্যকর বলে বিবেচিত হইবে এবং বোর্ড যে কোনো সময় আনুতোষিক তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন।

৯। **বিধিমালা সংক্রান্ত বিধানাবলি**

এই অংশে অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারবে-

- (ক) অনুমোদনের আবেদনের সাথে দাখিলকৃত বিবরণাদি ও তথ্যাদি নির্ধারণ;
- (খ) তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধ সাধারণ, বার্ষিক ও অন্যান্য চাঁদার সীমা নির্ধারণ;
- (গ) অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের অর্থ আমানত বা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ;
- (ঘ) এই অংশ বা তার অধীনে প্রণীত কোনো বিধিমালার প্রয়োজনীয় শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে এরূপ কোনো তহবিলের অনুমোদন প্রত্যাহার সম্পর্কিত বিধান; এবং
- (ঙ) সাধারণত, এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং আনুতোষিক তহবিলের অনুমোদনের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, এবং গ্র্যাচুইটি তহবিলের পরিচালনা সম্পর্কে, তৎকর্তৃক অপরিহার্য বিবেচিত কোনো বিষয়।

১০। **সংজ্ঞা**

প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ কোনো অর্থ প্রকাশ না করিলে, এই অংশে আনুতোষিক তহবিলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘চাঁদা’, ‘কর্মচারী’, ‘নিয়োগকারী’, ‘তহবিলের প্রবিধান’ এবং ‘বেতন’ অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাবে।

বিভাগ ৩

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল

১। অনুমোদিত তহবিলের অর্থ

কোনো ভবিষ্য তহবিল স্বীকৃত হিসাবে বিবেচিত হইবে যদি সংশ্লিষ্ট বছরে তার অনুমোদন বলবৎ থাকে।

২। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে পুরণীয় শর্তাবলি

কোনো ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক স্বীকৃতি গ্রহণ এবং অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত স্বীকৃতি বহাল রাখার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে-

(ক) সকল কর্মচারীর নিয়োগ বাংলাদেশের মধ্যে হইতে হইবে অথবা নিযুক্ত কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তার ব্যবসার মুখ্য স্থান বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকৃত কর্মচারীগণের অনধিক দশ শতাংশ বাংলাদেশের বাইরে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, কর কমিশনার (অতঃপর এই বিভাগে “কমিশনার” হিসাবে উল্লিখিত) যদি যথাযথ মনে করেন এবং অনুরূপ স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ মনে করে কোনো শর্ত আরোপ করেন, তাহলে সেই শর্ত সাপেক্ষে, কোনো নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও তার পরিচালিত তহবিলকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারবে।

(খ) কোনো বছর একজন কর্মচারীর বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তার বার্ষিক বেতন হইতে নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হইবে, এবং সেই বছর কর্মচারীর বেতন হইতে যে হারে চাঁদা পরিশোধ্য ছিল সেই হারের নিরিখে প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক কিস্তিতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাঁদা কর্তন করা হইবে এবং তহবিলে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে উক্ত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(গ) কোনো বছরের জন্য কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য চাঁদার পরিমাণ সেই বছরের জন্য কর্মচারীর প্রদেয় চাঁদার পরিমাণের চেয়ে বেশি হইতে পারবে না, এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক সেই অর্থ কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে অনধিক এক বছরের ব্যবধানে জমা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার, এই উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, কোনো বিশেষ তহবিলের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে এই দফার বিধান শিথিল করিতে পারবে-

১. যে কর্মচারীর মাসিক বেতন অনধিক পাঁচশত টাকা, এরূপ প্রতিটি কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক অধিকতর চাঁদা জমাদানের অনুমতি প্রদান; এবং

২. নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে সাময়িক/পর্যায়ক্রমিক বোনাস বা আকস্মিক প্রকৃতির চাঁদা প্রদানের অনুমতি প্রদান, যেক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধি অনুসারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অনুরূপ বোনাস ও অন্যান্য চাঁদা পরিগণনা ও পরিশোধ করা হয়;

(ঘ) উপরিলিখিত চাঁদাসমূহ এবং ট্রাস্টি কর্তৃক গৃহীত দান দ্বারা, যদি থাকে, তার পুঞ্জীভূত অর্থের সুদ, জমাকৃত অর্থ এবং অনুরূপ অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সিকিউরিটি এবং তহবিলের মূলধনি সম্পদের বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি অর্জন দ্বারা তহবিলটি গঠিত হইবে, এবং এই অর্থ ব্যতীত অন্যকোনো অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে না;

- (ঙ) তহবিলটি কোনো ট্রাস্টের অধীন দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি বা অফিসিয়াল ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত হইবে, যা উক্ত ট্রাস্টের সকল সুবিধাভোগীর সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তনযোগ্য হইবে না;
- (চ) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তার ভগ্ন স্বাস্থ্যগত কারণ বা অন্যকোনো অনিবার্য কারণ ব্যতীত অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হন, অথবা তহবিলের প্রবিধিতে চাকুরির নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করেন তাহলে, নিয়োগকর্তা তহবিল বাবদ কোনো অর্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কোনোভাবে আদায় করবার অধিকারী হইবে না:
- তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধি অনুসারে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত চাঁদা ও পরিশোধিত চাঁদাসহ পুঞ্জীভূত অর্থের উপর উপচিত সুদ বাবদ কোনো অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক তহবিল হইতে আদায় করা পর্যন্ত তার ক্ষমতা সীমিত থাকবে;
- (ছ) কোনো কর্মচারীকে তহবিলে তার পুঞ্জীভূত স্থিতি সেদিন পরিশোধ করিতে হইবে, যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন তহবিল পরিচালনা হইতে বিরত হইবে;
- (জ) দফা (ছ) এর বিধান অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ অনুসারে ব্যতীত, কোনো কর্মচারীকে তার অনুকূলে জমাকৃত স্থিতির কোনো অংশ পরিশোধ করবে না;
- (ঝ) তহবিল বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করবে।

৩। অনুমোদনের পদ্ধতি

- (১) ভবিষ্য তহবিল অনুমোদনের লক্ষ্যে নিয়োগকর্তা কর্তৃক যে কমিশনারের অধীন করদাতা হিসাবে তার কর নির্ধারণ করা হয়, সেই কমিশনার বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।
- (২) কমিশনার আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ও তার নিকট থাকা দলিলাদি বিবেচনা করিবেন এবং তিনি বিবেচনার জন্য লিখিতভাবে ট্রাস্টির নিকট অন্যান্য দলিলপত্র চাইতে পারবে।
- (৩) আবেদনপত্র বিবেচনাকালে কমিশনার, প্রয়োজনে, আবেদনকারীকে তার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবে।
- (৪) কমিশনার আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, লিখিত আদেশ দ্বারা, আবেদনপত্রের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং তার ব্যর্থতায়, অনুরূপ তহবিলের অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছে বলে বিবেচিত হইবে।
- (৫) অনুমোদন মঞ্জুর হইলে, আদেশে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (অ) অনুমোদনের শর্তাবলি ও যোগ্যতা;
- (আ) অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ;
- (ই) অনুমোদন মঞ্জুরের মেয়াদ।
- (৬) যে অর্থ বছরে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইবে, অনুমোদন কার্যকর হইবার তারিখ সেই অর্থ বছরের শেষ তারিখের পরের কোনো তারিখে হইবে না।

- (৭) কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হইলে, উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নিয়োগকর্তা কর্তৃক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে হইবে।
- (৮) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারবেন না।

৪। অনুমোদন প্রত্যাহার

- (১) যদি কমিশনার এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংশ্লিষ্ট ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক এই বিভাগের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এ নির্ধারিত শর্তাদি লঙ্ঘিত হইয়াছে অথবা বাস্তবিক পূরণ করা হয় নাই, তাহলে কমিশনার উক্ত অনুমোদন যে কোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারবেন।
- (২) কমিশনার আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করে অনুমোদন প্রত্যাহার করিবেন না।
- (৩) যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়, সেক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় উল্লেখ করে তহবিলের কোনো ট্রান্সিক্টিকে লিখিতভাবে তা অবহিত করিতে হইবে-
- (ক) অনুরূপ প্রত্যাহারের কারণ; এবং
- (খ) প্রত্যাহার কার্যকর হইবার তারিখ।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার সমাপ্তি ঘটবে, এবং ট্রান্সিক্ট কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২ এর অধীন নূতনভাবে আবেদন করিতে হইবে যদি পুনরায় অনুমোদন চাওয়া হয়:
- তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার উপযুক্ত মনে করিলে তহবিলের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরও তহবিলের স্বীকৃতি বহাল রয়েছে মর্মে বিবেচনা করিতে পারবে।

৫। তহবিলের আয় এবং চাঁদা সম্পর্কিত ব্যবস্থা

- (১) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার অর্থ, এই আইনে বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, তার কর নির্ধারণীর মাধ্যমে গণনাকৃত আয়, লাভ ও মুনাফা হইতে বাদ যাবে।
- (২) যেক্ষেত্রে সুদ বা অন্যকোনো নামে তহবিল হইতে, চাঁদার অংশ ব্যতীত, কোনো আয় গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে-
- (অ) অনধিক ক পরিমাণ অর্থ কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি পাবে, যদি $k < (x \times 30\%)$;
- (আ) $k - (x \times 30\%)$ এর সমপরিমাণ অর্থ গ্রহীতার আয়ের সাথে যুক্ত হইবে, যদি $k > (x \times 30\%)$,
- যখন-
- ক = আয়বর্ষে তহবিল হইতে গৃহীত অর্থের পরিমাণ,
- খ = আয়বর্ষে বেতন হইতে আয় (উক্ত আয় বাদে)।

৬। পুঞ্জিত স্থিতির উপর কর

(১) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তার নিয়োগকর্তার অধীন একাধিক্রমে অন্তত পাঁচ বৎসর চাকুরি অব্যাহত রাখেন, এবং উক্ত কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি তার প্রতি পরিশোধ্য হয়, সেক্ষেত্রে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অনুরূপ পুঞ্জীভূত স্থিতি কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাবে এবং অনুরূপ স্থিতি তার মোট আয়ের হিসাববহির্ভূত থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনারের বিবেচনায় এরূপ মনে হয় যে, কর্মচারীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কিংবা নিয়োগকর্তার ব্যবসার সংকোচন বা বন্ধের ফলে কিংবা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণের ফলে, উক্ত কর্মচারীর চাকরির অবসান হওয়ায়, তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার অধীন পাঁচ বছরের কম সময় চাকরি করেছেন, তাহলে কমিশনার উক্ত স্থিতির উপর কর অব্যাহতি মঞ্জুর করিতে পারবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধ হইলেও উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শর্ত পূরণ না হইবার কারণে কোনো কর অব্যাহতি প্রদান করা না হয়, সেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার প্রতিটি সংশ্লিষ্ট করবর্ষের জন্য কর্মচারীর যে পরিমাণ মোট আয় প্রদেয় হয় তা নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপে নির্ধারিত কর এবং কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বছরগুলোতে পরিশোধিত করের পার্থক্য, যে আয়বর্ষে পুঞ্জীভূত স্থিতি কর্মচারীকে প্রদেয় হইবে সে আয়বর্ষে, কর্মচারী কর্তৃক পরিশোধিত হইবে।

(৩) পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে কোনো পরিশোধ কর কর্তন সাপেক্ষ হইবে যদি না উক্ত পরিশোধ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আয় কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৪) উৎসে কর্তনকৃত অর্থ হিসাব করবার ক্ষেত্রে-

(ক) পুঞ্জীভূত স্থিতি হইতে পরিশোধ বেতন হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) গড় হার অনুসরণ করিতে হইবে;

(গ) কর্তন ও পরিশোধ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৭। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসমূহের হিসাবাদি

(১) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাবাদি তার ট্রাস্টিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও মেয়াদে এবং বিবরণাদি সহযোগে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে-কোনো উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শনের জন্য হিসাবাদি উন্মুক্ত রাখতে হইবে এবং ট্রাস্টিগণ কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে হিসাবাদির সারসংক্ষেপ উপ-কর কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৮। বিদ্যমান স্থিতিসহ ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি

(১) যেক্ষেত্রে কোনো ভবিষ্য তহবিলকে বিদ্যমান স্থিতিসহ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ট্রাস্টিগণ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে তহবিলের একটি হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করবে বা করবার ব্যবস্থা করবে-

(ক) স্বীকৃতি-পূর্ব মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করিতে হইবে;

(খ) হিসাব বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হইবে-

১. উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীর জমাকৃত অংশের স্থিতির পরিমাণ, স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;

২. স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত জমার স্থিতির পরিমাণ (অতঃপর স্থানান্তরিত স্থিতি হিসাবে উল্লিখিত);
 ৩. স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত অস্থানান্তরিত স্থিতির পরিমাণ;
 ৪. স্থানান্তরিত স্থিতি এবং অস্থানান্তরিত স্থিতিতে উক্ত শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশের বিভাজন;
 ৫. বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।
- (২) যে তারিখ হইতে স্বীকৃতি কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে স্থানান্তরিত স্থিতি জমার স্থিতি হিসাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।
 - (৩) বিদ্যমান তহবিলে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির যে অংশ স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তর করা হয় নাই, তা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাব বিবরণী হইতে বাদ রাখতে হইবে, এবং এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে তার উপর করদায় কার্যকর হইবে, এবং এই অংশের বিধানাবলি উক্ত স্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
 - (৪) যেক্ষেত্রে স্থানান্তরিত স্থিতিতে চাঁদার অংশ এবং চাঁদা বিহীন অংশ উভয়ই থাকে, সেক্ষেত্রে চাঁদা বিহীন অংশের পঞ্চাশ শতাংশ তহবিলটি স্বীকৃতি লাভের আয়বর্ষে কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।
 - (৫) একজন কর্মচারী উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন নিরূপিত করের অর্থ পরিশোধে সক্ষম হইবার লক্ষ্যে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলটিতে তার অনুকূলে স্থিতি হইতে অর্থ উত্তোলনের অধিকারী হইবেন।
 - (৬) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে স্বীকৃতি পায়নি এরূপ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনাকারী বা তহবিলের সাথে লেনদেনকারী কোনো ব্যক্তির অথবা স্থিতি জমাদানকারী কোনো কর্মচারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

৯। নিয়োগকর্তা কর্তৃক ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত তহবিল সম্পর্কিত ব্যবস্থা

- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণে কোনো ভবিষ্য তহবিল (স্বীকৃত বা অস্বীকৃত যাই হোক না কেন) পরিচালনা করেন এবং উক্ত তহবিল বা তার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত না হয়, সেক্ষেত্রে কর্মচারীদের অংশগ্রহণকৃত উক্তরূপ তহবিল বা তার অংশবিশেষ ট্রাস্টের ট্রাস্টিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত হস্তান্তরিত অর্থ মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।
- (২) যখন তহবিলে অংশগ্রহণকারী একজন কর্মচারীকে পুঞ্জিভূত স্থিতির অর্থ পরিশোধ করা হয়, তখন নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় উক্ত স্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো অর্থের অংশবিশেষ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত হইলে (সুদ যোগ না করে এবং কর্মচারীর চাঁদা বাবদ জমা ও উক্ত জমার সুদ ব্যতীত) নিয়োগকর্তা যদি উক্ত কর্মচারীকে তার প্রাপ্য অংশের অর্থ পরিশোধের আগে সংশ্লিষ্ট অংশের উপর পরিশোধ্য কর উৎসে কর্তনের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে যে আয়বর্ষে কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জিভূত স্থিতি পরিশোধ করা হয়েছিলো, সেই বর্ষের জন্যে তা ধারা ৩৭(১)(ক) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে নিয়োগকর্তার ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১০। তহবিলের প্রবিধানের উপর এই অংশের বিধানাবলির প্রাধান্য

যেক্ষেত্রে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের কোনো প্রবিধানের সাথে এই অংশের কোনো বিধানাবলি বা এর অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু অকার্যকর গণ্য হইবে; এবং কমিশনার যে-কোনো সময় তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু দূরীভূত করবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারবেন।

১১। আপিল

- (১) কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান কিংবা স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তা অনুরূপ আদেশ জারির ষাট দিনের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারবেন।
- (২) আপিল আবেদনটি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

১২। বিধিমালা সম্পর্কিত বিধানাবলি

এই অংশে প্রদত্ত কোনো ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারবে-

- (ক) স্বীকৃতি প্রদানের আবেদনের সাথে দাখিলযোগ্য বিবরণাদি ও তথ্যাদি নির্ধারণ;
- (খ) যে সকল কর্মচারী কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে তাদের চাঁদার পরিমাণ সীমিতকরণ;
- (গ) অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে কোনো কর্মচারী সুবিধাভোগী স্বার্থের খাতিরে কোনো দায়িত্ব কিংবা কর্তব্য পালনের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করবার কারণে দণ্ডস্বরূপ তার উপর কর নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন;
- (ঘ) স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত কোনো ভবিষ্য তহবিলের কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে চাঁদা প্রদান ও সুদ জমা দেওয়ার জন্য মঞ্জুরযোগ্য অর্থের পরিমাণ এবং জমাকৃত অংশের জন্য আয়কর অব্যাহতির পরিমাণ নিরূপণ এবং অব্যাহতি প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (ঙ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অর্থ বিনিয়োগ বা জমাদান নিয়ন্ত্রণ; এবং
- (চ) সাধারণত, এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, এবং স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের পরিচালনা সম্পর্কে, এর দ্বারা অপরিহার্য বিবেচিত কোনো বিষয়।

১৩। এই অংশের প্রয়োগ

এই অংশের বিধানাবলি ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৪। সংজ্ঞা

এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (১) “পরিশোধ্য পুঞ্জীভূত স্থিতি” অর্থ কোনো কর্মচারীর নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তহবিলে কর্মচারীর এই তহবিলের প্রবিধানের অধীনে তার দ্বারা দাবিকৃত জমাকৃত স্থিতি বা তার অংশবিশেষ,যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীনে কর্মচারী নয়;

- (২) “বার্ষিক প্রবৃদ্ধি” অর্থ একজন কর্মচারীর জমাকৃত স্থিতির অর্থের এক বৎসরের প্রদত্ত চাঁদা এবং সুদ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পরিমাণ;
- (৩) ‘জমার স্থিতি’ অর্থ কোনো কর্মচারীর যে-কোনো সময় ভবিষ্য তহবিলে তার ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে জমাকৃত সর্বমোট অর্থ;
- (৪) “চাঁদা” অর্থ কোনো কর্মচারী কর্তৃক বা তার অনুকূলে তার বেতন হইতে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক তার নিজস্ব অর্থ হইতে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ, তবে সুদ হিসাবে অনুরূপ জমাকৃত কোনো অর্থ চাঁদার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৫) ভবিষ্য তহবিলে “চাঁদার অংশ” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদার সমষ্টি;
- (৬) “চাঁদা বিহীন অংশ” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ব্যতীত পুঞ্জিভূত হওয়া অর্থ;
- (৭) “কর্মচারী” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণ করেছেন এরূপ কোনো কর্মচারী, তবে ব্যক্তিগত কর্মচারী বা গৃহভৃত্য এর অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (৮) “নিয়োগকর্তা” অর্থ-
- (ক) কোনো কোম্পানি, ফার্ম, অন্যান্য ব্যক্তি সংঘ, কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বা কোনো একক ব্যক্তি যদি এরূপ ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত হয় যার মুনাফা বা অর্জন ‘ব্যবসা হইতে আয়’ খাতের অধীন কর নির্ধারিত হয়, তার এবং তার কর্মচারীদের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে; অথবা
- (খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো কুটনৈতিক, কনসুলার অথবা বাণিজ্য মিশন অথবা আন্তঃদেশীয় সংস্থার কোনো কার্যালয়, যা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং এর কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে;
- (৯) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এই অংশের বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন আছে এরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিল;
- (১০) “তহবিলের প্রবিধান” অর্থ নির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রণীত বিশেষ প্রবিধিমালার সমষ্টি; এবং
- (১১) “বেতন” অর্থে মহার্ঘ ভাতা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি চাকুরির শর্তে তা বিধৃত হয়, তবে অন্যকোনো ভাতা বা পারকুইজিট এর বহির্ভূত থাকবে।

তৃতীয় তফসিল
অবচয় ভাতা, নিঃশেষ ভাতা ও অ্যামর্টাইজেশন

বিভাগ ১
অবচয় ভাতা পরিগণনা

১। কৃষিতে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয়ভাতা

- (১) কোনো করদাতা কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তার মালিকানাধীন কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো বাবদ অবচয় ভাতা, অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণিতে নির্ধারিত হারে প্রদত্ত হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মূলধনি পরিসম্পদ	অবচয়ের হার (শতাংশ)
(১)	(২)	(৩)
১	ইট, কনক্রিট, ইস্পাত বা সমজাতীয় উপকরণ দ্বারা নির্মিত ইমারত বা কাঠামো	৫
২	টিন, বাঁশ, খড় বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা নির্মিত ঘরবাড়ি	১০
৩	স্থায়ী বেড়া	১০
৪	নলকূপ	১০
৫	ট্যাঙ্ক	১০
৬	সেচের কুয়া, চ্যানেল, পাইপ, ইত্যাদি	১০
৭	কাঠ বা বাঁশের তৈরি কৃষি সরঞ্জাম	২০
৮	ওজন মাপার যন্ত্র	১০
৯	ট্রাক্টর, তেলের ইঞ্জিন এবং হালকা যন্ত্র	১০
১০	ট্রাক, ডেলিভারি ভ্যান এবং অন্যান্য মোটরযান	১০
১১	পাওয়ার পাম্পিং যন্ত্রপাতি	২০
১২	অযান্ত্রিক ভ্যান	১৫
১৩	বাষ্প ইঞ্জিন	১০
১৪	কারখানার যন্ত্রপাতি	১৫

১৫	উপরের ছকে উল্লিখিত হয় নি এমন সাধারণ যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, প্লান্ট ও অন্যান্য পরিসম্পদ	১০
----	--	----

- (২) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে অনুরূপ কোনো মূলধনি পরিসম্পদ, পূর্ত বা ভৌত অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে করদাতার কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, সেক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হত তার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।

২। ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পদের উপর অবচয়ভাতা

- (১) কোনো করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য অবচয় ভাতা এই বিভাগে বর্ণিত ভিত্তি, হার এবং সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, প্রদত্ত হইবে।
- (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত অবচয় ভাতা হইবে করদাতা কর্তৃক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এবং তার মালিকানাধীন কোনো পরিসম্পদের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য সাধারণ অবচয় ভাতা এবং প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা, এবং তা উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর এই বিভাগে বর্ণিত ভিত্তি, হার, সীমাবদ্ধতা, যোগ্যতা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রদত্ত হইবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে অনুরূপ পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, সেক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষের জন্য উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা উক্ত পরিসম্পদ সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে যে পরিমাণ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হত তার যুক্তিসঙ্গত আনুপাতিক হারে প্রদেয় হইবে।
- (৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো পরিসম্পদের উপর অবচয় ভাতা প্রদেয় হইবে না, যদি না করদাতার আয়কর রিটার্নে উক্ত পরিসম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার দাবি প্রতিফলিত হয়।
- (৫) যেক্ষেত্রে পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্য পরিগণনা করার ক্ষেত্রে, পরিসম্পদটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল মর্মে গণ্য হইবে।
- (৬) কোনো পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত মোট বিয়োজন উক্ত পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের বেশি হইবে না।
- (৭) কোনো নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানির মালিকানাধীন এবং অপর কোনো ব্যক্তির নিকট লিজ প্রদত্ত পরিসম্পদের অবচয় কেবল উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্ভূত লিজ ভাড়া বাবদ আয়ের বিপরীতে বিয়োজনযোগ্য হইবে।
- (৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানির অনুকূলে এরূপ কোনো যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, যানবাহন বা আসবাবপত্রের উপর কোনো ভাতা প্রদেয় হইবে না যাহা কোনো লিজগ্রহীতাকে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ হিসাবে দেয়া হইয়াছে।
- (১০) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানি' অর্থ কোনো লিজিং কোম্পানি, ব্যাংকিং কোম্পানি বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা লিজিং ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।

৩। কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ

- (১) কোনো করদাতার কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য অনধিক ত্রিশ লক্ষ টাকা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উক্ত অবচয় ভাতা প্রদেয় পরিসম্পদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক বা করদাতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি পরিবহনে নিয়োজিত বাস বা মিনিবাস ব্যতীত কোনো যাত্রীবাহি মোটরযান হয়।
- (২) কোনো পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত কোনো মঞ্জুরি, ভর্তুকি, রেয়াত বা কমিশন এবং সহায়তা (সুদসহ বা সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত) এর মূল্য বাদ যাবে।
- (৩) যেক্ষেত্রে করদাতা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত পরিসম্পদ ব্যতীত কোনো ব্যবহৃত পরিসম্পদ অর্জন করেন, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য তার ন্যায্য বাজার মূল্যের বেশি হইবে না।
- (৪) যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হইবে, যথা:-
 - (ক) বিনিময় হার পরিবর্তন জনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে;
 - (খ) বিনিময় হার পরিবর্তন জনিত লাভ বিয়োগ করে।

৪। সাধারণ অবচয় ভাতার হার

- (১) কোনো পরিসম্পদের অবলোপিত মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত হারে সাধারণ অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

সারণি

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
(১)	(২)	(৩)
১.	ইমারত (এই সারণিতে অন্যকোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকলে)	৫
২.	কারখানা ভবন	১০
৩.	আসবাবপত্র ও ফিটিংস	১০
৪.	অফিসের সরঞ্জাম	১০
৫.	যন্ত্রপাতি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম (এই সারণিতে অন্যকোনোভাবে নির্দিষ্ট না থাকলে)	১০
৬.	সমুদ্রগামী জাহাজ	
	(ক) নূতন	৫
	(খ) পুরাতন ক্রয়ের সময় যাহার বয়স-	
	(অ) অনধিক ১০ বছর	১০

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণি	হার (অবলোপিত মূল্যের %)
	(আ) ১০ বছর বা ততোধিক	২০
৭.	এক্স-রে, ইলেক্ট্রোথেরাপিউটিক ও উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি	২০
৮.	ব্যাটারি চালিত এ্যাপারেটাস ও রিচার্জএ্যাবল বেটারি	৩০
৯.	অডিও-ভিজুয়াল পণ্য উৎপাদন ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	২০
১০.	ভাড়ায় চালিত ব্যতীত সকল প্রকার মোটরযান	১০
১১.	ভাড়ায় চালিত সকল প্রকার মোটরযান	২০
১২.	প্রিন্টার, মনিটর ও আনুষঙ্গিক আইটেমসহ কম্পিউটার হার্ডওয়ার	২৫
১৩.	ব্যবহার-উপযোগী কম্পিউটার সফটওয়ার ও এ্যাপ্লিকেশন	২৫
১৪.	প্রফেশনাল ও রেফারেন্স বই	২৫
১৫.	এয়ারক্রাফ্ট, এ্যারোইঞ্জিন ও এরিয়াল ফটোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি	৩০
১৬.	কাঁচ বা প্লাস্টিক পণ্য বা কনক্রিট পাইপ তৈরিতে ব্যবহৃত ছাঁচ	৩০
১৭.	খনিজ তেল সম্পর্কিত	
	(ক) মাটির নীচে স্থাপিত সরঞ্জামাদি	১০০
	(খ) বহনযোগ্য বয়লার, খনন যন্ত্র, ওয়েলহেড ট্যাংক ও রিগসহ মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি	২৫
১৮.	সেতু	২
১৯.	রাস্তা	২
২০.	ফ্লাইওভার	২
২১.	পেভমেন্ট রানওয়ে, ট্যাক্সিওয়ে	২.৫
২২.	এ্যাপ্রোন, টারম্যাক	২.৫
২৩.	বোর্ডিং ব্রিজ	১০
২৪.	যোগাযোগ ও অনুসন্ধান সহায়ক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম	৫

(২) বোর্ড, সময় সময় সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত টেবিলে সংশোধন করিতে পারবে,

(খ) এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারবে যে, কোনো পরিসম্পদের অবচয় ভাতা যেরূপ হারে নির্ধারিত হয় সেরূপ হারে প্রদেয় হইবে।

৫। প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা

- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ভবন নবনির্মিত হইয়াছে অথবা যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা এর অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিসম্পদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।
- (২) নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে কোনো প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না, যথা:-
 - (ক) ভাড়ায় খাটানো হয় না এরূপ মোটর গাড়ি, এবং
 - (খ) ইতোপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ যেকোনো যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা।
- (৩) কোনো করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে তার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে কোনো পরিসম্পদ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা যে আয়বর্ষে প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা পরে ঘটে, সে আয়বর্ষের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।
- (৪) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত হারে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	পরিসম্পদ	প্রারম্ভিক অবচয়ের হার
(১)	(২)	(৩)
১.	যেকোনো ধরনের ইमारত	১০%
২.	ভাড়ায় চালিত জাহাজ বা মোটরযান ব্যতীত “যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা” এর আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ	২৫%

৬। যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার উপর ত্বরায়িত অবচয় ভাতা

- (১) যেক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার আওতাভুক্ত যেকোনো পরিসম্পদ বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো শিল্প স্থাপনায় ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমা ও শর্তাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত হারে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।
- (২) শিল্প স্থাপনাটির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর বছর হইতে তিন বছর পর্যন্ত ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে।
- (৩) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত হারে ত্বরায়িত অবচয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর আয়বর্ষ	ত্বরায়িত অবচয়ের হার
১.	প্রথম আয়বর্ষ	৫০%
২.	দ্বিতীয় আয়বর্ষ	৩০%
৩.	তৃতীয় আয়বর্ষ	২০%

- (৪) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি, সীমা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে, যথা:-
- (ক) সংশ্লিষ্ট পরিসম্পদ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনার মালিকানাধীন এবং পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়নি;
- (খ) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা-
- (অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বডি কর্পোরেট কর্তৃক পরিচালিত যার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত; বা
- (আ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত যার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন কমপক্ষে বিশ লক্ষ টাকা;
- (গ) শিল্প স্থাপনাটি-
- (অ) টিআইএন ধারী;
- (আ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে হিসাব সংরক্ষণ করে;
- (ই) স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে;
- (ঈ) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে আয়কর রিটার্ন দাখিল করে;
- (ঘ) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে, যথা:-
- (অ) বোর্ডের নিকট, বিধিবদ্ধ ফরম ও পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাসের শেষ দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ত্বরায়িত অবচয় ভাতার জন্য আবেদন করিতে হইবে;
- (আ) আবেদনপত্রের সাথে এই মর্মে একটি ঘোষণা সংযুক্ত করিতে হইবে যে, শিল্প স্থাপনাটি এ আইনের কোনো ধারার অধীন কর অব্যাহতি পায় নাই, এবং কর অব্যাহতির জন্য বোর্ডের নিকট কোনো আবেদন করে নাই এবং করবে না।
- (৫) কোনো আয়বর্ষে কোনো পরিসম্পদের ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইলে উক্ত পরিসম্পদের অনুকূলে এই আইনের অধীন কোনো সাধারণ বা প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৭। **পরিসম্পদের বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা**

যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো পরিসম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই বিভাগের অধীন উক্ত আয়বর্ষে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।

৮। **সংজ্ঞা**

এই বিভাগের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (১) “পরিসম্পদ” অর্থ কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন দৃশ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি, স্থাবর সম্পত্তি (পতিত ভূমি ব্যতীত), বা স্থাবর সম্পত্তিতে কাঠামোগত উন্নয়ন-

- (ক) যার স্বাভাবিক ব্যবহার উপযোগি আয়ু এক বছরের বেশি;
- (খ) স্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে যার মূল্য হ্রাস পায় বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়; এবং
- (গ) যার জন্য এই আইনের কোনো বিধানের অধীন অবচয় ভাতা ব্যতীত অন্যকোনো ভাতা অনুমোদিত নয়;
- (২) “আসবাবপত্র” অর্থে ফিটিংস অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৩) “স্থাপনা” অর্থে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, যানবাহন, বই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, এবং সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪) “জাহাজ” অর্থে কোনো স্টিমার, মোটর চালিত জলযান, সেইল, টাগ বোট, কার্গোর জন্য ইম্পাত বা লোহার পাটাতন, কাঠের কার্গো বোট, মোটর লঞ্চ ও স্পিড বোট অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৫) “কাঠামোগত উন্নয়ন” (স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত), অর্থে কোনো ইমারত, রাস্তা, ড্রাইভওয়ে, কার পার্ক, রেলওয়ে লাইন, পাইপ লাইন, সেতু, টানেল, এয়ারপোর্ট রানওয়ে, ক্যানেল, ডক, ওয়ার্ফ, ধারক প্রাচীর, বেড়া, বিদ্যুৎ লাইন, পানি বা পানি নিষ্কাশন পাইপ, নালা, ল্যান্ডস্কাপিং বা ড্যাম অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- (৬) ‘অবলোপিত মূল্য’ অর্থ-
- (ক) যেক্ষেত্রে পরিসম্পদটি কোনো আয়বর্ষে অর্জিত হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত পরিসম্পদ বাবদ অনুমোদিত কোনো প্রারম্ভিক ভাতা বাদ দিয়া সম্পদটির ক্রয়মূল্য;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সম্পদটির ক্রয়মূল্য হইতে পূর্ববর্তী আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের কর নির্ধারণীতে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে অনুমোদিত অবচয় ভাতাসমূহের সমষ্টির বিয়োগফল।

বিভাগ ২
অ্যামর্টাইজেশন পরিগণনা

১। লাইসেন্স ফি-এর অ্যামর্টাইজেশন

- (১) শুধুমাত্র সরকার অনুমোদিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুই বা ততোধিক বছর ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো নিবাসি কোম্পানি করদাতা, লাইসেন্স ফি হিসাবে ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ বা তার পরে কোনো অর্থ পরিশোধ করিলে, তা করদাতার উক্ত ব্যবসার আয় হইতে লাইসেন্সের মেয়াদের শেষ বছর পর্যন্ত আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদিত হইবে।
- (২) এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “লাইসেন্স ফি” বলিতে বোঝাবে কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত স্পেকট্রাম এসাইনমেন্ট ফি অথবা বিশেষায়িত সেবা সরবরাহে নিয়োজিত কোনো কোম্পানির কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিশোধিত অন্য যেকোনো লাইসেন্স ফি।

২। প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশন

ধারা ৩৯ এর অধীন প্রাক-প্রারম্ভিক ব্যয়ের অ্যামর্টাইজেশনের হার ২০% হইবে।

চতুর্থ তফসিল

বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

১। জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে

কোনো আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে কোনো ব্যক্তি জীবন বিমার ব্যবসা পরিচালনা করে থাকিলে, তা হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ তার অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা

পেনশন এবং এ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত জীবন বিমা ব্যবসার সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি হইতে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের বিয়োগফল; অথবা

(খ) যে বছরের জন্য কর নির্ধারণ করা হইবে সে বছর সমাপ্ত হবার পূর্বের সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়ন সময়কালের জন্য একচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন হইতে প্রাপ্ত উদ্ভূত বা ঘাটতি সমন্বয়ের পর, নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্ভূত, যা হইতে পূর্ববর্তী যেকোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ে নির্ণীত যেকোনো উদ্ভূত বা ঘাটতি অথবা কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৪৩ এর বিধানাবলির অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্যকোনো ব্যয়, এদুয়ের মধ্যে যেটি বেশি, তা বাদ যাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিম্নোক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না, যথা:-

(অ) একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৭.৫ ভাগ; এর সাথে যোগ হইবে

(আ) প্রথম বছরে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা বারটির কম এরূপ অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে অথবা বার বছরের কম সময়ব্যাপী বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য এরূপ জীবনবিমা পলিসির ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিটি প্রথম বছরের প্রিমিয়াম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আয়বর্ষের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৭.৫ ভাগ; এর সাথে যোগ হইবে

(ই) অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রথম বছরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৯০ ভাগ, এর সাথে যোগ হইবে

(ঈ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের শতকরা ১২ ভাগ।

৩। পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ পরিগণনা

পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে বিবেচিত হইবে অনুচ্ছেদ ২(খ) নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্ভূত।

৪। বিয়োজন

উদ্ভূত গণনার ক্ষেত্রে -

(ক) জীবন বিমা ব্যবসায় অনুচ্ছেদ ২ (খ) এর অধীন পলিসি হোল্ডারগণের পক্ষে পরিশোধিত বা তাদের সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে পরিশোধিত বা সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থ তিন-চতুর্থাংশ বাদ দেয়া যাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো উদ্বৃত্তের জন্য প্রথম গণনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়কালের কোনো উদ্বৃত্ত বা পরিশোধকৃত কোনো অর্থের জের টানা যাবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত কোনো অর্থের সংরক্ষণ বন্ধ হইলে, এবং পলিসি হোল্ডার বা অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে অর্থ পরিশোধ বা ব্যয় করা না হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের অর্ধেক বা তিন-চতুর্থাংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ ইতঃপূর্বে বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হইলে, উক্ত অর্থের সংরক্ষণ যে সময়ের জন্য বন্ধ ছিল উক্ত সময়ের জন্য উহা উদ্বৃত্তের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) কোনো সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সময় কোনো অবচয় বা ক্ষতি হইলে, উহা পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো হিসাব বা অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন স্থিতিপত্রে সংরক্ষিত বা উহা হইতে বাতিলকৃত কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদ হস্তান্তরের সময় অর্জিত কোনো বৃদ্ধি বা লাভ অ্যাকচুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়িত স্থিতিপত্রে জমা হইলে তা উদ্বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্ত করে এবং বিমা নিয়ন্ত্রকের সাথে পরামর্শক্রমে এবং অংশগ্রহণকারী পলিসি হোল্ডারগণের জন্য বোনাস ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যৌক্তিক বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাবিহিত গুরুত্ব আরোপপূর্বক উপ কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সুদের হার বা বিমার অন্যান্য দায়দেনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত বিষয়াদি সিকিউরিটি এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্যায়নের সাথে বাস্তবিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং এর ফলে কৃত্রিমভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত হ্রাস পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যতটুকু ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইবে ততটুকু উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যমান বৃদ্ধি বা অবচয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;

(গ) উদ্বৃত্ত সুদের উপর কর আরোপযোগ্য হইবে না এরূপ শর্তে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত কোনো সুদ বিবেচিত হইবে না।

৫। উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করার সমন্বয়

কোনো বছরে বারো মাসের বেশি মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য আন্তঃমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশিত বার্ষিক গড় উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভের উপর কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্ত বছরের জন্য পরিশোধযোগ্য কর গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত আয়বর্ষে প্রদেয় করের জন্য ধারা ১৪২ অনুসারে ক্রেডিট প্রদান করা যাবে না, তবে উক্ত সময়ের জন্য সিকিউরিটি বা অন্যান্য উৎসের সুদ হইতে উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে ক্রেডিট প্রদান করা যাবে।

৬। অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা

(১) জীবন বিমা ব্যতীত অন্য যে কোনো প্রকার বিমা ব্যবসার মুনাফার স্থিতি, যা বিমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর বিধানাবলি অনুসারে বার্ষিক হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শন করা

হইয়াছে, উক্ত বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলির অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ ব্যতীত অন্য যে কোনো প্রকার খরচ বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থিতির সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। জীবন বিমা ব্যবসার জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী বিনিয়োগ হইতে উদ্ধৃত লাভ ও ক্ষতি এবং অবচয় বা প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মুনাফার স্থিতিতে প্রদর্শন করিতে হইবে।

- (২) ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানোর জন্য কোনো কোম্পানি কর্তৃক তার আয়, মুনাফা ও লাভের একটি অংশ পৃথক করে রাখা হইলে, যে আয়বর্ষের জন্য উক্ত অংশ পৃথক রাখা হইয়াছে সে বছরে প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয়ের অনূর্ধ্ব দশ শতাংশ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত মুনাফার স্থিতি হইতে বাদ দিতে হইবে।
- (৩) কোনো বছরে, পূর্ববর্তী বছরসমূহে ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাতে কর্তনকৃত বা সঞ্চিত অর্থ (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাতে উক্ত অর্থ বা সঞ্চিত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হাসকৃত অর্থ) সহ, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ উক্ত বছরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয় বা উক্ত বছরের পূর্ববর্তী তিন বছরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত গড় আয়, এদুয়ের মধ্যে যেটি বেশি, সেটি অতিক্রম করিতে পারবে না।
- (৪) এই আইনে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানো ব্যতীত অন্যকোনো উদ্দেশ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ হইতে কোনো অর্থ পরিশোধিত, পৃথকীকৃত বা স্থানান্তরিত করা হয়, যেক্ষেত্রে যে বছরের জন্য তা করা হইয়াছে, সে বছরে কোম্পানির অন্যান্য প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয়সহ উক্ত অর্থ কোম্পানির উক্ত বছরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয় হিসাবে গণ্য হইবে; এবং যেক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়ন বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হয় (যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য), যেটি পূর্বে ঘটে, যেক্ষেত্রে যে বছরে কোম্পানির অবসায়ন শুরু বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হয়েছিল, সে বছরে কোম্পানির অন্যান্য আয় সহ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থের সমষ্টি (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হাসকৃত অর্থ) উক্ত বছরের উক্ত কোম্পানির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি” অর্থ কোনো বছরের প্রিমিয়াম আয়ের গড়ের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ক্ষতি বা উক্ত বছরের পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় প্রিমিয়াম আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ, এদুয়ের মধ্যে যেটি বেশি এবং কোনো কোম্পানির মোট বিশ্ব আয় যদি বাংলাদেশ হইতে উদ্ধৃত উহার প্রিমিয়াম আয়ের আনুপাতিক হারে হয়, তাহলে উক্ত আয় উক্ত কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় হিসাবে গণ্য হইবে। এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এরূপ কোনো বাংলাদেশি অনিবাসি জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করিতে হইবে।

৭। অনিবাসী ব্যক্তির মুনাফা এবং লাভ

বাংলাদেশে নিবাসি নয় এমন কোনো বিমা কোম্পানির বাংলাদেশস্থ শাখাগুলোর মুনাফা ও লাভ, নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতার ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়ের এরূপ অনুপাতে নির্ণীত হইতে পারে, যে অনুপাত বাংলাদেশ হইতে উদ্ধৃত প্রিমিয়াম আয় এবং কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এ্যাকচ্যুরিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এমন কোনো বাংলাদেশে অনিবাসি জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়,

বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার জন্য এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হইবে।

৮। মিউচুয়াল বিমা এসোসিয়েশন

মিউচুয়াল বিমা এসোসিয়েশন এর মাধ্যমে পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসার মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯। সংজ্ঞা।—

এই তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) “সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি” বলিতে বোঝাবে, সুদ, লভ্যাংশ, জরিমানা ও ফি এবং যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত এরূপ সকল অর্থ ও আয় (পলিসি হোল্ডারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম এবং এ্যানুইটি ফান্ডের সুদ ও লভ্যাংশ ব্যতীত), এবং সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি এবং বিক্রয় বা এ্যানুইটির অনুমোদন হইতে প্রাপ্ত মুনাফাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ মুনাফা এর বাইরে থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার দখলাধীন সম্পত্তির যৌক্তিক আয়সমূহ, যা ধারা ৩৫ এর বিধান না থাকিলে ধারা ২০ অনুসারে করারোপিত হইত, পূর্বোক্ত ধারার বিধানাবলির ভিত্তিতে গণনা করা হইবে এবং উক্ত মোট আয় হইতে উক্ত ধারার অধীন অনুমোদনযোগ্য খরচ অনুমোদন করা হইবে;

(খ) “ব্যবস্থাপনা ব্যয়” অর্থ জীবন বিমা ব্যবসার ব্যবস্থাপনার জন্য একান্তভাবে ব্যয়কৃত কমিশনসহ সমুদয় অর্থ, এবং কোনো কোম্পানি জীবন বিমা ব্যবসাসহ অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করে থাকিলে, উক্তরূপ সমগ্র ব্যবসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়কৃত অর্থের ন্যায়সঙ্গত আনুপাতিক অংশও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। বোনাস বা পলিসি হোল্ডারগণকে পরিশোধ করা হইয়াছে বা এ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এরূপ অন্যকোনো অর্থ, এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদের অবচয় ও অর্থ আদায়ে ক্ষতিসমূহ এবং কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৩৭ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্যকোনো ব্যয় এই তফসিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে না।

(গ) “জীবন বিমা ব্যবসা” বলিতে বোঝাবে, বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ (২) এ সংজ্ঞায়িত লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা;

(ঘ) “সিকিউরিটি” অর্থে স্টক ও শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) “পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসা” বলিতে বোঝাবে, কোনো অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলের ট্রাস্টির সাথে চুক্তি সম্পর্কিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসা, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি-

(অ) কেবল উক্ত তহবিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং

(আ) চুক্তির বিপরীতে উদ্ভূত দায় হইতে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে যেভাবে চুক্তিটি হইয়াছে, সেভাবে বিমা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি উক্ত সমুদয় দায় মেনে ব্যবসাটি পরিচালনা করছেন।

পঞ্চম তফসিল

কতিপয় খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

বিভাগ ১

পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ

১। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন ব্যবসা পরিচালনা করেন বা সরকারের সাথে চুক্তির আওতায় পরিচালনা করেন মর্মে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচালিত অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পৃথকভাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

২। মুনাফা পরিগণনা

ধারা ৩৭ এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত খরচ অনুমোদনের পর অনুচ্ছেদ ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুনাফা ও লাভ পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, বা পেট্রোলিয়ামের মজুদ আবিষ্কার বা পরীক্ষা বা উক্ত স্থানে প্রবেশের লক্ষ্যে কোনো ব্যয় বহন করেছেন, তবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের পূর্বেই উক্ত অনুসন্ধান বা আবিষ্কার কার্য বা তদন্ত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেছেন, সেক্ষেত্রে উক্ত সারেন্ডার এলাকা বা শুল্ক কূপ খননের জন্য ক্ষতি হইয়াছে মর্মে গণ্য করে উক্ত ব্যয় উক্ত সারেন্ডার এলাকা ও শুল্ক কূপ খনন কার্যের মধ্যে বন্টন করা হইবে। উক্তরূপ ক্ষতির একটি অংশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পাদিত চুক্তির অধীন নিম্নোক্ত যে কোনো একটি উপায়ে অনুমোদন প্রদান করা হইবে, যথা:-

১. যে কোনো বছরের উল্লিখিত ক্ষতির উক্ত অংশ উক্ত বছরের ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত ব্যবসার অন্য যে কোনো আয়, মুনাফা বা লাভের সাথে সমন্বয় করা হইবে। এই পদ্ধতিতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বছরে জের টানা যাবে এবং উক্ত বছরের আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে একই পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যাবে এবং এভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে তার পরবর্তী বছরে সংশ্লিষ্ট জের টানা ও সমন্বয় করা যাবে এবং এইভাবে জের টানা অব্যাহত থাকবে; তবে কোনোভাবেই ছয় বছরের বেশি এরূপ ক্ষতির জের টানা যাবে না।

২. কোনো বছরের উল্লিখিত ক্ষতির অংশ যে আয়বর্ষে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে উক্ত আয়বর্ষের ব্যবসার আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে। যদি উক্ত বছরের একই ব্যবসায়ের মুনাফার বিপরীতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণ সমন্বয় অসম্ভব হয়, তবে উক্ত ক্ষতির অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বছরে জের টানা যাবে এবং উক্ত করদাতার উক্ত বছরের অনুরূপ কোনো ব্যবসার মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে তা পরবর্তী বছরে জের টানা ও সমন্বয় করা যাবে এবং এভাবে জের টানা অব্যাহত থাকবে; তবে কোনোভাবেই দশ বছরের বেশি উক্তরূপ ক্ষতির জের টানা যাবে না।

- (খ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পর, তার পূর্ববর্তী সকল ব্যয় দফা (ক) এর অধীন ক্ষতি হিসাবে গণ্য না হইলে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার সময়ের ব্যবহারাধীন বাস্তব সম্পদের আওতাবহির্ভূত হইলে, তা বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদিত হইবে। কোনো বছরে উক্তরূপ বাদযোগ্য খরচের কতটুকু অংশ (যা বাদযোগ্য অর্থের সমষ্টির শতকরা ১০ ভাগের বেশি নয়) অনুমোদন দেয়া হইবে, সে পরিমাণ করদাতা কর্তৃক নিরূপিত হইবে;
- (গ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পর উৎপাদন ও অনুসন্ধানের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের অর্থ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য আছে এমন সম্পত্তির উপর ব্যয় বাদযোগ্য হইবে না এবং চতুর্থ তফসিলের বিধান অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির উপর অবচয় অনুমোদন করা যাবে। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখের পূর্বে পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদয় উল্লিখিত বাস্তব সম্পদ অর্জিত হইলে উহা যদি উক্ত তারিখে ব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সময় প্রকৃত মূল্যের বিনিময়ে নতুনভাবে অর্জন করা হয়েছিল মর্মে গণ্য করে উক্তরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বাদযোগ্য সুবিধা অনুমোদন করা যাবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পূর্বে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উপরি-উল্লিখিত প্রকৃত মূল্য হইতে উক্ত অনুমোদিত অবচয় ভাতার সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হইবে;

- (ঘ) যদি, কোনো বছর, ধারা ৩৭ এর অধীন এবং এই অনুচ্ছেদের উপরি-উক্ত দফা (খ) ও (গ) এর অধীন অনুমোদিত বিয়োজন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের বিক্রয়লব্ধ মোট প্রাপ্তির অতিরিক্ত হয়, তা হইলে উক্ত অতিরিক্ত প্রাপ্তি, লভ্যাংশ ভিন্ন অন্যান্য আয়ের সাথে সমন্বয়যোগ্য হইবে, এবং ধারা ৬২ ও ৬৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং শর্ত সাপেক্ষে, জের টানা যাবে।

৩। নিঃশেষ ভাতা

বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার তারিখের পরের যেকোনো সমাপ্ত বছরের জন্য মুনাফা ও লাভ গণনা করার ক্ষেত্রে, এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এরূপ কোনো ব্যবসা বা উক্ত ব্যবসার অংশবিশেষের উৎপাদনের উপর ওয়েলহেড মূল্য হিসাবে যে মোট প্রাপ্তি অর্জিত হয়, উহার ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা যাবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ ভাতা কর্তন না করে যে মুনাফা বা লাভ গণনা করা হয়, উক্ত ভাতা তার অর্ধেকের বেশি হইতে পারবে না।

৪। সরকারকে পরিশোধযোগ্য অর্থ ও করসমূহ

- (১) এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এরূপ কোনো ব্যবসা বা ব্যবসার অংশ হইতে অর্জিত মুনাফা বা লাভ হইতে উদ্ধৃত আয়ের ক্ষেত্রে, যে কোনো করবর্ষে সরকারকে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ এবং আয়কর, করদাতার সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে নিরূপিত হইবে।
- (২) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সরকারকে অর্থ পরিশোধ” অর্থ সরকারকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ অথবা বাংলাদেশে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ,-

(খ) বাংলাদেশে নির্দিষ্টভাবে তেল উৎপাদন বা আহরণ শিল্পের জন্য বা উক্তরূপ সকল শিল্পের জন্য, বা উহাদের যে কোনোটির জন্য আরোপিত যেকোনো কর বা লেভির ক্ষেত্রে, এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যাবলির জন্য সাধারণভাবে আরোপিত নয়।

৫। **সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করসমূহের সমন্বয়**

যদি কোনো বছরের আয়ের উপর করদাতা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করের সমষ্টি অনুচ্ছেদ ৪(১) এ উল্লিখিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থের বেশি বা কম হয়, তাহলে সরকারের সাথে তার চুক্তির শর্তাবলিতে বর্ণিত আয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সরকারকে প্রদেয় হয়, তার সাথে প্রদেয় করের সমষ্টির সমতা বিধানার্থে উক্ত করদাতার করদায় সমন্বয় করা হইবে।

৬। **অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জের টানা**

যদি কোনো বছর সরকারের নিকট পরিশোধিত কোনো অর্থের পরিমাণ, অনুচ্ছেদ ৪ (১) এ উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বেশি হয়, তাহলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থের যে পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ (২) (খ) এ উল্লিখিত কোনো কর বা লেভির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ পরবর্তী বছরের জের টানা যাবে এবং পরবর্তী বছরের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

৭। **তেলের বিক্রয় মূল্য**

এই অংশের অধীন আয় গণনার ক্ষেত্রে, “ওয়েলহেড মূল্যকে” তেলের বিক্রয়মূল্য হিসাবে ধরা হইবে।

৮। **সংজ্ঞা।—**

এই অংশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে,-

(ক) “বাণিজ্যিক উৎপাদন” অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন;

(খ) “পেট্রোলিয়াম” অর্থ The Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে পেট্রোলিয়াম, তবে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) “সমর্পণ” অর্থ কোনো এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার এবং কোনো চুক্তির শর্তাধীনে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো অধিকারের সমাপ্তি;

(ঘ) “সমর্পণকৃত এলাকা” অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সমর্পণ বা স্বত্ব ত্যাগ বা ব্যবসা সমাপ্তির মাধ্যমে কোনো এলাকার উপর তার অধিকারের সমাপ্তি হয়ে গিয়াছে এমন এলাকা;

(ঙ) “ওয়েলহেড মূল্য” অর্থ করদাতা ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই অর্থে ওয়েলহেড মূল্য এবং উক্ত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত করা না হইলে, পেট্রোলিয়াম (উৎপাদন) বিধিমালা, ১৯৪৯ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ওয়েলহেড মূল্য।

বিভাগ ২

বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (তেল এবং তেল-গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

১। খনিজ মজুদ অনুসন্ধান ও আহরণ হইতে অর্জিত মুনাফার পৃথক হিসাব

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অনবায়নযোগ্য খনিজ মজুদ অনুসন্ধান বা আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত মুনাফা ও লাভের হিসাব তার অন্যান্য ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভ হইতে পৃথকভাবে হিসাব করিতে হইবে; এবং উক্ত ব্যবসা, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে (অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লিখিত) বিবেচিত হইবে।

২। মুনাফা পরিগণনা

- (১) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ, এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ৩৭ এর বিধান অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।
- (২) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ, ধারা ৬২ অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।
- (৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে; যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার আয়বর্ষে তার অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে অংশ সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি তা পরবর্তী আয়বর্ষে জের হিসাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে সমন্বয় অব্যাহত থাকবে; তবে কোনো ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার আয়বর্ষ হইতে পরবর্তী অনধিক দশ বছর পর্যন্ত সমন্বয় করা যাবে।
- (৪) চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এ যা কিছুই থাকুক না কোনো, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হবার পর, খনিজ আকরিক আহরণের জন্য ক্রয়কৃত বা অর্জিত যন্ত্রপাতি ও স্থাপনার উপর, যে বছর তা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল, সে বছরের মুনাফা ও লাভের বিপরীতে অনুরূপ সম্পদের প্রকৃত ব্যয়ের সমান হারে অবচয় ভাতা অনুমোদন করা যাবে; যেক্ষেত্রে কোনো বছরে মুনাফা বা লাভ অর্জিত না হবার বা অর্জিত মুনাফা বা লাভ অবচয় ভাতা অপেক্ষা কম হবার কারণে অনুরূপ ভাতা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে উক্ত অপরিশোধিত অবচয় ভাতা বা তার অংশবিশেষ পরবর্তী বছরের অবচয় ভাতার সাথে যুক্ত হইবে এবং পরবর্তী বছর গুলিতেও একই নিয়মে অব্যাহত থাকবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কোনো ক্ষতি জের হিসাবে টানা হইবে, সেক্ষেত্রে উক্ত জেরের সমন্বয় আগে করিতে হইবে।

৩। নিঃশেষ ভাতা

- (১) কোনো বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ হিসাব করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত খরচ (অতঃপর নিঃশেষ ভাতা হিসাবে উল্লিখিত) অনুমোদন করা যাবে যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের ১৫

শতাংশ (উক্তরূপ ভাতা বিয়োজনের পূর্বে) বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫০ শতাংশ, (এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধান অনুসারে উক্তরূপ মূলধন হিসাব করে), এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম।

- (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হইবে না, যদি না নিঃশেষ ভাতার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতির হিসাবে বিয়োজন করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়।
- (৩) যেক্ষেত্রে কোনো বছরে নিঃশেষ ভাতা অনুমোদন করা হয়, এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা হিসাবে যে পরিমাণ খরচ অনুমোদিত হয়েছিল, তা ভুলক্রমে অনুমোদিত হয়েছিল মর্মে গণ্য হইবে; এবং এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় পুনর্গণনা করিতে পারবেন এবং যতদূর সম্ভব উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ২০০ ও ১৮২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং যে বছর উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই আয়বর্ষ সমাপ্ত হবার তারিখ হইতে ধারা ১৮২ এ নির্ধারিত সময়কাল গণনা করা হইবে।

৪। মজুদ খনিজ পদার্থ পরিশোধন বা ঘনিভবন কার্য হইতে উদ্ধৃত মুনাফার উপর কর অব্যাহতি

- (১) যেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হইতে আহরণকৃত খনিজ পদার্থ বাংলাদেশেই পরিশোধন বা ঘনিভবন করে, সেক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের পাঁচ শতাংশ অতিক্রম না করে এরূপ মুনাফা ও লাভের অংশ (অতঃপর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ মুনাফা ও লাভের অর্থ হিসাবে উল্লিখিত) আয়কর অব্যাহতি পাবে; এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হিসাব করা হইবে।
- (২) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে অনুরূপ ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এরূপভাবে গণনা করা হয়, যার মেয়াদ এক বছরের কম বা বেশি, সেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভের পরিমাণ এক বছরের মেয়াদের বিবেচ্য সময়ের জন্য বর্ণিত মুনাফা ও লাভের অর্থের সমানুপাতিক হইবে।
- (৩) এই অনুচ্ছেদ যে ব্যবসার মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তা অংশ ৩ এর দ্বিতীয় অধ্যায় এর বিভাগ ৪ এর বিধান অনুসারে হিসাব করা হইবে।
- (৪) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই ১৯৮৩ সনের জুলাই মাসের আগে পরিচালিত কোনো ব্যবসায়ের বিভাজন বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্থাপিত কোনো ব্যবসায় অথবা এরূপ কোনো ব্যবসায় ব্যবহৃত ভবন, মেশিনারি বা স্থাপনা স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থাপিত কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।
- (৫) এই দফার বিধানাবলি যে আয়বর্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয়েছিল, সেই আয়বর্ষের পরবর্তী বছরের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা অনুচ্ছেদ ২(৩) এর অধীন ক্ষতি অথবা অনুচ্ছেদ ২(৪) এর অধীন অনুমোদিত কোনো ভাতা পূর্ণ সমন্বয় বা কর্তনের ক্ষেত্রে, যেটি পরে ঘটে, এবং পরবর্তী চার বছরের জন্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ তফসিল
কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট

বিভাগ - ১

মোট আয় পরিগণনায় না আনা

- (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বা সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো চুক্তির অধীন আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আন্ত-সরকারি সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা এর কোনো কর্মচারির আয়।
- (২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যে কোনো আয়-
 - (ক) কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিস্টার, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের অনুরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত পারিতোষিক;
 - (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ড্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি উক্ত পদে অবৈতনিক দায়িত্ব পালনকারী নন এমন বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করে থাকেন, যদি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন;
 - (গ) পূর্বোক্ত দফা (ক) এবং (খ) তে উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তার কোনো অফিস স্টাফের সদস্য কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সদস্য বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন বা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকুরীতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং ঐরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে।
- (৩) কোনো স্থানীয় সরকারের আয়।
- (৪) সরকারি বা কোনো অনুমোদিত পেনশন তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন।
- (৫) সরকারি বা কোনো অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হইতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয়।
- (৬) কোনো অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন তহবিল বা পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিলের পক্ষে ট্রাস্টি কর্তৃক গৃহীত কোনো আয়।
- (৭) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উপচিত বা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ভূত কোনো আয়।

- (৮) নির্ধারিত শর্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে উপচিত বা তহবিল হইতে উদ্ধৃত যে কোনো আয়।
- (৯) কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে পরিশোধকৃত অর্থ-
- (ক) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিল; অথবা
- (খ) নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যেকোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল; অথবা
- (গ) নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিল/সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড; অথবা
- (ঘ) আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনে এইরূপ পরিশোধের কর অব্যাহতি সম্পর্কে যা কিছুই থাকুক না কেনো, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোনো শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল হইতে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা।
- (১০) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে কোনো কর্মকর্তা কর্মচারীর পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর জমাকৃত সুদ, যদি তা সংশ্লিষ্ট বছরে উক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতনের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম না করে এবং এ উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হারের আওতায় অনুমোদিত হয়।
- (১১) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পনা অনুসারে গৃহীত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।
- (১২) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা হয়।
- (১৩) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানি হইতে গৃহীত সর্বসাকুল্যে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা লভ্যাংশ।
- (১৪) কোনো করদাতা কর্তৃক “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন পরিগণনাযোগ্য সরকারি সিকিউরিটি হইতে অর্জিত সুদ, যা এরূপ শর্তাধীনে ইস্যু করা হয়েছিলো যে, এরূপ সিকিউরিটি হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর করদায় প্রযোজ্য নয়।
- (১৫) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ড হইতে অনূর্ধ্ব পাঁচশ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনো আয়।
- (১৬) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল কর্তৃক অর্জিত কোনো আয়।
- (১৭) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্য-বাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-
- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা
- (খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে অনুরূপ উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করে রাখা হয়, এবং-

১. অনুরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করে রাখা হইয়াছে, তা উপ কর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;
 ২. উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত মেয়াদ দশ বছরের অধিক না হয়;
 ৩. এরকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করে রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যে কোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যার একান্ন শতাংশ (৫১%) বা এর অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।
- (১৮) ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা যা কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়:
- তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি ধর্মীয় ট্রাস্টের মোট আয়ের যে অংশ জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করে না, অনুচ্ছেদ ১৭ বা ১৮ এর কোনো কিছুই মোট আয়ের সে অংশকে এই আইনের বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করবে না।
- (১৯) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত যেকোনো সার্ভিস চার্জ।
- ব্যাখ্যা।**— এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকান্ডের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা পরিশোধ্য যেকোনো আর্থিক চার্জ, বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেনো।
- (২০) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-
- (ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং
 - (খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে অনুরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল।
- (২১) কোনো অংশীদারী ফার্ম এর অংশীদার হিসেবে কোনো করদাতা কর্তৃক মূলধনী লাভের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যার উপর উক্ত ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে।
- (২২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত।
- (২৩) বাংলাদেশি নাগরিক কোনো সাধারণ ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন।
- (২৪) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়।
- (২৫) রাজামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পাহাড়ি আদিবাসি কোনো একক ব্যক্তির অনধিক দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় যা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২৬) কোনো একক ব্যক্তির “কৃষি হইতে আয়” খাতের আওতাভুক্ত অনধিক দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা:-

১. জমি চাষাবাদ হইতে উদ্ভূত আয়;

২. সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক বিশ হাজার টাকা আয়।

(২৭) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট;

(খ) সফটওয়্যার বা এ্যাপ্লিকেশন কাস্টমাইজেশন;

(গ) নেশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন);

(ঘ) ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট;

(ঙ) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট;

(চ) ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট;

(ছ) ওয়েবসাইট সার্ভিস;

(জ) ওয়েব লিস্টিং;

(ঝ) আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং;

(ঞ) ওয়েবসাইট হোস্টিং;

(ট) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;

(ঠ) ডিজিটাল ড্যাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং;

(ড) ডিজিটাল ড্যাটা এনালিটিক্স;

(ঢ) গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (জিআইএস);

(ণ) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;

(ত) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;

(থ) কল সেন্টার সার্ভিস;

(দ) ওভারসিজ মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন;

(ধ) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্ভিস;

(ন) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;

(প) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;

- (ফ) সাইভার সিকিউরিটি সার্ভিস;
- (ব) ক্লাউড সার্ভিস;
- (ভ) সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন;
- (ম) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম;
- (য) ই-বুক পাব্লিকেশন;
- (র) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস; এবং
- (ল) আইটি ফ্রি ল্যান্ডিং।
- (২৮) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়।
- (২৯) বাংলাদেশ সরকারের সাথে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধান নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানকারী কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ।
- (৩০) যেকোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হইতে উদ্ধৃত আয়, যার-
- (ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধী হলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক সত্তর লক্ষ টাকা;
- (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা;
- (৩১) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়, যথা:-
- (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;
- (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হইয়াছে;
- (৩২) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত “আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত কোনো আয়, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্তাবলির অধীন পরিচালিত হয়-
- (ক) সরকারের এমপিওভুক্ত (মাসিক পে অর্ডার এর জন্য তালিকাভুক্ত) হয়;
- (খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;
- (গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়।
- (৩৩) কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা কস্ট গ্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) কর্তৃক গৃহীত সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত অন্যকোনো আয়।
- (৩৪) জুলাই ১, ২০২০ হইতে শুরু করে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত করবর্ষসমূহের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের কোনো আয়।

- (৩৫) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের কাছ থেকে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা।
- (৩৬) সরকার হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার।
- (৩৭) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়।
- (৩৮) জুলাই ১, ২০১২ হইতে শুরু করে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরু করেছে এইরূপ কোনো সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় নিম্নবর্ণিত মেয়াদের জন্য এবং হারে অব্যাহতি পাবে,
- যদি তা-

- (ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রাম বিভাগে (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান বা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত) অবস্থিত হয়, তাহলে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরুর মাস হইতে পাঁচ বছরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম দুই বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী দুই বছর (তৃতীয় ও চতুর্থ বছর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী এক বছর (পঞ্চম বছর)	আয়ের ২৫%

- (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত হয়, তাহলে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরুর মাস হইতে দশ বছরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম তিন বছর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী তিন বছর (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী চার বছর (সপ্তম হইতে দশম বছর)	আয়ের ২৫%

- (৩৯) ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা হয় এরকম রাইস ব্রান অয়েল উৎপাদনকারী কোনো শিল্প স্থাপনা হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় নিম্নবর্ণিত মেয়াদের জন্য এবং হারে অব্যাহতি পাবে,
- যদি তা -

- (ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও রাঙ্গামাটি, বান্দরবান বা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত) অবস্থিত হয়, তাহলে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পাঁচ বছরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম দুই বছর (প্রথম ও দ্বিতীয় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী দুই বছর (তৃতীয় ও চতুর্থ বছর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী এক বছর (পঞ্চম বছর)	আয়ের ২৫%

- (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) এবং রাজশাহী, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত হয়, তাহলে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে দশ বছরের জন্য:

কর অব্যাহতির মেয়াদ	কর অব্যাহতির হার
প্রথম তিন বছর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী তিন বছর (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বছর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী চার বছর (সপ্তম হইতে দশম বছর)	আয়ের ২৫%

- (৪০) কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টিত কর পরিশোধিত লভ্যাংশ, যদি উক্ত লভ্যাংশ বিতরণকারী কোম্পানি উক্ত কর পরিশোধিত লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে।

বিভাগ ২
মোট আয় হইতে বিয়োজন

- (১) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন বা এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো তহবিলে নিম্নবর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ সাপেক্ষে দানকৃত কোনো আয়, যথা:-
- (ক) কোনো কোম্পানির আয়ের ২০% (বিশ শতাংশ) বা আট কোটি টাকা, দুইয়ের মধ্যে যা কম;
- (খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতার আয়ের ২০% (বিশ শতাংশ) বা এক কোটি টাকা, দুইয়ের মধ্যে যা কম।
- (২) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে দানকৃত আয়।
- (৩) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দানকৃত আয়।
- (৪) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এ্যান্ড ডি) এর সাথে সম্পৃক্ত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দানকৃত আয়।

বিভাগ ৩

সাধারণ কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

১। এই বিভাগের প্রয়োগ

এই বিভাগ-

- (ক) কোনো নিবাসি করদাতা, এবং
- (খ) অনিবাসি বাংলাদেশী করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে

২। সাধারণ কর রেয়াত প্রযোজ্য এরূপ অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ও ব্যয়

- (১) কোনো ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক তার নিজের জন্য অথবা তার স্বামী/ স্ত্রী অথবা তার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” পরিচালনা করার জন্য পরিশোধিত যেকোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) দশ শতাংশ।
- (২) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা অনুরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত যে পরিমাণ অর্থ:
তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, চুক্তিভিত্তিক “deferred annuity” এর জন্য পরিশোধিত অর্থাদি বাংলাদেশে পরিশোধ না করা হইলে, এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না।
- (৩) কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণের অর্থ হইতে চাকুরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ, তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।
- (৪) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ।
- (৫) প্রথম তফশিলের অংশ খ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা বা তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।
- (৬) অনুমোদিত কোনো সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ডে/বার্ধক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধিত অর্থ।
- (৭) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্রয়ের জন্য ক-খ এর সমপরিমাণ বিনিয়োগকৃত অর্থ, যথা:-
 - (ক) কোনো আয়বর্ষে অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকার সরকারের কোনো সিকিউরিটি;

(খ) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন ও এর অধস্তন সংস্থাসমূহ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট;

যেক্ষেত্রে-

ক= আয়বর্ষের শেষে উপরি উল্লিখিত সিকিউরিটি ও সার্টিফিকেটে বিনিয়োগের স্থিতি;

খ= অব্যবহিত পূর্ববর্তী আয়বর্ষের শেষে অনুরূপ সিকিউরিটি ও সার্টিফিকেটে বিনিয়োগের স্থিতি; এবং ক>খ।

- (৮) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ষাট হাজার টাকা।
- (৯) করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত যে কোনো দান, যাহা অনুরূপ অর্থ পরিশোধের এক বছর পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে।
- (১০) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি অনুরূপ সংগঠন উক্ত দানের এক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- (১১) করদাতা কর্তৃক জাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে জাকাত ফান্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা বা এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।
- (১২) স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কারো সুবিধা প্রতিবিধানার্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমানস্কীমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ যদি অনুরূপ তহবিল অথবা স্কীম বোর্ড কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়।
- (১৩) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ।
- (১৪) স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণের অর্থ।
- (১৫) জাতীয় পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণের অর্থ।

বিভাগ ৪
কর অবকাশ কর্মসূচি/স্কিম

১। **কর অবকাশের জন্য যোগ্য শিল্প স্থাপনা**

(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত কার্যক্রমে সম্পূর্ণ কোনো অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা কর অবকাশের জন্য যোগ্য হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম হইলো নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) নিম্নবর্ণিত পণ্য উৎপাদন বা তৈরি, যথা:-

১. এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট এবং রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস;
২. কৃষি যন্ত্রপাতি;
৩. স্বয়ংক্রিয় ইট;
৪. অটোমোবাইল;
৫. ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ও রাবার ল্যাটেক্স;
৬. ইলেক্ট্রনিক্সের মৌলিক উপাদান (অর্থাৎ রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ইনটিগ্রেটেড সার্কিট, মাল্টিলেয়ার পিসিবি, ইত্যাদি);
৭. বাই-সাইকেল, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
৮. বায়ো-ফার্টিলাইজার/জৈব-সার;
৯. বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক কৃষি পণ্য/এগ্রো প্রডাক্ট;
১০. বয়লার উহার খুচরা যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামসহ;
১১. কম্প্রসার, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
১২. কম্পিউটার হার্ডওয়ার;
১৩. আসবাবপত্র;
১৪. গৃহ-সামগ্রি/হোম এ্যাপলিয়েনসেস (ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ইনডাকশন কুকার, ওয়াটার ফিল্টার, ইত্যাদি);
১৫. কীটনাশক ও বালাইনাশক;
১৬. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য;
১৭. এলইডি টিভি;
১৮. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসব্জি প্রক্রিয়াকরণ;

১৯. মোবাইল ফোন;
২০. পেন্ট্রোকেমিক্যালস;
২১. ফার্মাসিউটিক্যালস;
২২. প্লাস্টিক রিসাইকেলিং;
২৩. টেক্সটাইল মেশিনারি;
২৪. টিসু গ্রাফটিং;
২৫. খেলনাসামগ্রী উৎপাদন/টয় ম্যানুফ্যাকচারিং;
২৬. টায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং;
২৭. ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রান্সফরমার;
২৮. কৃত্রিম তন্তু/ফাইবার বা মানবতৈরি তন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং;
২৯. অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ/পার্টস ও উপাদান ম্যানুফ্যাকচারিং;
৩০. অটোমেশন ও রোবোটিক্স ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং, উহার পার্টস ও উপাদানসহ;
৩১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সিস্টেম ডিজাইন এবং/বা ম্যানুফ্যাকচারিং;
৩২. ন্যানোটেকনোলজি ভিত্তিক পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং;
৩৩. এয়ারক্রাফট হেলি মেনটেন্যান্স সার্ভিস, খুচরা যন্ত্রাংশ ম্যানুফ্যাকচারিংসহ।

(খ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসব্জি প্রক্রিয়াকরণ:

(গ) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম -

১. টিসু গ্রাফটিং;
২. জৈব প্রযুক্তির উন্নয়ন;
৩. রেডিও একটিভ (ডিফিউশন) এপ্লিকেশন ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন (অর্থাৎ পলিমারের মান উন্নয়ন বা পলিমারের ক্ষয়সাধন বা খাদ্য সংরক্ষণ বা চিকিৎসা সামগ্রী জীবানুমুক্তকরণ);

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো সেক্টর বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো কার্য সম্পাদনকারী সত্তা।

(৩) অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে এবং জুলাই ২০২০ হইতে জুন ২০২৫ এর মধ্যে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করিতে হইবে।

২। **অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত সত্তাসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়**

(১) অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তার অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত ব্যবসা হইতে অর্জিত আয় উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুসারে কর হইতে অব্যাহতি পাবে।

- (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয় এই বিভাগের আওতায় পড়বে না।
- (৩) কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকা বা জেলা সদরের পৌরসভাসমূহ, রাজামাটি, বান্দরবান, ও খাগড়াছড়ি জেলায় পরিচালিত অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত আয় কর অব্যাহতির জন্য যোগ্য হইবে না।
- (৪) কর অব্যাহতির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) যদি অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগ এবং রাজামাটি, বান্দরবান বা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত অন্য কোনো জেলায় (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত) অবস্থিত হয়, তাহলে তা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে দশ বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে:

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বছর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বছর	৯০%
দ্বিতীয় বছর	৯০%
তৃতীয় বছর	৭৫%
চতুর্থ বছর	৭৫%
পঞ্চম বছর	৫০%
ষষ্ঠ বছর	৫০%
সপ্তম বছর	৫০%
অষ্টম বছর	২৫%
নবম বছর	২৫%
দশম বছর	২৫%

- (খ) যদি অনুমোদিত কর অবকাশ সত্তা ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত) অবস্থিত হয়, তাহলে তা বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পাঁচ বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে কর অবকাশ পাবে:

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বছর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বছর	৯০%
দ্বিতীয় বছর	৮০%
তৃতীয় বছর	৬০%
চতুর্থ বছর	৪০%
পঞ্চম বছর	২০%

৩। **কর অবকাশ প্রাপ্তির যোগ্য ভৌত অবকাঠামোসমূহ**

- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামো সুবিধা সরবরাহের জন্য স্থাপিত কোনো অনুমোদিত কর অবকাশ সত্ত্বে কর অবকাশের জন্য যোগ্য হইবে।
- (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
- (ক) গভীর সমুদ্র বন্দর, সমুদ্র বন্দর বা নদী বন্দর;
- (খ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;
- (গ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল;
- (ঘ) ফ্লাইওভার;
- (ঙ) টোলরোড ও ব্রিজ;
- (চ) গ্যাস পাইপ লাইন;
- (ছ) আইসিটি পার্ক, জোন বা ভিলেজ;
- (জ) হাইটেক পার্ক;
- (ঝ) অনুমোদিত পানি শোধনাগার;
- (ঞ) পানি সরবরাহ বা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা;
- (ট) তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল এবং সঞ্চালন লাইন;
- (ঠ) মনো-রেল ও সাবওয়েসহ রেলওয়ে;
- (ড) নবায়নযোগ্য জ্বালানি;
- (ঢ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি।
- (৩) ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে এবং জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করিতে হইবে।

৪। **অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত সভাসমূহের জন্য কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়**

- (১) অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাদি হইতে উদ্ধৃত ব্যবসা হইতে অনুমোদিত কর অবকাশ সত্ত্বে অর্জিত আয় উপ-অনুচ্ছেদ (৩) অনুসারে কর হইতে অব্যাহতি পাবে।
- (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাদি ব্যতীত, অন্য কোনো উৎস হইতে অর্জিত আয় এই বিভাগের আওতায় পড়বে না।
- (৩) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে দশ বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে কর অব্যাহতি প্রদান করা হইবে:

বাণিজ্যিক উৎপাদনের বছর	অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়
প্রথম বছর	৯০%

দ্বিতীয় বছর	৯০%
তৃতীয় বছর	৭৫%
চতুর্থ বছর	৭৫%
পঞ্চম বছর	৫০%
ষষ্ঠ বছর	৫০%
সপ্তম বছর	৫০%
অষ্টম বছর	২৫%
নবম বছর	২৫%
দশম বছর	২৫%